মাসিক আত-তাহরীক

তাবলীগী ইজতেমা
২০১৮ সংখ্যা

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১ তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০১৮

আল্লাহ বলেন,
‘ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা কার আছে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত’
(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব	১৪৩৯ হিঃ
ফাল্গুণ-চৈত্র	১৪২৪ বাং
মার্চ	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :**
- ইবাদতের স্বাদ বৃদ্ধির উপায় ০৩
  -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**
- তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল ০৯
  -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
- আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা ১২
  -অনুবাদ : মীযানুর রহমান
- সৃজনশীল প্রশ্ন, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ১৫
  -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর উপর নির্যাতন ১৯
  -আহমাদুল্লাহ
- বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ : একটি পর্যালোচনা ২৩
  -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব *-মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* ২৮

◈ **সরেযমীন প্রতিবেদন :**
- তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ : ফিরে দেখা *-মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম* ৩২

◈ **অর্থনীতির পাতা :** ♦ জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কারণ ৩৫
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

◈ **ছাহাবী চরিত :** ♦ আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) ৩৮
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

◈ **দিশারী :** ♦ মুসলিম জাতির বয়সসীমা ও ইমাম মাহদী প্রসঙ্গ ৪১
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ **নবীনদের পাতা :** ♦ অশ্লীলতা প্রসার ও সমাজে এর কুপ্রভাব ৫০
-রবীউল ইসলাম

◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ♦ ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত *-আবু রাযিয়া* ৫৩

◈ **হাদীছের গল্প :** ♦ যে পানি পান করায় সে পরেই পান করে ৫৪

◈ **সাক্ষাৎকার :** ♦ শায়খ তালেবুর রহমান শাহ ৫৫

◈ **ভ্রমণ স্মৃতি :** ♦ তাওহীদের এক চারণগাহ তাওহীদাবাদে ৫৯
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ **অমর বাণী :** *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ৬৩

◈ **কবিতা :** ♦ মযলূমের আর্তনাদ ♦ আশা-দুরাশা ♦ আলোকবর্তিকা ৬৪

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৬৫

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৬৬

◈ **মুসলিম জাহান** ৬৮

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৬৮

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৬৯

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৭৩

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

২১তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০১৮

প্রশ্ন ফাঁস

পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস মানেই জাতির গলায় ফাঁস। এখন যার মহোৎসব চলছে। শিশু শ্রেণী থেকে শুরু করে বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পর্যন্ত ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনের বংশধরগণের জন্যই বর্তমানের যত প্রচেষ্টা। অথচ যদি তাদেরকেই পঙ্গু করে ফেলা হয়, তাহ'লে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়। অভিজ্ঞজনেরা বলছেন, ২০১২ সালের পর থেকে বাংলাদেশের কোন পাবলিক পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে যে পূর্বেও তো প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। অতএব তখন যদি দোষ না হয়ে থাকে, তাহ'লে এখন এমন দোষের কি? ভাবখানা এই যে, কেউ পাপ করলে আমাকে তা আরো জোরে শোরে করতে হবে। আদম পুত্র ক্বাবিল তার ভাই হাবীলকে খুন করেছিল। তাই আমাদেরকে আমাদের ভাইদের সমানে খুন করে যেতে হবে। বেশ তাহ'লে প্রশাসন ও আদালত উঠিয়ে দিন। জেলখানা খুলে দিন ও তাতে ভূমিহীনদের আবাদ করার সুযোগ দিন। সেই সাথে নিজেরা দায়িত্ব ছেড়ে যার যার ঘরে গিয়ে ঘুমান! শিক্ষা সচিব বলেছেন, প্রশ্ন ফাঁস যেহেতু ঠেকানো যাবে না, সেহেতু বই খুলে পরীক্ষা দেওয়ার বিধান করার চিন্তাভাবনা হচ্ছে'। এটা কেমন কথা? সেজন্য কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ক একটা পৃথক অধিদফতর খোলা উচিত। যেমন বহু পূর্বে প্রবীণ রাজনীতিবিদ খান এ. সবুর (১৯০৮-১৯৮২ খৃ.) প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিকট একটি 'ঘুষ মন্ত্রণালয়' ও সেই সঙ্গে একজন দক্ষ 'ঘুষ মন্ত্রী' নিয়োগের দাবী জানিয়েছিলেন। যাতে সরকারী কোন কাজে ঘুষের রেইট কত, তা জনগণ জানতে পারে। সেই সাথে সরকারী কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্বের অনুপাতে কোন প্রকল্প থেকে কত পার্সেন্ট নিবেন, সেটা তারা জানতে পারেন।

প্রশ্ন ফাঁসের এই অপকর্মকে অনেকে 'সংস্কৃতি' বলছেন। যেমন তারা ধর্ষণ ও বিচারহীনতাকে 'সংস্কৃতি' বলছেন। অথচ কুকীর্তি কখনও সংস্কৃতি হ'তে পারেনা। 'সংস্কৃতি' শব্দটি কেবল সুন্দর ও পরিশীলিত সৎকর্মের রীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সবচেয়ে লজ্জার বিষয়, এখন এই অপকর্মে খোদ শিক্ষক ও অভিভাবকরাই জড়িয়ে পড়েছেন। অভিভাবকরা নিজেরা চাঁদা তুলে প্রশ্ন ফাঁসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বড় ধরনের তহবিল খুলেছেন। সেখানে সদা প্রস্তুত শিক্ষকেরা ফাঁসকৃত আসল প্রশ্নপত্র উত্তরসহ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ঢাকাতে সম্প্রতি এমন একটি বড় চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। যারা গত চার বছর ধরে এই অপকর্ম করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রযুক্তির আরো উন্নতি হ'লে হয়তবা উত্তরপত্রে লেখার শ্রম থেকেও পরীক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়া হবে।

এবারে এস.এস.সি পরীক্ষার সময় ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র বাস ভর্তি করে সরাসরি পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে পড়েছে। ধরা পড়েছে কোমলমতি পরীক্ষার্থীরা। ভীত-সন্ত্রস্ত ক্রন্দনরত এগারজন পরীক্ষার্থীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ মূল প্রশ্ন ফাঁসকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে। দেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম এরূপ লজ্জাকর ঘটনা। যারা তাদের নিরপরাধ সন্তানদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে স্বস্তি লাভ করে, তারা কোন মানুষের স্তরেই পড়ে কি না সন্দেহ। ঐ নাবালক আসামীরা আদৌ কোন আসামী নয়। আসামী হ'ল দেশের গোটা অভিভাবক সম্প্রদায়। ঐ সন্তানদের চোখের পানি গোটা দেশের লজ্জার বহিঃপ্রকাশ। দুর্ভাগ্য এই, যাদের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল, সেই দায়িত্বশীলদেরই লজ্জা নেই।

এজন্য দায়ী হ'ল (১) দুর্বল ব্যবস্থাপনা। (২) রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। (৩) শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চরম খাম খেয়ালীপনা। প্রথমটির বিষয়ে বলা চলে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে দলীয়, কিন্তু অযোগ্য, অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজদের পদায়ন করা হয়েছে। ফলে তারা নিজেদেরকে কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করে। দ্বিতীয়টির বিষয়ে বলা চলে যে, শতভাগ স্বাক্ষরতা সম্পন্ন করে দেশকে দ্রুত জাতিসংঘের পুরস্কার প্রাপ্ত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করা। সেজন্য চিরাচরিত পরীক্ষা পদ্ধতি বাদ দিয়ে বিদেশী গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা। যেখানে ৮০ পাওয়া ও ১০০ পাওয়া ছাত্রের গ্রেড সমান। এতে মেধাবী ছাত্ররা নিরুৎসাহিত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালীর অন্যতম হ'ল এই যে, (ক) শতভাগ পাস করিয়ে দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা এই মর্মে যে, কেউ যেন ফেল না করে। যেখানে ন্যূনতম পাস মার্ক ১০০তে ৩৩, সেখানে ২৪ পেলে পাস করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি কেউ ফেল করে, তাহ'লে সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুসারে এজন্য পরীক্ষককেই লিখিতভাবে জবাবদিহি করতে হবে। ফলে বিবেকের তাড়নায় বহু শিক্ষিক-শিক্ষিকা পরীক্ষকের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ এতে পরীক্ষকদের কোনই দোষ নেই। অল্প সময়ে অধিক খাতা দেখার অনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা। ফলে খাতা না দেখেই অথবা কেবল চোখ বুলিয়েই কিংবা অনেক সময় নিজে ও নিকটজনেরা মিলে নম্বর শীট ভরে খাতা দেখার দায়িত্ব শেষ করেছেন। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, সর্বত্র জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য। (খ) সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি। যা ছাত্রদের মেধা বিকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব, যখন তার মেধার বিকাশ ঘটে। অথচ ছোট্ট শিশু, যার মেধা এখনও সুপ্ত, তাকেই বলা হচ্ছে অজানা একটি প্যারা পড়ে বুদ্ধি খাটিয়ে তার জবাব লিখতে। যেখানে শিক্ষকরাই জবাব দিতে পারেন না। এমনকি এরূপ প্রশ্ন তৈরী করতেই তারা হিমশিম খাচ্ছেন। সেখানে কোমলমতি ছাত্রদেরকে সৃজনশীল পরীক্ষায় বাধ্য করা হচ্ছে। ফলে এটাই তাদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে যে, হিজিবিজি কিছু লিখলেই জিপিএ-৫ পাব। সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্ভাবক বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম শিক্ষার্থীদেরকে অসীম সৃজনশীল শিশু হিসাবে কল্পনা করেছিলেন এবং তাদের মেধার দ্রুত বিকাশের জন্য এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন ছিল সৃজনশীল পাঠ্য বই রচনার এবং সৃজনশীল পাঠ দানে দক্ষ শিক্ষকের। অথচ সেগুলি কিছুই না করে সৃজনশীল পরীক্ষা গ্রহণের উদ্ভট চিন্তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। যা উল্টো ফল বয়ে এনেছে। (গ) ব্যবহারিক পরীক্ষা। বাস্তবে কোন স্কুল-কলেজ-মাদরাসাতেই এখন ব্যবহারিক ক্লাস করানো হয় না। কিন্তু সব পরীক্ষার্থীকেই ব্যবহারিকে শতভাগ নম্বর দেওয়ার রীতি গড়ে উঠেছে। যা স্রেফ দুর্নীতি। যে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদেরকে ছোট থেকেই অভ্যস্ত করানো হচ্ছে। (ঘ) এমসিকিউ বা বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র। যার শতভাগ মুখস্থ নির্ভর। অথচ সবসময় বলা হচ্ছে 'মুখস্থকে না বল'। এই পদ্ধতি বাতিল যোগ্য।

[বাকী অংশ ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

Contents

ইবাদতের স্বাদ বৃদ্ধির উপায় সমূহ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

উপরের আয়াতে দু'টি বিষয় স্পষ্ট। এক- মানুষ নিজ ইচ্ছায় ও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও তাঁর প্রদত্ত বিধান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে। দুই-স্বীয় ইবাদতের জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার শৈশব কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সব স্তর পেরিয়ে এক সময় আল্লাহ্র হুকুমে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তার সারা জীবনের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। বিচারে সে জান্নাতী হবে অথবা জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 'তোমরা কি ভেবেছ যে, আমরা তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না?' *(মুমিনূন ২৩/১১৫)*।

এর আগে জিনেরা এই পৃথিবীতে বসবাস করেছে। কিন্তু তারা এখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের সরিয়ে দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে এ পৃথিবী আবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/৩০)*। এক্ষণে যে ব্যক্তি যত সুন্দরভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, তাঁর প্রতি যত বেশী ভয় ও ভালবাসা নিয়ে ইবাদত করবে, সে তত বেশী সুন্দরভাবে পৃথিবীকে আবাদ করবে এবং এখানে তত বেশী আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে। মানব জীবন সুখী ও শান্তিময় হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ– 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। আর মানুষ যত আনুগত্যহীন হবে ও আল্লাহ্র প্রতি ভয় ও ভালবাসা থেকে বিমুখ হবে, তার জীবন তত বেশী অসুখী ও অশান্তিময় হবে। যেমন তিনি বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তার জীবন-জীবিকা সংকুচিত হবে এবং আমরা তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাব' *(ত্বোয়াহা ২০/১২৪)*। একজন ভক্তির সাথে নেকীর আশায় পিতা-মাতা ও গুরুজনের আনুগত্য করে। আরেকজন স্রেফ নিয়ম রক্ষার জন্য সেটা করে, আরেকজন কপটতার সাথে করে, এই তিনজনের মধ্যে কেবল প্রথম জন আনুগত্যের স্বাদ পায়। ইহকালে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং পরকালে সে জান্নাত লাভে ধন্য হয়। পিতা-মাতা ও গুরুজনের চাইতে বহু বহু গুণ ঊর্ধের আনুগত্য ও ভক্তি পাওয়ার অধিকারী হ'লেন আল্লাহ। যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রূযীদাতা। অতএব তাঁর প্রতি আনুগত্যের পরিধি ও ভক্তির স্বাদ কত গভীর হওয়া উচিত, তা সহজে অনুমেয়। সকল প্রশংসা ও সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা কেবল তাঁর প্রতিই হওয়া কর্তব্য। আর সেজন্যই প্রতি ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয করা হয়েছে। যার শুরুতে রয়েছে 'আলহামদু-লিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন' (কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সকল প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। অতএব কৃতজ্ঞতাবোধ যার মধ্যে যত বেশী, সে তত বেশী আল্লাহ্র রহমত লাভ করে এবং ইহকালে ও পরকালে সুখী জীবন যাপন করে।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ 'তিনটি বস্তু যার মধ্যে রয়েছে, সে তার মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (ক) যার নিকটে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সকল কিছু হ'তে প্রিয়তর (খ) যে ব্যক্তি কাউকে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে এবং (গ) যে ব্যক্তি কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপসন্দ করে, যা থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছেন, যেমন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে অপসন্দ করে।[১]

হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا 'ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে ব্যক্তি প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্র উপর, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে'।[২]

আল্লাহ্র ভালবাসার পরেই আসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা। কেননা তাঁর মাধ্যমেই আখেরী যামানার মানুষ আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের সন্ধান পেয়েছে। তিনিই আল্লাহ্র সর্বশেষ বাণীবাহক ও আল্লাহ্র দ্বীনের বাস্তব রূপকার। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যার যত বেশী, তিনি তত বেশী সুন্দরভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করতে পারবেন ও তার স্বাদ অনুভব করবেন। সেকারণ তিনি বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের কেউ (প্রকৃত) মুমিন হ'তে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে প্রিয়তর হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ হ'তে'।[৩]

১. *বুখারী হা/১৬; মুসলিম হা/৪৩; মিশকাত হা/৮*।
২. *মুসলিম হা/৩৪; মিশকাত হা/৯*।
৩. *বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭*।

একবার ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হাত ধরে তিনি হাঁটছিলেন, তখন ওমর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমার নিকট সকল কিছুর চাইতে প্রিয় কেবল আমার প্রাণ ব্যতীত। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। কখনোই না। যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট অধিক প্রিয় হব তোমার প্রাণের চাইতে। অতঃপর ওমর তাঁকে বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চাইতে প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, الآنَ يَا عُمَرُ 'হ্যাঁ এখন ঠিক হ'ল হে ওমর!'[৪]

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসা অর্থ তাঁর সুন্নাতকে ভালবাসা। কেননা তিনি বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৫] এখানে 'সুন্নাত' অর্থ তাঁর ইবাদতের নিয়মনীতি সহ জীবনের সার্বিক কর্মনীতি। কেননা আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

অতএব কেবল আল্লাহ্র যিকরে ফানা ফিল্লাহ হ'লেই চলবে না, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। আর কোন ক্ষেত্রে আনুগত্য ও কোন অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ– أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের দুর্গতি ছাড়া কিছুই পাওয়ার নেই। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নন'। 'এরাই হ'ল সেই সব লোক, যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে খরীদ করেছে। অতএব তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৮৫-৮৬)*।

এটা নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে, সে ব্যক্তি তার সবকিছু মেনে চলে। তার ভালবাসা যত গভীর হয়, তার আনুগত্য তত বৃদ্ধি পায়। অতএব তার ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন তত বেশী সুখময় হবে এবং আল্লাহ্র প্রতি যার ভালবাসা যত বেশী হবে, সে তত বেশী ইবাদতের স্বাদ পাবে।

ইবাদতের স্বাদ বৃদ্ধির উপায় সমূহ

(১) নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করা :

আল্লাহ বলেন, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ– 'তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে ঐসব লোকের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি এটা দান করেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী' *(হাদীদ ৫৭/২১)*। এর অর্থ নেকীর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। যা আল্লাহ্র ক্ষমাকে ওয়াজিব করে *(কুরতুবী)*।

(২) নেকীর কাজ দ্রুত করা :

কোন সৎকর্মের সুযোগ এলেই সাথে সাথে তাতে অংশগ্রহণ করা সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। এ কারণেই আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়কে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে।[৬] জুম'আর আযানের সাথে সাথে দ্রুত মসজিদে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে *(জুম'আ ৬২/৯)*।

ছাহাবায়ে কেরাম দান-ছাদাক্বা ও জিহাদে অংশগ্রহণে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করেছেন। এ বিষয়ে ওহোদ যুদ্ধ থেকে বছরের নীচে বয়স হওয়ার কারণে বাদ পড়া যতজন তরুণের আকুতি এবং ১৫ বছর বয়স না হওয়া সত্ত্বেও রাফে' বিন খাদীজ ও সমুরা বিন জুনদুবকে নেওয়ার কাহিনী আজও মুমিনের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। সেই সাথে তাবুকের যুদ্ধে বাহনের অভাবে যেতে না পারা ছাহাবীগণ, যারা ইতিহাসে 'ক্রন্দনকারীগণ' নামে খ্যাত, তাদের আকুলিভরা কাহিনী সকল যুগের আল্লাহভীরু মুমিনদের পাথেয় হয়ে থাকবে।

৪. *বুখারী হা/৬৬৩২; আহমাদ হা/১৮০৭৬।*
৫. *বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫।*
৬. *বুখারী হা/৭৫৩৪; মুসলিম হা/৮৫।*

(৩) নেকীর কাজে কষ্ট স্বীকার করা :

আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ– ‘অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার প্রভুর দিকে রুজূ হও’ *(শরহ ৯৪/৫-৮)*। কষ্টের সাথে পুর্ণভাবে ওযূ করা, এশা ও ফজরের জামা‘আতে যোগদান করা, শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া, কষ্টের সময় ও সচ্ছলতার সময় আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে হাদীছে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে। এভাবে যারা আল্লাহ্র পথে কষ্ট করে, আল্লাহ তাদেরকে দ্রুত সরল পথ প্রদর্শন করেন। যেমন তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ– ‘পক্ষান্তরে যারা আমাদের পথে প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে অবশ্যই আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন’ *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

(৪) নফল ইবাদত বেশী বেশী করা :

আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ‘আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করবে। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন’ *(ইসরা ১৭/৭৯)*। শুধু তাই নয়, তাঁর সাথীরাও একইভাবে নফল ইবাদত করতেন *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর অন্য কিছু আমার কাছে নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই...।[৭] সেকারণ কোন সংকটে পড়লেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাতে লিপ্ত হতেন।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ... ‘বান্দা নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে। তখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি’...।[৯]

(৫) কুরআন অনুধাবন করা :

যেকোন অবস্থায় কুরআন হ’ল মুমিনের জন্য শিফা বা আরোগ্য *(ইসরা ১৭/৮২)*। তিনি বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ‘তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। কুরআনের আযাব বা রহমতের আয়াত আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভয়ে কাঁদতেন ও খুশীতে দো‘আ পড়তেন’।[১০] যিনি যাকে ভালবাসেন, তিনি তার কথা শুনতে ভালবাসেন। যিনি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসেন, তিনি অবশ্যই কুরআন ও হাদীছ শুনতে ও বুঝতে ভালবাসবেন। যিনি এগুলি বুঝেন, স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল যেন তার সাথে কথা বলেন। এই অনুধাবন নিয়ে যিনি কুরআন-হাদীছ পাঠ করেন, তিনি যে স্বাদ পান, তা তুলনাহীন।

(৬) পাপের নিকটবর্তী না হওয়া :

আল্লাহ বলেন, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ‘তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ’ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি। প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবে না। ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা অনুধাবন কর’ *(আন‘আম ৬/১৫১)*। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ وَلَا تَقْرَبُوا ‘তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেননা পাপের নিকটবর্তী না হ’লে কেউ পাপ করতে পারে না। আর যেসব কাজ পাপের নিকটবর্তী করে,

৭. *বুখারী হা/৬৫০২, ‘হৃদয় গলানো’ অধ্যায়-৮১, ‘নম্রতা’ অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/২২৬৬ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর নৈকট্য লাভ’ অনুচ্ছেদ-১।*

৮. *আবুদাঊদ হা/১৩১৯; মিশকাত হা/১৩২৫; ছহীহুল জামে হা/৪৭০৩।*

৯. *বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬।*

১০. *তিরমিযী হা/২৬২; মিশকাত হা/৮৮১।*

তা থেকে দূরে থাকলে কেউ পাপ করার সুযোগই পাবে না। যেমন হাদীছে চোখের, কানের, হাতের, হৃদয়ের যেনার কথা এসেছে। এগুলো থেকে বিরত থাকলে আসল যেনা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা সম্ভব। পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করার জন্য বহু ধরনের প্রযুক্তি এ যুগে বের হয়েছে। সেসব থেকে সাধ্যমত দূরে থাকার মাধ্যমেই পাপ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে।

(৭) অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা :

সফল মুমিনদের গুণাবলী ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 'যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে নির্লিপ্ত' *(মুমিনূন ২৩/৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ 'ব্যক্তির ইসলামী সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক কর্মকাণ্ড পরিহার করা'।[১১]

(৮) আল্লাহ্র পথে ব্যয়ে অগ্রণী হওয়া :

আল্লাহ বলেন, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সদাচরণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণ কারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। তিনি বান্দাদের ডেকে বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ– 'কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী দান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যারা এটা করেন, তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 'লোকদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*। এক্ষেত্রে ছুহায়েব রূমী, আবু তালহা, হযরত ওছমান, কা'ব বিন মালেক, আবুদ্দাহদাহ প্রমুখ ছাহাবীর অনন্য দানশীলতার ইতিহাস স্মর্তব্য। সেই সাথে তাবুক যুদ্ধের জন্য আবুবকর ও ওমরের দানের প্রতিযোগিতা মনে রাখা কর্তব্য।

(৯) ইবাদতে অহংকার না করা :

আগে-পিছে সমস্ত গোনাহ মাফ থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাজ্জুদে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন। তাতে তার দু'পা ফুলে যেত। এ প্রসঙ্গে স্ত্রী আয়েশার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[১২] ফেরেশতারা দিন-রাত আল্লাহ্র ইবাদত করে। কিন্তু তারা এজন্য অহংকার করে না। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 'নিশ্চয়ই (নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ) যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে থাকে, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না। তারা তাঁর গুণগান করে ও তাঁর জন্য সিজদা করে' *(আ'রাফ ৭/২০৬)*।

অহংকার দু'ভাবে হয়। অন্তরে ও বাহিরে। অন্তরের অহংকার আল্লাহ দেখেন। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তাতে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(মুমিন/গাফের ৪০/৬০)*। এখানে ইবাদত অর্থ দো'আ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'সকল কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[১৩] বাহিরের অহংকার প্রকাশ পায় কথায় ও কর্মে। যেমন অহংকারীদের বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ– 'যখন তাদেরকে বলা হ'ত, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য দেখাতো' *(ছাফফাত ৩৭/৩৫)*। এরা আল্লাহ্র কাছে কিছু চায় না ও দো'আ করে না।

আর কর্মে অহংকারী হ'ল লোক দেখানো ইবাদতকারীরা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا، مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। না এদিকে, না ওদিকে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোন পথই পাবে না' *(নিসা ৪/১৪২-১৪৩)*। তিনি বলেন, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ

১১. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬৭, মিশকাত হা/৪৮৩৯, সনদ ছহীহ।*

১২. *বুখারী হা/৪৮৯৭; মুসলিম হা/২৮২০; মিশকাত হা/১২২০।*
১৩. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১।*

تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ– ‘আর তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। আর তারা ছালাতে আসে অলস অবস্থায় এবং তারা অর্থ ব্যয় করে অনিচ্ছুক ভাবে’ *(তওবা ৯/৫৪)*। তারা কাফিরদের সঙ্গে জাহান্নামে একত্রে থাকবে *(নিসা ৪/১৪০)*। এমনকি এরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে *(নিসা ৪/১৪৫)*। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ্র নিকটে এদের স্থান কাফিরদেরও নীচে। এসব লোকদের ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সবকিছুই বৃথা হবে। আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ‘আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। এরা যুক্তি দিয়ে আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ– ‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে ও তা থেকে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করে থাকি’ *(আ‘রাফ ৭/৪০)*।

(১০) সৎকর্মে উৎসাহী ও অগ্রণী থাকা :

আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ‘এরাই দ্রুত কল্যাণ কাজে ধাবিত হয় এবং তারা তার প্রতি অগ্রগামী হয়’ *(মুমিনূন ২৩/৬১)*। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কবরে নেককার ব্যক্তিকে তার নেক আমল বলবে, আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহ্র কসম! আমি জানতাম, তুমি সৎকর্মে ছিলে অগ্রণী ও অসৎকর্মে পশ্চাৎপদ। অতএব আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দিন।[১৪] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি মানুষ জানত ও আযানেও প্রথম কাতারে কি নেকী রয়েছে। তাহ’লে তারা তার জন্য লটারী করত।[১৫] একই রাবী থেকে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী ছালাত হ’ল ফজর ও আছরের ছালাত। অথচ যদি তারা জানত এতে কি নেকী রয়েছে, তাহ’লে তারা এর জামা‘আতে আসত হামাগুড়ি দিয়ে হ’লেও।[১৬]

(১১) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা :

এজন্য বিভিন্ন সময়ে শরী‘আত নির্দেশিত দো‘আগুলি নিয়মিত পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা। যেমন খানা-পিনা, উঠা-বসা, নিদ্রাকালে ও জাগরণে দৈনন্দিন পঠিতব্য দো‘আ সমূহ বুঝে-সুঝে পাঠ করা।

ইবাদত ও আদত :

আল্লাহ্র ইবাদত যেন বান্দার নিকটে আদত সর্বস্ব না হয়ে পড়ে, সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। কেননা বর্তমান সময়ে অধিকাংশের ইবাদত রূহ শূন্য আদতে পরিণত হয়েছে। যিকরের মজলিসগুলো হু হু শব্দে মুখরিত। ওরস ও আখেরী মুনাজাতে লাখো মুছল্লীর ক্রন্দন ধ্বনি উচ্চকিত। কিন্তু তাদের এই ক্ষমা প্রার্থনা তাদের জিহ্বা ব্যতীত হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না। হাফেযদের খতম তারাবীহ্তে মসজিদগুলি গুঞ্জরিত। কিন্তু মদ, জুয়া, সূদ, যেনা, চুরি প্রভৃতি বিষয়ের আয়াতগুলি অতিক্রম করলেও ইমাম ও মুছল্লী কারু হৃদয় কম্পিত হয় না। মসজিদ সমূহের মিনারে সুউচ্চ শব্দে প্রতিদিন ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনিত হচ্ছে। অথচ মুসলমান আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে নিজেদের মনগড়া বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে তারই অনুসরণ করছে প্রতিনিয়ত। রামাযান ছিল তাক্বওয়া ও ছবরের মাস। সেটি এখন হয়েছে ইফতার ও সাহারীতে ভূরি-ভোজের মাস। হয়েছে ব্যবসায়ে অধিক লাভ করার মাস। ‘যাকাত’ ফরয হয়েছিল হৃদয়কে মালের লোভ শূন্য করার জন্য ও মালকে পবিত্র করার জন্য। কিন্তু তা এখন মানুষকে হালাল উপার্জনের প্রতি দৃঢ়চিত্ত করার বদলে হারামের প্রতি আরও প্রলুব্ধ করছে। হজ্জ ছিল আল্লাহ্র আনুগত্যের অধীনে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য চেতনা জাগ্রত করার জন্য। কিন্তু পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে সে চেতনা এখন বেদনার বিষে পরিণত হয়েছে। ইহরাম ছিল আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু হ’তে বিরত থাকার জন্য। অথচ নিষিদ্ধ বস্তুই আমাদের খাওয়া-পরার সাথী হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় মশা মারা যাবে কি-না ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হয়। অথচ সারা বছর আমরা খুন-খারাবীতে লিপ্ত রয়েছি। মেয়েরা ছালাতের সময় ঢিলা বোরকা পরে। অথচ বাইরে বেপর্দা ঘুরে বেড়ায়। মসজিদ করার সময় হালাল পয়সা ব্যয় করে। অথচ নিজে খাওয়ার সময় হারাম ভক্ষণ করে। দাড়ি ছিল তাক্বওয়ার নিদর্শন, অথচ দাড়ি-টুপী নিয়েই সিগারেট পান করছে ও সূদ-ঘুষের টাকা পকেটে ভরছে। কি বিস্ময়কর স্ববিরোধিতা। এ সবের কারণ একটাই; মুসলমান ইবাদতে[] []অর্থ ও স্বাদ দু’টিই ভুলে গেছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও অভ্যাস-আচরণ অন্য প্রাণীর ন্যায় হয়ে গেছে। যাদের পেটপূজা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য নেই। যারা সর্বদা কেবল ঘাসে ও ময়লায় মুখ লাগিয়ে চরে বেড়ায়। বিগত উম্মতগুলি একারণেই আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ‘তাদের পরে এলো তাদের অপদার্থ উত্তরসূরীরা।

১৪. *আলবানী, আহকামুল জানায়েয হা/১০৮।*
১৫. *বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; মিশকাত হা/৬২৮।*
১৬. *বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১; মিশকাত হা/৬২৯।*

তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*।

উত্তরণের পথ :

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের দু'টি পথই মাত্র খোলা রয়েছে। ১. জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে মনোযোগী হওয়া ২. ইবাদত সমূহকে লক্ষ্য নয় বরং লক্ষ্য হাছিলের মাধ্যমে মনে করা। এ বিষয়ে আল্লাহ্র রীতি হ'ল বান্দাকে তার অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। তিনি বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى 'মানুষ তার চেষ্টার বাইরে কিছুই পায় না' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। আর এ ইচ্ছাশক্তি ও যোগ্যতা কেবল মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন সৃষ্টিকে নয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হবে কিংবা অকৃতজ্ঞ হবে' *(দাহর ৭৬/৩)*। তিনি বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*। তিনি আরও বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন নে'মত দান করলে তার পরিবর্তন ঘটান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সেটা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আনফাল ৮/৫৩)*।

উপসংহার :

মানুষ যখন জানে যে, তাকে মরতেই হবে এবং তার জীবন ক্ষণস্থায়ী, তখন সে কিভাবে তার মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ ভুলে অস্থায়ী ঠিকানার জন্য জীবনপাত করতে পারে? জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ সর্বোত্তম মুমিন কে? উত্তরে তিনি বললেন, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। অতঃপর বলল, أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে? তিনি বললেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ 'যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং পরকালীন জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে'।[১৭] তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا 'আমি জাহান্নামের তুলনীয় কিছু দেখিনা, যা থেকে পলাতক ব্যক্তি ঘুমাতে পারে। আর জান্নাতের তুলনীয় কিছু দেখিনা যার সন্ধানকারী ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে'।[১৮]

অতএব জাহান্নামে বিশ্বাসী ব্যক্তি যেমন তা থেকে বাঁচার জন্য দ্রুত চেষ্টা করবে। জান্নাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তেমনি তা পাওয়ার জন্য দ্রুত চেষ্টিত হবে।

প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির তালাশে থাকবে। তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। পাপ থেকে তওবা করবে ও নেকীর প্রতিযোগিতা করবে। তার উঠা-বসা সবকিছু হবে তার পালনকর্তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। যার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই বিশ্বপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। উক্ত আয়াতের আলোকেই ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ইবাদতের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ. فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادُ لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْإِحْسَانُ لِلْجَارِ وَالْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَمْلُوكِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَالْقِرَاءَةُ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ. 'ইবাদত একটি সামষ্টিক নাম যা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার কথা ও কর্মকে শামিল করে, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও খুশী হন। যেমন ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, পিতা-মাতার সেবা, আত্মীয়তা রক্ষা অঙ্গীকার পালন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ, প্রতিবেশী এবং ইয়াতীম-মিসকীন, পথিক, অধীনস্ত মানুষ ও পশু, দো'আ, যিকর, ক্বিরা'আত ও অনুরূপ সকল প্রকার ইবাদত'।[১৯] অতএব আমাদের কর্তব্য, আমাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে যেন আমরা আল্লাহ্র ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করি। যিনি আমাদের সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। যাঁর সিসিটিভি ক্যামেরায় আমাদের সবকিছু রেকর্ড হচ্ছে। হাদীছে জিব্রীলে যে কথা বলা হয়েছে যে, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি দেখতে না পাও, তাহ'লে বিশ্বাস কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[২০] আল্লাহ আমাদেরকে তার ইবাদতের স্বাদ আস্বাদনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

১৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯, ছহীহাহ হা/১৩৮৪।*

১৮. *তিরমিযী হা/২৬০১; ছহীহুল জামে' হা/৫৬২২।*
১৯. *আল-উবূদিয়াহ পৃ. ৩৮-৩৯।*
২০. *মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।*

Contents

তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল

মূল : ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

[হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (৬৯১-৭৫১হিঃ/১২৯২-১৩৫০খৃঃ) হিজরী ৭ম শতকে সিরিয়ার দামেশকে জন্মগ্রহণকারী ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর একান্ত শিষ্য এই মহামনীষী একজন কালোত্তীর্ণ মুজাদ্দিদ ছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। যার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ হ'ল 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন 'আন রব্বিল 'আলামীন' (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী তথা মুফতী ও বিচারকদের জন্য জ্ঞাতব্য)। একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি ফৎওয়া এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ বা নীতিমালা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং ফিক্‌হ ও উছূলে ফিক্‌হের খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। এর দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি দ্বীন অনুসরণে এবং ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাক্বলীদ তথা অন্ধ অনুসরণের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল উপস্থাপন করেছেন। ইলমী গুরুত্ব বিবেচনায় উক্ত দলীলসমূহ বাংলাভাষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গানুবাদ পেশ করা হ'ল- সম্পাদক]।

ইমাম চতুষ্টয় কর্তৃক তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করা

চারজন ইমামই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যারা তাদের কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করবে তাঁরা তাদের নিন্দা করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِلَا حُجَّة كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ، يَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ وَفِيهِ أَفْعًى تَلْدَغُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي 'দলীল-প্রমাণ ছাড়া যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে রাতে কাঠ সংগ্রহকারীর মত। সে কাঠের বোঝা মাথায় করেছে, অথচ তার মধ্যে রয়েছে সাপ, যা তার অজান্তে তাকে দংশন করবে'।[১]

ইসমাঈল বিন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মুযানী তাঁর মুখতাছার গ্রন্থের সূচনায় বলেছেন, اخْتَصَرْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عِلْمِ الشَّافِعِيِّ، وَمِنْ مَعْنَى قَوْله لِأُقَرِّبَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ مَعَ إِعْلَامِه نَهْيَهُ عَنْ تَقْلِيْدِه وَتَقْلِيْد غَيْرِه لِيَنْظُرَ فِيْه لِدِيْنِه وَيَحْتَاطَ فِيْه لِنَفْسه– 'আমি এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ (রহঃ)-এর ইলম থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি। যাতে যে ব্যক্তি তা অনুধাবন করতে চায় সে সহজেই অনুধাবন করতে পারে। এর সাথে আমার ঘোষণা এই যে, ইমাম শাফেঈ নিজের ও অন্যের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনকে সামনে রাখে এবং নিজের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে'।[২]

আবুদাঊদ (রহঃ) বলেছেন, আমি ইমাম আহমাদকে বললাম, أَلَيْسَ الْأَوْزَاعِيُّ هُوَ أَتْبَعُ مِنْ مَالِك؟ قَالَ لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه فَخُذْ بِه، ثُمَّ التَّابِعِينَ بَعْدُ الرَّجُلُ فِيه مُخَيَّرٌ– 'ইমাম আওযাঈ কি ইমাম মালেকের চেয়ে বেশী অনুসরণের যোগ্য নন? তিনি বললেন, তুমি তোমার দ্বীন-ধর্মের ক্ষেত্রে এদের কারও তাক্বলীদ কর না। নবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে যা এসেছে তুমি তা গ্রহণ কর। তাদের পরে আগত তাবেঈদের মানা না মানার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন'।[৩]

ইমাম আহমাদ তাক্বলীদ ও ইত্তিবার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবুদাঊদ বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, الاتِّبَاعُ: أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِه، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدُ فِي التَّابِعِيْنَ مُخَيَّرٌ– 'নবী (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম থেকে যা এসেছে তার অনুসরণ হ'ল ইত্তিবা। তাদের পরে আগত তাবেঈদের অনুসরণ করা না করায় ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে'।[৪]

তিনি আরও বলেছেন, لَا تقلدني وَلَا تقلد مَالكًا وَلَا الشَّافِعِي وَلَا الْأَوْزَاعِيّ وَلَا الثَّوْرِيّ وَخذ من حَيْثُ أخذُوا– 'তুমি না আমার তাক্বলীদ করবে, না মালেকের, না ছাওরীর, না আওযাঈর। বরং তারা যেখান থেকে নিয়েছে তুমিও সেখান থেকে নাও'।[৫]

তিনি আরও বলেছেন, مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ أَن يُقَلِّدَ دِيْنَهُ الرِّجَالَ– 'দ্বীনের ক্ষেত্রে তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুকরণ ব্যক্তির স্বল্প বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক'।[৬]

বিশর ইবনুল ওয়ালীদ বলেন, আবূ ইউসুফ বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِأَحَد أَنْ يَقُولَ مَقَالَتَنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ قُلْنَا– 'কারও জন্য আমরা কোত্থেকে কথা বলেছি তা না জানা পর্যন্ত আমাদের কথার উদ্ধৃতি দেওয়া জায়েয হবে না'।[৭]

ইমাম মালেক সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'ইবরাহীম নাখঈর বক্তব্যের কারণে যে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর উক্তি পরিত্যাগ করবে তাকে তওবা করাতে হবে? তাহ'লে ইবরাহীম-এর চেয়ে কম বা তার মতো মর্যাদাসম্পন্ন কারো

** ঝিনাইদহ।*

১. বায়হাক্বী, মানাকিবুশ শাফে'ঈ ২/১৪৩; আল-মাদখাল, ক্রমিক ২৬৩। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী হাতেম, আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহ, পৃঃ ১০০; আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/১২৫।

২. মুখতাছারুল মুযানী, আল-হাবীর আল-কাবীরসহ, (প্রকাশনায় : দারুল ফিকর) ১/8।

৩. মাসায়েলে আবীদাঊদ, পৃঃ ২৭৭, ক্রমিক ১৭৯৩; ফুল্লানী, ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার, পৃঃ ১১৩।

৪. মাসায়েলে আবী দাঊদ পৃঃ ২৭৬, ক্রমিক ১৭৯৩; ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার, পৃঃ ১১৩।

৫. ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার, পৃঃ ১১৩; শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, আন-ইনছাফ, পৃঃ ১০৫; আবূ শামা মাক্বদেসী, মুখতাছারুল মুআম্মাল ফির-রাদ্দি আলাল আমরিল আউয়াল, পৃঃ ৬১।

৬. ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার, পৃঃ ১১৩।

৭. বায়হাক্বী, আল-মাদখাল, ক্রমিক ২৬২।

কথায় যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বক্তব্য পরিহার করে তাহলে তার অবস্থা কি হবে?

জা'ফর আল-ফিরইয়াবী বলেছেন, 'আহমাদ বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাক্বী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হায়ছাম বিন জামীল আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وحدثنا فلان عن إبراهيم بكذا ونأخذ بقول إبراهيم قال مالك صح عندهم قول عمر قلت إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم فقال مالك هؤلاء يستتابون 'আমি মালেক বিন আনাসকে বললাম, হে আবূ আব্দুল্লাহ! আমাদের দিকে কিছু লোক আছে যারা বই লিখেছে। তাদের একজন বলছে, আমাদের নিকট অমুক অমুক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব থেকে এই এই কথা বর্ণনা করেছেন। আবার আমাদের নিকট অমুক ইবরাহীম নাখঈ থেকে এই এই কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা এক্ষণে ইবরাহীমের কথা গ্রহণ করছি। মালেক বললেন, তাদের নিকটে কি ওমরের কথা ছহীহ? আমি বললাম, এতো রেওয়ায়াত, যা কিনা তাদের নিকট ইবরাহীমের কথা যেমন ছহীহ তেমনি ছহীহ। তিনি তখন বললেন, এই লোকগুলোকে তওবা করাতে হবে'।[৮] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই বেশী জ্ঞাত।

একজন মুক্বাল্লিদ ও একজন হক্বের অনুসারী দলীল-প্রমাণওয়ালার মধ্যে বাহাছ

মুক্বাল্লিদ : আমরা মুক্বাল্লিদরা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী মেনে চলি, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ১৬/৪৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা যার জানা নেই তাকে তার থেকে বেশী জাননেওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। এটা আমাদের কুরআনী দলীল। এদিকে নবী (ছাঃ) যে জানে না তাকে জাননেওয়ালার কাছে জিজ্ঞেস করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মাথা ফেটে যাওয়া ছাহাবীর হাদীছে বলেছিলেন, أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ 'যখন তাদের জানা ছিল না তখন জিজ্ঞেস করল না কেন? অপারগ-অক্ষমের নিরাময়তা তো প্রশ্নের মধ্যে নিহিত'।[৯]

এক মজুর তার মালিকের স্ত্রীর সাথে যেনা করেছিল। ঐ মজুরের পিতা বলেন, 'আমি বিদ্বানদের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলের উপর ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং ঐ লোকের স্ত্রীর উপর রজম কার্যকর হবে'।[১০]

এই জিজ্ঞাসাকারীকে কিন্তু তার থেকে বেশী জাননেওয়ালার তাক্বলীদ করতে নিষেধ করা হয়নি। বিশ্বজ্ঞানী ওমরকে দেখুন, তিনি আবূবকরের তাক্বলীদ করেছেন। এ বিষয়ে শু'বাহ আছেম আল-আহওয়াল থেকে, তিনি শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূবকর (রাঃ) কালালা[১১] সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি কালালা সম্পর্কে ফয়ছালা দিচ্ছি। যদি তা সঠিক হয় তাহ'লে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর যদি বেঠিক হয় তাহ'লে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ এ বিষয়ে দোষমুক্ত। কালালা সেই, যার সন্তান ও পিতা নেই। তার কথা শুনে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন, 'আমি আবূবকরের বিরোধিতা করতে আল্লাহ্র খাতিরে লজ্জা বোধ করি'।[১২]

ওমর থেকে ছহীহসূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, رَأْيُنَا لِرَأْيِكَ تَبَعٌ 'আমাদের মত আপনার মতের অনুগামী'।[১৩]

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকেও ছহীহভাবে বর্ণিত আছে, 'তিনি ওমরের কথা গ্রহণ করতেন'।[১৪]

মাসরূক সূত্রে শা'বী বলেছেন, 'নবী (ছাঃ)-এর ছয় জন ছাহাবী জনগণের মাঝে ফৎওয়া দিতেন। তারা হ'লেন ইবনু মাসঊদ, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, আলী, যায়েদ বিন ছাবিত, উবাই ইবনু কা'ব ও আবূ মূসা আশ'আরী। এদের মধ্যে আবার তিনজন নিজেদের কথা অন্য তিনজনের কথার সমর্থনে পরিহার করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ওমরের কথার সমর্থনে নিজের কথা ত্যাগ করতেন; আবূ মূসা আলীর কথার সমর্থনে নিজের কথা ত্যাগ করতেন; যায়েদ উবাই ইবনু কা'বের কথার সমর্থনে নিজের কথা ত্যাগ করতেন।[১৫]

জুনদুব বলেছেন, 'আমি অন্য কোনো মানুষের কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইবনু মাস'ঊদের কথা বর্জনের পক্ষে নই'।[১৬]

নবী (ছাঃ) বলছেন, إِنَّ مُعَاذًا، قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً، كَذَلِكَ فَافْعَلُوا– 'মু'আয তোমাদের জন্য একটি সুন্নাত (রীতি) জারি

---

৮. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/১২০-২১, তিনি ফিরয়াবী পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করেছেন।*

৯. *ইবনু মাজাহ হা/৫৭২; দারাকুৎনী ১/১৯০-১৯১; আবূ নু'আইম, আল-হিলয়াহ ৩/৩১৭-৩১৮; আবূ ইয়া'লা হা/২৪২০; হাকেম ১/১৭৮; বায়হাক্বী, আল-খিলাফিয়াত ২/৪৯৩, ক্রমিক ৮৩৬; খত্বীব বাগদাদী, আল-ফক্বীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/৬৮; দারেমী ১/১৯২; আহমাদ ১/৩৩০; বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৮/২৮৮; আবূদাঊদ হা/৩৩৭; বায়হাক্বী ১/২২৭।*

১০. *বুখারী হা/৬৮২৭, ৬৮২৮।*

১১. *কালালা ঐ নারী ও পুরুষদেরকে বলা হয়, যাদের পিতা ও সন্তান জীবিত নেই। তারা মারা গেলে তাদের মীরাছ কিভাবে বণ্টিত হবে তা সূরা নিসার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে।-অনুবাদক।*

১২. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/১২৭; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব হা/১৯১৯১, ১০/৩০৪; ইবনু আবী শায়বা ১১/৪১৫-৪১৬; সাঈদ বিন মানছূর ক্রমিক ৫৯১, ৩/১১৮৫; দারেমী ২/৩৬৫; ইবনু জারীর ৬/২৮৩-২৮৪; বায়হাক্বী ৬/২২৪।*

১৩. *বুখারী হা/৭২২১; ফাৎহুল বারী ১৩/২১০; সুনানে বায়হাক্বী ৮/৩৩৫; জামেউ বায়ানিল ইলম ক্রমিক ১৮২৯।*

১৪. *তাবারানী হা/৮৮০২, ৮৮০৬; ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/৬১, সনদ ছহীহ।*

১৫. *ত্বাবারানী হা/৮৫১৩; ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/৬৭; ফাসাবী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত-তারীখ ১/৪৪৪-৪৪৫; ইবনু সা'দ ২/৩৫১; বায়হাক্বী, আল-মাদখাল, ক্রমিক ১৪৫।*

১৬. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/৬৭।*

করেছে। তোমরাও সেইভাবে কর'।[১৭] তিনি ফরয ছালাতে ইমামের সাথে পরে যোগ দেন এবং ইমামের সাথে প্রাপ্ত ছালাত আদায়ের পর ছুটে যাওয়া রাক'আত/ছালাত আদায় করেন। ইতিপূর্বে কিন্তু ছাহাবীগণ ইমামের থেকে ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো নিজেদের মত আগে আদায় করে তারপর ইমামের সাথে যোগ দিতেন।

মুক্বাল্লিদ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করতে এবং তাঁর রাসূল ও উলুল আমরের আনুগত্য করতে আদেশ দিয়েছেন। উলুল আমর হ'লেন আলেমগণ বা আলেম ও আমীরগণ। আর তাদের আনুগত্য অর্থ তাদের দেয়া ফৎওয়ার তাক্বলীদ তথা নির্বিচারে মেনে নেওয়া। কেননা যদি তাদের তাক্বলীদ নাই শুদ্ধ হবে তাহ'লে সেক্ষেত্রে এমন কোনো আনুগত্য থাকছে না, যা তাদের সাথে খাছভাবে যুক্ত (এমতাবস্থায় আল্লাহ্র আদেশই অকার্যকর হয়ে পড়বে)।

আল্লাহ বলেছেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*।

তাদের এই অনুসরণই তাদের তাক্বলীদ। সুতরাং তাক্বলীদকারী তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে একটি মশহুর হাদীছ উল্লেখযোগ্য أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ– 'আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্ররাজিতুল্য। তাদের যে কারোরই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াত পাবে'।[১৮]

এদিকে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারও পায়রবী করতে চায় তাহ'লে সে যেন যারা মারা গেছে তাদের অনুসরণ করে। কেননা জীবিতদের বেলায় ফিৎনা-ফাসাদ থেকে নিঃশঙ্ক হওয়া যায় না। এই মারা যাওয়ারা হ'লেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ। তারা এই উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী, সবচেয়ে গভীর জ্ঞানী, সবচেয়ে কম বাহুল্যতাকারী। তারা এমন একটি দল, যাদেরকে আল্লাহ তার নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তার দ্বীন কায়েমের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা তাদের হক জানতে সচেষ্ট হও এবং তাদের আদর্শ আঁকড়ে ধর। কেননা তারা ইসলামের সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[১৯]

নবী (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত আছে, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ بَعْدِي 'তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার পরে আগত সৎপথপ্রাপ্ত হিদায়াতের দিশারী খলীফাদের সুন্নাতের অনুসরণ করবে'।[২০] তিনি আরও বলেছেন, اقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوْا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ 'তোমরা আমার পরে যে দু'জন থাকবেন তাদের অনুগমন করবে। এরা হ'লেন আবুবকর ও ওমর। তোমরা আম্মারের আদর্শ অনুসরণ করবে এবং ইবনু উম্মে আব্দ (ইবনু মাসঊদ)-এর অছিয়ত বা নির্দেশনা মেনে চলবে'।[২১]

(চলবে)

---

১৭. *এটি একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশবিশেষ। আহমাদ ৫/২৪৬; আবূদাঊদ হা/৫০৬; হাকেম ২/২৭৪; বায়হাক্বী ২/২৯৬, সনদ মুনক্বাত্বি'।*

১৮. *ইবনু আব্বাস, জাবের, আবূ হুরায়রা, ইবনু ওমর, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে হাদীছটি বর্ণিত আছে। বায়হাকী, আল-মাদখাল হা/১৫২; খতীব বাগদাদী, আল-কিফায়া, ক্রমিক ৪৮; দায়লামী, আল-ফিরদাউস ৪/৭৫। বায়হাকী হাদীছটির সনদসমূহ আলোচনা শেষে বলেছেন, এটি একটি মশহুর হাদীছ, কিন্তু এর সবগুলো সনদ দুর্বল। যার একটিও প্রমাণিত নয়'। বিস্তারিত দেখুন : শায়খ মাশহূর হাসান, তাহক্বীক্ব ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ৪/৪৭৪-৪৭৭।*

১৯. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম, ক্রমিক ১৮১০; হারবী, যাম্মুল কালাম, পৃঃ ১৭৭; মিশকাত ১/৬৭-৬৮; হিলয়াতুল আউলিয়া ১/৩০৫, ৩০৬। বর্ণনাটির সনদে বিচ্ছিন্নতা ও দুর্বলতা রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন : তাহক্বীক্ব ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/৪৭৭।*

২০. *মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৬-১২৭; আবূদাঊদ হা/৪৬০৭, ৪/২০০-২০১; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু জারীর, জামিউল বায়ান ১০/২১২; দারেমী ১/৪৪।*

২১. *ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৫০৩, মুহাক্কিক্ব শায়খ মাশহূর হাসান বলেছেন, হাদীছটি তার সাক্ষ্যসমূহের সাথে ছহীহ। দেখুন : তাহক্বীক্ব ই'লাম ৪/৪৭৯।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

জমিসহ বাড়ী বিক্রয়

১। ঢাকার বাসাবোতে (কালিবাড়ী সংলগ্ন) ৫ তলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলা সম্পূর্ণ ও চতুর্থ তলার কলাম পর্যন্ত নির্মিত অবস্থায় চার কাঠা জমির উপর চার ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বাড়ী বিক্রয় হবে।

২। ঢাকা সাভারে আশুলিয়া থানার কুমকুমারী বাজার সংলগ্ন ১১ শতাংশ জায়গায় টিনশেড ১৩টি ঘর ও ২টি দোকান সহ জায়গাটি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন- ০১৮৪২-০১২৩০৭

Contents

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

ভূমিকা : কুফরী ও ভ্রষ্টতার প্রবল স্রোত মুসলিম উম্মাহ্র উপর ছড়ি ঘুরাতে এবং তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নব্য জাহিলিয়াতের দোসররা তাদের সাধনা অব্যাহত রেখেছে এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম উম্মাহকে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করার এবং তাদের জীবন দর্শন হ'তে ইসলামী আদর্শকে উপড়ে ফেলার লক্ষে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করছে। এতদসত্ত্বেও ঘটনা সমূহের পর্যবেক্ষকগণ উজ্জ্বল আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। যা ঐ নবোদ্ভূত প্রবাহের প্রতিনিধিত্ব করছে যা হামাগুড়ি দিচ্ছে ও নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছে এবং পথ তালাশ করছে। যাতে ধ্বংসাত্মক এই প্রচণ্ড স্রোতকে দমন করতে পারে, এটিকে পশ্চাতে স্বস্থলে ফেরৎ পাঠাতে পারে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি ও কুফল হ'তে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা যায়।

সেই কাঙ্খিত জাগরণই হ'ল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এ সকল কুঁড়ি ও প্রস্ফূটিত ফুলসদৃশ মুসলিম ও মুমিন যুবক বা যারা জীবনের চোখ উন্মীলন করার পর কিছু দাঈ ও সমাজ সংস্কারকদের আহ্বানে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছে। তারা তাদের মাঝে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মরক্ষার চেতনা জাগ্রত করেছে এবং তাদের মাঝে জাগিয়ে তুলেছে ধর্মীয় অনুভূতি ও গর্বিত মানসিকতা। আর ঐ সকল যুবক দীর্ঘ পশ্চাৎপদতার পর জাতিকে নাড়া দেয় এবং শত্রু ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করে। সে লক্ষে তারা নিষ্ঠার সাথে কাজও করছে। নির্ভয়ে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। কিন্তু তারা দ্রুততার সাথে দেখতে পাচ্ছে, তারা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। দীর্ঘ পথ চলা ও কঠোর পরিশ্রম করার পরও তারা যেখান থেকে আন্দোলন ও জাগরণ শুরু করেছিল ঠিক সেখানেই আবার ফিরে এসেছে। ফলে তারা আফসোস করে ও বিচলিত হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ হতাশ হয়ে বসে পড়ে। আবার অন্যরা নতুন উদ্যমে চেষ্টা করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং কাজ করে। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতার ফল পূর্বের চেয়ে ভাল কিছু বয়ে আনে না। আগের চেয়ে উত্তম কিছু অর্জিত হয় না। এভাবেই বারবার একই অবস্থা চলতে থাকে।

হ্যাঁ, এটিই হ'ল বর্তমান যুগে অধিকাংশ দাঈর অবস্থা। কেবল কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, ক্ষতি, বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা, বিশৃঙ্খলা ও অপরিণামদর্শিতা এবং নিষ্ফল প্রচেষ্টা বৈ কিছুই নয়। তারা সঠিক রাস্তাও চিনে না, দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা পথও দেখে নেয় না, যিনি তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা হ'তে রক্ষা করবে ও গোলকধাঁধা হ'তে মুক্ত করবে, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাসমূহকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, তাদের কর্মসমূহকে উপকারী ও সন্তোষজনক ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে, যা অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছে দিবে ও কাঙ্খিত লক্ষ বাস্তবায়ন করতে সহায়ক হবে।

* লিসান্স, এম.এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

কিতাব ও সুন্নাতের রাস্তা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সঠিক পথ নেই। এ দু'টিকে বুঝতে হবে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসারে, সে অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সেদিকেই দাওয়াত দিতে হবে। এদু'টির নির্দেশনার ওপর অবিচল থাকতে হবে। কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী আলেমগণ, এ দু'টি অনুযায়ী একনিষ্ঠ আমলকারীগণ ও এর হেদায়াতের আলোকে হেদায়াতপ্রাপ্তরা ব্যতীত দক্ষ পথ প্রদর্শক আর কেউ নেই।

এপথ অনুসরণ না করেই কিছু মুসলিম যুবক ইসলামকে বিজয়ের পানে পৌঁছাতে ও মুসলিমদের মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। ঐ সমস্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের সহযোগিতা ছাড়াই ইসলামী আন্দোলনসমূহও কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। অফুরন্ত প্রশংসা, দয়া, মহান করুণা ও নে'মত কেবল তাঁরই। তিনি আমাদের জন্য একজন আলেম সৃষ্টি করেছেন, যিনি প্রকৃত অর্থে সালাফে ছালেহীন ও সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানের পথ দেখিয়েছেন। লোকেরা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে, সে বিষয়ে সত্য ও সঠিক পথ আমাদেরকে স্বীয় অনুকম্পায় তার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান গুপ্তধন ও মণি-মাণিক্য সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। ফলে আমরা দীর্ঘ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হওয়ার পর প্রশান্তি ও আরামের শীতলতা অনুভব করতে পেরেছি। আমরা দীর্ঘ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও বিপথগামিতার পর পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি। তাই আমরা মনে করি, আমাদের ওপর সাধারণভাবে উম্মতের হক এবং মুসলিম যুবকদের বিশেষ হক হ'ল আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে সেই কল্যাণের পথ দেখানো, মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে যে পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন। তাদেরকে মুক্তির পথ দেখানো। যে পথপানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন। যাতে আমরা তাদের হাত ধরে হেদায়াতের পথে তুলে দিতে পারি, গোলকধাঁধা ও ধ্বংসের কারণ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বদা সকল তাওফীক ও শক্তির মালিক।

এজন্যই আমরা যে সকল উপকারী ইলম ও সঠিক শিক্ষা লাভ করি তা সর্বদা মুসলমানদের নিকট পেশ করার চেষ্টা করেছি, যা তাদের নিকট সঠিক ইসলামকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে যেখানে কোন অস্পষ্টতা থাকে না, সহজভাবে যেখানে কোন জটিলতা থাকে না। নিষ্কলুষ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রূপে যেখানে কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকে না, সকল মাসআলা দলীলভিত্তিক, মতামতগুলি উৎস সহ উপস্থাপন করে। যা জ্ঞান অন্বেষণকারীদেরকে বড় বড় অনেক গ্রন্থ থেকে অমুখাপেক্ষী করবে, তাদেরকে উজ্জ্বল দলীল ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করবে। তাদেরকে ধ্বংস, বিনাশ, মতভেদ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা হ'তে দূরে রাখবে। তাদের মাঝে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি করবে, যা একক অনুভূতি হ'তে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতঃপর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, তা বাস্তবায়ন ও প্রচার-প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা ও সারাবিশ্বে তাকে

শক্তিশালী করতে বড় সহায়ক হবে- ইনশাআল্লাহ।

আমরা চাই এ সমস্ত কিতাব ও পুস্তিকার মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইলমী জাগরণ শুরু হোক এবং ইসলামের দাঈদের জন্য এগুলিই শক্তিশালী চিন্তার ভিত্তি হৌক। এজন্যই আমরা এগুলিকে ইসলামী চিন্তাবিদ মুসলিম ওলামা ও মুমিন দাঈদের নিকট পেশ করছি, যাতে এ বিষয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। আমরা সকল প্রকার গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানাই এবং সমালোচককে কৃতজ্ঞচিত্তে বরণ করি এবং সেটিকে আমাদের কর্মকে সফল করার ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী অংশগ্রহণ হিসাবে মনে করি। আমরা ফলপ্রসূ ও পরিপক্কতার পর্যায়ে পৌঁছার সোপান হিসাবে সেটাকে মনে করি। কিন্তু আমরা মনে করি, প্রত্যেকটি সমালোচনা লিখিত হোক অথবা প্রকাশিত তাতে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক:

১. ইখলাছ তথা তা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হ'তে হবে। সমালোচকের উদ্দেশ্য হ'তে হবে হক-এর সন্ধান পাওয়া ও নছীহতের অরিহার্য দায়িত্ব পালন করা।
২. সমালোচনা হ'তে হবে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বুঝের আলোকে যা আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর সুন্নাতের মত দ্বীনের দু'টি মৌলিক ও সুস্পষ্ট রুকন ভিত্তিক হবে।
৩. সমালোচনা ইসলামী মহান আদর্শ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানসুলভ পদ্ধতিতে হ'তে হবে, যা খ্যাতি লাভ ও অন্যকে অবজ্ঞা করা, বোকা বানানো ও মূর্খতা প্রমাণ করার মত হীন উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হবে। আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই। তবে যে সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করে এবং দুর্ব্যবহার ও মিথ্যারোপ করে তার ব্যাপারটা ভিন্ন।

'আল-হাদীছু হুজ্জাতুন বিনাফসিহী ফিল-আক্বায়েদ ওয়াল-আহকাম' (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) শীর্ষক যে পুস্তিকাটি আমি আজ পেশ করছি তা আমাদের উসতাদ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সংকলিত। এটি মূলত বর্তমান খৃষ্টীয় স্পেনের : পূর্বে যার নাম ছিল আন্দালুস গ্রানাডা নগরীতে ১৩৯২ হিঃ সনের রজব মাস মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে 'মুসলিম ছাত্রদের ঐক্য' শীর্ষক সম্মেলনে প্রদত্ত একটি ভাষণ।

সম্মানিত লেখক এখানে সুন্নাত, এর মর্যাদা ও প্রামাণ্যতা সম্পর্কে একজন মুসলমানের সঠিক অবস্থান কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি পুস্তকটিকে চারটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন। **প্রথম অধ্যায়ে** ইসলামে সুন্নাতের মর্যাদা, সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া মুসলমাদের ওপর ওয়াজিব এবং এটিকেই শারঈ বিষয়ে বিচারিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা ও এর বিরোধিতা করা হ'তে সতর্ক করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরবর্তীদের সুন্নাতের বিরোধিতা করার নানা অপচেষ্টা এবং এজন্য তারা যে সকল ক্বিয়াস ও উছূল বা মূলনীতি তৈরী করেছে এবং এগুলির কারণে সুন্নাতকে দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলেছে তা বাতিল হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

প্রাচীন ধর্মতাত্ত্বিকরা যে সকল কায়েদা (নিয়ম) তৈরী করেছে এবং আধুনিক কিছু আলেম ও দাঈ সেগুলি প্রচার করছে, সেসব কায়েদাকে বাতিল প্রমাণ করার জন্য তৃতীয় অধ্যায়কে মনোনীত করেছেন। আর তা হ'ল, ওদের দাবী 'আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না'। এই কায়েদার প্রবক্তার গলদটি তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা এর কারণেই তারা স্পষ্ট কোন ছহীহ দলীল ছাড়াই কেবল ধারণা ও কল্পনার ভিত্তিতে আক্বীদা বিষয়ক হাদীছসমূহ ও আহকাম বিষয়ক হাদীছসমূহের মাঝে পার্থক্য করেছে।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা ভাল মনে করছি তা হ'ল আমাদের উস্তাদ এ বিষয়টিকে এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কেননা উল্লিখিত রায়কে বাতিল প্রমাণ করার জন্য তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করে তা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ দলীলগুলি উল্লেখ করেছেন حديث الآحاد والعقيدة 'আহাদ হাদীছ ও আক্বীদা' শিরোনামে তাঁর অন্য একটি পুস্তিকায়। যেটি প্রায় পনের বছর আগে দামেশকে সচেতন মুসলিম যুবকদের সমাবেশে উপস্থাপিত তার আরেকটি বক্তৃতা, যা উল্লিখিত রায়ের প্রসারকে দুর্বল করা ও শিক্ষিত মহলের মাঝে এর প্রচারকারী ও প্রচলনকারীদেরকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাল প্রভাব ফেলে। মহান আল্লাহ তা'আলা যেন সে আলোচনাটিকে وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 'আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা ওয়াজিব' শিরোনামে প্রকাশের পথকে সহজ করে দেন-ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

আমাদের পুস্তিকার **চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে** লেখক তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যা মানুষকে সুন্নাতের মর্যাদাকে দুর্বল করার দিকে ধাবিত করেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে বাতিল করেছে। সেটি হ'ল তাক্বলীদ, যা কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম বিশ্বে জীবন দর্শন ও চিন্তা-চেতনার সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে ও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তঃকরণে আসন গেড়ে বসেছে। ফলে এর মধ্যকার উদ্ভাবন ক্ষমতাকে তিরোহিত করে ফেলেছে, প্রতিভাসমূহকে হত্যা করেছে, মেধার কবর রচনা করেছে, মানুষকে তাদের রবের হেদায়াতের পথ থেকে বঞ্চিত করেছে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে তাদের নিকট আসা কল্যাণ দ্বারা উপকার লাভের পথ তাদের জন্য রুদ্ধ করেছে। তারা যে সকল আলেমের ইজতিহাদ সমূহের ওপর নির্ভরশীল তারাও এটা অপসন্দ করেছেন যে, তাদের ছাত্ররা যেকোন বিষয়ে না জেনেই তাদের তাক্বলীদ করুক। বরং তারা সবাই পরবর্তীদেরকে এ মর্মে নছীহত করেছেন যে, তারা যেন কারো কোন কথা, রায় ও ইজতিহাদকে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ওপর অগ্রাধিকার না দেয়, সে যেই হোক না কেন। তেমনিভাবে তারা প্রত্যেক কথা অথবা ইজতিহাদ অথবা ফৎওয়া যা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও তাঁর রাসূলের কথা বিরোধী তা থেকে তাদের জীবদ্দশায় ও মরণের পরে নিজেদেরকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন।

আলোচনার শেষে আমাদের শ্রদ্ধেয় উসতাদ সকল মুসলিম যুবককে এ মর্মে আহবান জানিয়েছেন যে, তারা যেন কিতাব ও সুন্নাতের যা কিছু তাদের নিকট পৌঁছায় সেসব বিষয়ে এ দু'টির দিকে ফিরে যায়, সাধ্যমত ও যতদূর সম্ভব নিজেদের অন্তরে ইত্তেবার মর্যাদাকে বাস্তবায়ন করতে তার উপর আমল করে। এর মাধ্যমেই তারা এককভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবা করতে পারবে যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তা'আলাকে একক মানে। এর মাধ্যমেই তারা শাহাদাতায়েন তথা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর সত্যিকার অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এর মাধ্যমেই তারা 'হুকুমত একমাত্র আল্লাহ তা'আলা'র স্লোগানটিকে নিজেদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এটিকে প্রতীক হিসাবে ঘোষণা দেওয়া ও মুখে তার স্লোগান তোলার পর। এর মাধ্যমেই তারা কুরআনমুখী অনন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে; যে প্রজন্ম আল্লাহ তা'আলার আদেশে কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

যে সকল মুসলিম ছাত্ররা মনোযোগ সহকারে এই আলোচনাটি শ্রবণ করেছেন তাদের অধিকাংশের অন্তরে এটি দারুণ রেখাপাত করেছে। তারা এতে বস্তুনিষ্ঠ ও গবেষণালব্ধ পর্যালোচনা এবং সঠিক মতামত দেখতে পেয়ে তা প্রকাশের আবেদন জানিয়ে সম্মানিত লেখকের নিকট অনেক পত্র পাঠিয়েছেন। যাতে এর মাধ্যমে সে সকল খাঁটি ও আগ্রহী মুসলিম উপকার লাভ করেন যারা হক তালাশ করেন ও তা আঁকড়ে ধরে চলতে চান।

এখানে আমরা একটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাই, তাহ'ল আমাদের সম্মানিত উস্তাদের সুন্নাত সম্পর্কিত তৃতীয় আর একটি বক্তব্য রয়েছে, যেটি তিনি কাতারে মুসলিম যুবকদের সমাবেশে প্রায় দু'বছর পূর্বে প্রদান করেন। এতেও তিনি সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব, ইসলামী শরী'আতে এর মর্যাদা, কুরআন ও তাফসীর বুঝার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আশা করি, খুব শীঘ্রই সেটিও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ *('ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা' مترلة السنة فى الإسلام শিরোনামে এটিও প্রকাশিত হয়ে গেছে)*।

এই মূল্যবান আলোচনাটি প্রকাশের অনেক আবেদন আসার প্রতি খেয়াল রেখে আমরা উস্তাদ মহোদয়ের নিকট তা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে অনুমতি চাইলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন। আমরাও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা এটি তার নিকট পড়েছি এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে এর পরিমার্জন কাজ সম্পন্ন করেছি। এর মৌলিক বিষয়গুলির আলোকে ছোট ছোট শিরোনাম দিয়েছি যাতে পাঠকের জন্য সহজবোধ্য এবং বিষয়ের মৌলিক অংশগুলি বুঝতে সুবিধা হয়। লেখার ক্ষেত্রে এরূপ আধুনিক ও চমৎকার বিন্যাস পদ্ধতি উপকারী ও কল্যাণপ্রদ।

পুস্তিকার শুরুতে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু হাদীছী পরিভাষা উল্লেখ করেছি, যা উপকারী মনে করি। মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা, তিনি যেন এই পুস্তিকার মাধ্যমে অনেকের উপকার করেন এবং এর লেখক, প্রকাশক ও প্রচারকারী সবাইকে উত্তম জাযা দান করেন। সকল প্রকার তাওফীক ও সঠিকতার মালিক তিনিই এবং সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই আসে।

-মুহাম্মাদ ঈদ আল-আব্বাসী।

(চলবে)

গোলাপ ডেকোরেটর

এখানে বিভিন্ন সম্মেলন, ইফতার মাহফিল, ওয়ায মাহফিল, বিবাহ, ওয়ালীমা সহ যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং ও ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায়।

তাবলীগী ইজতেমা'১৮ সফল হোক

প্রোঃ মুহাম্মাদ গোলাপ হোসেন
নাড়ুয়ামালা, উপযেলা-গাবতলী, বগুড়া।
মোবাইল : ০১৭১৮-৬৫৮০৭৪

বিশাল বেকারী এন্ড কনফেকশনারী

প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ সফল হোক

বিঃদ্রঃ আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই।

সাহেব বাজার, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬০০২২ (অফিস) ০৭২১-৭৭১৬৭০ (শো-রুম) মোবা : ০১৭১৬- ০৪৩৯৭, ০১৭১১-৩৪৯৩২৮।

নূর গার্মেন্টস এন্ড টেইলার্স

আত-তাহরীক-এর বিশেষ সংখ্যা উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রথম শাখা : ২১২-২১৩ আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

দ্বিতীয় শাখা : ১০-১১ ভূঁইয়া শপিং সেন্টার (২য় তলা) আর.ডি.এ মার্কেট রোড, রাজশাহী।

তৃতীয় তলা : ২৭১, ২৭২ আরডিএ মার্কেট, রাজশাহী।

প্রোঃ আব্দুল জব্বার
মোবা : ০১৯১১-৯৭১৪৩২; ০১৭১৬-৬৯৫০৯৯।

Contents

সৃজনশীল প্রশ্ন, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস

*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

সৃজনশীল প্রশ্নের ভিত্তিতে এদেশে লেখাপড়া শুরু হয় ২০০৮ সাল থেকে এবং জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয় ২০১০ সাল থেকে। শুরুতে নাম ছিল কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন। এ নামেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদের প্রস্তাব অনুযায়ী নাম পরিবর্তন করে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' নামকরণ করা হয়। তবে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ এতে থেকে যায়, শুধু নামটাই যা পরিবর্তন।

বৃটিশ শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন ব্লুম বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে মানুষের চিন্তন দক্ষতার ছয়টি স্তরের কথা বলেছিলেন। যথা : জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। ব্লুমের বিভাজনে পরবর্তীতে আরেকটু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যথা : স্মরণ করা, বুঝতে পারা, প্রয়োগ করা, বিশ্লেষণ করা. মূল্যায়ন করা ও সৃষ্টি করা। বাংলাদেশে শেষের তিনটিকে উচ্চতর দক্ষতা নাম দিয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের চারটি ভাগ করা হয়। এজন্য দেশব্যাপী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে যে মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাস নেওয়া হচ্ছে এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পাঠদান করা হচ্ছে তাও এই কাঠামোবদ্ধ বা সৃজনশীল প্রশ্নকে ঘিরে। আমরা প্রথমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আলোচনা করব, তারপর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও শেষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

সৃজনশীল প্রশ্ন কী?

এটি এমন এক ধরনের প্রশ্ন, যা দ্বারা শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার সকল স্তর পরিমাপ করা যায়। এ প্রশ্নের প্রথমেই থাকে একটি উদ্দীপক। উদ্দীপকটি পাঠ্য বইয়ের এক কিংবা একাধিক বিষয়/রচনাকে ইঙ্গিত করে তৈরি করা হয়। এটি কোন দৃশ্যকল্প, চিত্র, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি হ'তে পারে। উদ্দীপক মূলত প্রশ্ন বইয়ের কোথা থেকে করা হয়েছে এবং কী উত্তর লিখতে হবে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। সৃজনশীল প্রশ্নে 'ক ও খ' প্রশ্ন পাঠ্য বই থেকে করা হয় এবং 'গ ও ঘ' প্রশ্ন উদ্দীপকের সাথে যুক্ত করে করা হয়। এমনভাবে করতে হয় যাতে পরীক্ষার্থী উদ্দীপকের কথা ব্যবহার না করে শুধু পাঠ্য বইয়ের ভিত্তিতে উত্তর দিতে না পারে। উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বই থেকে অর্জিত বিদ্যা ব্যবহার করে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার মাধ্যমে নিজের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটায়। এজন্যই সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপকের দরকার হয়। উদ্দীপকের অধীনে বাংলা গণিত ইত্যাদি বিষয় হিসাবে ৩টি থেকে ৪টি প্রশ্ন করা হয়। ৩টি হ'লে প্রথমটি অনুধাবন, দ্বিতীয়টি প্রয়োগ ও তৃতীয়টি উচ্চতর দক্ষতামূলক। আর ৪টি হ'লে প্রথমটি হবে জ্ঞানমূলক, দ্বিতীয়টি অনুধাবন, তৃতীয়টি প্রয়োগ এবং চতুর্থটি উচ্চতর দক্ষতামূলক।

* ঝিনাইদহ, (মাস্টার ট্রেইনার, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র)।

জ্ঞান কী, জ্ঞানমূলক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য কী, এরূপ প্রশ্নের উত্তর কীরূপ?

জ্ঞা+অনট=জ্ঞান শব্দের অর্থ চেতনা বা স্মৃতিতে কোন কিছু ধারণ করা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা হুবহু প্রকাশ করা। জ্ঞান বই পড়ে, চোখে দেখে, কানে শুনে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। অবশ্য পরীক্ষায় আগত জ্ঞানমূলক প্রশ্ন একান্তই পাঠ্য বই নির্ভর হওয়ার কথা।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর একটাই। যতজন তার উত্তর করবে ততজনের একই উত্তর হবে। এটি এক শব্দে কিংবা এক বাক্যে লিখতে হয়।

এ প্রশ্নের উত্তর সঠিক হ'লে পরীক্ষার্থী এক নম্বর পাবে। কোন ভগ্নাংশ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নে নেই। কারণ দক্ষতার স্তরগুলোর মধ্যে কোন ভাগবাঁটোয়ারা নেই। এ প্রশ্নের উত্তরে বানান ভুল হ'লে কিংবা তথ্যগত ভুল থাকলে কোন নম্বর মিলবে না। উদ্দীপকের অধীনে দ্বিতীয় বা 'খ' প্রশ্ন অনুধাবনমূলক এবং তার মান ২।

অনুধাবন কী, প্রশ্নের প্রকৃতি কীরূপ, লেখার কৌশল কী এবং নম্বর কীভাবে দিতে হবে?

অনুধাবন অর্থ বুঝতে পারা। পাঠ্য বইয়ের বিষয় পড়ার মাধ্যমে নিজে কিংবা শিক্ষকের সাহায্যে সঠিকভাবে বুঝতে পারার নাম অনুধাবন। সঠিক অনুধাবন জ্ঞানকে অবলম্বন করে অর্জিত হয়। কাজেই প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান না থাকলে সঠিক অনুধাবন হবে না।

অনুধাবন প্রশ্নের উত্তর বইয়ে থাকতে হবে; তবে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় তা লিখবে। হুবহু বইয়ের ভাষা তুলে দিলে তা হবে জ্ঞানমূলক।

এ প্রশ্নের প্রকৃতি এই যে, এর শেষে 'কাকে বলে, 'কেন, কীভাবে, কী বুঝ, উদাহরণ দাও, বুঝিয়ে লেখ, ব্যাখ্যা কর ইত্যাদি শব্দ থাকে। যেমন- তাওহীদে বিশ্বাস করতে হবে কেন? ব্যাকরণ শেখার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে লেখ।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বাক্যের মধ্যে লিখতে হয়। কম-বেশি হ'লে দোষ নেই। তবে সঠিকভাবে অনুধাবন ফুটিয়ে তুলতে হবে। উত্তর প্যারা করেও লেখা যাবে, আবার প্যারা না করলেও অসুবিধা নেই। উত্তর সঠিক হ'লে শিক্ষার্থী ২-এ ২ পাবে। উত্তর জ্ঞান স্তরে হ'লে ১ পাবে এবং ভুল হ'লে ০ পাবে।

উদ্দীপকের অধীনে তৃতীয় বা 'গ' প্রশ্ন প্রয়োগমূলক এবং তার মান ৩।

প্রয়োগ কী, এ প্রশ্নের শেষে কী ধরনের শব্দ থাকে, লেখার নিয়ম কী এবং কীভাবে নম্বর দিতে হয়?

প্রয়োগ অর্থ পাঠ্য বই থেকে অর্জিত বিদ্যা নতুন ক্ষেত্রে/পরিস্থিতিতে আরোপ করা। এ ক্ষেত্রে জানা আবশ্যক যে, প্রশ্নমালায় উদ্ধৃত প্রত্যেকটি উদ্দীপক একেকটি নতুন ক্ষেত্র। তাই উদ্দীপক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পঠিত বিষয়ের উপর তা আলোকপাত করে এবং সে আলোয় আলোকিত হয়ে শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে। বইয়ের

পঠিত বিষয় উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন ক্ষেত্রের সাথে মিলিয়ে দেওয়াই অর্জিত বিদ্যা নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার। উদ্দীপক শব্দের মধ্যেও আলোকপাতের অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। উদ্দীপক = উৎ (উপসর্গ)- দীপ (ধাতু)+ণক (প্রত্যয়)। উৎ উপসর্গ উৎক্ষেপণ অর্থে এসেছে। দীপ অর্থ আলো, বাতি। ণক/অক প্রত্যয় কর্ম সম্পাদন অর্থ দিয়ে থাকে। অতএব উদ্দীপক তাই, যা কোন কিছুর উপর আলোকপাত করে। আসলেও উদ্দীপক শিক্ষার্থীর জন্য পঠিত বিষয়ের উপর আলোকের কাজ করে। যার ভিত্তিতে সে পঠিত বিষয় স্মরণ করে লিখতে পারে। তাকে মুখস্থ করতে হয় না। এখানেই মূলতঃ সৃজনশীল প্রশ্নের সার্থকতা।

প্রয়োগমূলক প্রশ্নের শেষে সাধারণত 'ব্যাখ্যা কর', 'চিহ্নিত কর', 'মিল দেখাও', 'সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য নির্ণয় কর', 'পার্থক্য নির্ণয় কর', 'বৈপরীত্য দেখাও' 'সমাধান কর' ইত্যাদি শব্দ/বাক্যাংশ থাকে।

প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে প্রথমে উদ্দীপকের ভিত্তিতে রচিত 'গ' প্রশ্নের বাক্যকে বিবৃতিমূলক বাক্যে রূপান্ত র করে তাকে উত্তরের প্রথম বাক্য গণ্য করে লেখা শুরু করবে। বইয়ের পাঠ্যাংশের সাথে মিল করতে যে দু-একটি বাক্য না লিখলে নয় তা লিখেই পাঠ্য বইয়ের যে অংশের ভিত্তিতে উদ্দীপক রচিত সেখানে চলে যেতে হবে। তারপর উদ্দীপকের সাথে মিল রেখে বইয়ের কথা নিজের অনুধাবন অনুসারে লিখতে থাকবে। এভাবে বইয়ের কথা নিজের ভাষায় উদ্দীপকের চাহিত বিষয়ের সঙ্গে মিল করে ফুটিয়ে তোলাই সৃজনশীলতা।

সাধারণত বইয়ের বিষয়টি উত্তরে ফুটিয়ে তুলতে ৫ থেকে ৮ বাক্য এবং পুরো উত্তর ১২/১৩ বাক্যে লিখতে হয়। মনে রাখতে হবে, 'গ' প্রশ্নের উত্তর লিখতে অনেক পরীক্ষার্থী শুধু উদ্দীপক ইনিয়ে বিনিয়ে বড় করে লেখে কিংবা উদ্দীপক পুরো তুলে দিয়ে বইয়ের কথা দু-তিন বাক্যে লিখে উত্তর শেষ করে উদ্দীপকের সাথে পাঠ্য বিষয়ের কোন যোগ দেখায় না। কেউ বা আবার উদ্দীপকের কথা বেশী পরিমাণে লিখে বইয়ের কথা দু-এক বাক্য লিখে আবার উদ্দীপকের সাথে তার মিল দেখিয়ে উত্তর শেষ করে। উদ্দীপক নয় বরং বইয়ের তথ্য বেশী পরিমাণে প্রদান করতে হবে এবং বইয়ের তথ্য উদ্দীপকের নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার দেখিয়ে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রয়োগ সঠিক ভাবে করতে পারলে ৩-এ ৩ পাবে। উত্তর অনুধাবন স্তরে পৌঁছলে ২ পাবে, আর জ্ঞান স্তরে থাকলে ১ পাবে এবং ভুল হ'লে ০ পাবে।

উদ্দীপকের অধীনে চতুর্থ বা 'ঘ' প্রশ্নটি হ'ল উচ্চতর দক্ষতামূলক এবং তার মান ৪।

উচ্চতর দক্ষতা কী, প্রশ্নের শেষে কোন ধরনের শব্দ থাকে, উত্তর লেখার নিয়ম কী এবং কীভাবে নম্বর দিতে হবে?

আগেই বলা হয়েছে, উচ্চতর দক্ষতা বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের একত্রিত নাম। কাজেই উচ্চতর দক্ষতা বুঝতে হ'লে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নকে আলাদা করে বুঝতে হবে।

বিশ্লেষণঃ কোন সমগ্র বা পূর্ণকে অংশে অংশে বিভক্ত করে দেখানোকে বিশ্লেষণ বলে। যেমন- 'একটি ফুল বিশ্লেষণ কর'-প্রশ্ন করা হ'লে যদি শিক্ষার্থী ফুলের পাঁচটি অংশ যথা- বৃন্ত, বৃতি, পাঁপড়ি, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর উদ্ধৃত করতে পারে তাহ'লে বিশ্লেষণের উত্তর হবে।

সংশ্লেষণ : সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের বিপরীত। অর্থাৎ কোন কিছুর অংশগুলোকে একত্রিত করে তার পূর্ণরূপ প্রদানকে সংশ্লেষণ বলে। যেমন- বৃন্ত, বৃতি, পাঁপড়ি, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের একত্রিত রূপ ফুল।

মূল্যায়ন : মূল্যায়ন অর্থ কোন কিছুর মূল্য বা মান স্থির করা। কোন কিছুর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ ইত্যাদি বিচার করে তার মান নির্ধারণ করা। যেমন- সঠিক-বেঠিক, যথার্থ-অযথার্থ, ভাল-মন্দ ইত্যাদি মন্তব্যের মাধ্যমে নিজের যে মতামত বা সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় তাই মূল্যায়ন।

শিক্ষকগণ যখন উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন তখন প্রশ্ন ভাল করে পড়েন, বোঝেন, সঠিক উত্তর কী হবে তা জানতে চেষ্টা করেন; তারপর শিক্ষার্থীর উত্তর কতখানি তার জানা উত্তরের সাথে মিলেছে বা যথার্থ হয়েছে তা হিসাব করে নম্বর দেন। যদি পুরোপুরি মেলে তবে পূর্ণ নম্বর দেন; অর্ধেক মিললে ৪-৬ দেন এবং না মিললে ০ দেন। এটাই মূল্যায়ন। আবার শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, প্রকাশক্ষমতা, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা, শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, শিক্ষার্থীদের সংগে আচরণ, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি দেখে শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কতটা ভাল তা নির্ণয় করে। এটাও মূল্যায়ন। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যায়ন চলমান রয়েছে।

উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নে সাধারণত সংশ্লেষণ চাওয়া হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন চাওয়া হয়। প্রশ্নের শেষে সাধারণত 'বিশ্লেষণ কর', 'মূল্যায়ন কর', 'যথার্থতা নির্ণয় কর' 'বিচার কর', 'আলোচনা কর' 'কেমন/কীরূপ হয়েছে' ইত্যাদি শব্দ থাকে।

প্রশ্নকর্তাকে হুঁশিয়ার থাকতে হয়- যাতে 'গ' ও 'ঘ' প্রশ্নে প্রাবরণ (over lapping) না হয়। 'গ' প্রশ্নের উত্তর যা, 'ঘ' প্রশ্নের উত্তরও যদি তাই কিংবা তার কাছাকাছি হয় তাহ'লে প্রশ্নে অবশ্যই প্রাবরণ (over lapping) হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

এখানেও উত্তর লেখার সময় সাধারণত উদ্দীপকের ভিত্তিতে রচিত প্রশ্নবোধক বাক্যকে বিবৃতিমূলক বাক্যে রূপান্তরিত করে উত্তর আরম্ভ করতে হবে। তারপর পাঠ্য বইয়ের যে অংশের ভিত্তিতে উদ্দীপক রচিত তার সঙ্গে উত্তর সংযুক্ত করতে ২/১টা বাক্য লিখে পাঠ্য বইয়ের মধ্যে যেতে হবে। অতঃপর পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তু অবলম্বনে উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে মিল রেখে বিশ্লেষণ কিংবা মূল্যায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও উদ্দীপকের কথা কম এবং বইয়ের কথা বেশি হ'তে হবে। লেখার একেবারে শেষে পরীক্ষার্থীর নিজের মতামত বা সিদ্ধান্ত অবশ্যই থাকতে হবে।

এ প্রশ্নের উত্তর ৮/১০ বাক্য থেকে ১৪/১৫ বাক্যে শেষ করতে হবে। 'গ' এর মত 'ঘ' প্রশ্নেও অনেকে উদ্দীপক দিয়ে উত্তর তৈরির মাঝে ঘুরপাক খায়। বইয়ের বিষয়ের উপর তারা কমই আলোকপাত করে। আগেই বলা হয়েছে এটি সৃজনশীলতার মধ্যে পড়ে না।

'ঘ' প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হ'লে পরীক্ষার্থী পূর্ণ নম্বর পাবে। নচেৎ স্তর অনুপাতে ৩, ২ অথবা ১ পাবে। উত্তর ভুল লিখলে সে ০ পাবে। অনেক শিক্ষক আবার 'গ' প্রশ্ন তিন প্যারায় ও 'ঘ' প্রশ্ন চার প্যারায় না লিখলে নম্বর দিতে চান না। ফলে শিক্ষার্থীরা মনে করে, প্যারার মধ্যেই বোধ হয় চিন্তন দক্ষতার স্তরগুলো লুকিয়ে থাকে। আসলে এ ধারণার কোন সত্যতা নেই। পরীক্ষার্থী প্রয়োজন মাফিক এক বা একাধিক প্যারায় লিখতে পারবে, আবার সে ইচ্ছে করলে কোন প্যারা নাও করতে পারে। অনেক পরীক্ষক আবার দীর্ঘ লেখা না হ'লে নম্বর দিতে চান না। আসলে প্যারা কিংবা দৈর্ঘ্য নয় বরং দক্ষতার স্তর ফুটিয়ে তোলার মধ্যে নম্বর নিহিত। গুণগত মানের লেখা অল্প ও প্যারা বিহীন হ'লেও পরীক্ষার্থী পূর্ণ নম্বর পাবে। মনে রাখতে হবে, সৃজনশীল প্রশ্নে ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রেও কিন্তু পরীক্ষককে বিষয়জ্ঞানী হওয়ার সাথে সাথে উত্তরের উক্ত স্তর মাপার যোগ্যতা থাকতে হবে। তাকে কেন নম্বর স্তর অনুযায়ী কম দেওয়া হ'ল তা বুঝিয়ে দিতে হবে। আন্দাজ-অনুমানে নম্বর দেওয়ার সুযোগ এখানেও নেই।

'ইসলাম শিক্ষা' বিষয় হ'তে সৃজনশীল প্রশ্নের একটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল :-

ক দেখতে-শুনতে একজন ভালো মুসলিম। কিন্তু সে ক্ষতির মানসে ইসলামের শত্রুপক্ষের সঙ্গে গোপনে সখ্যতা গড়ে তোলে। বিষয়টি তাকে বলা হ'লে সে অবলীলায় তা অস্বীকার করে। তাকে বিশ্বস্ত ভেবে অনেকে তার নিকট অর্থ-কড়ি গচ্ছিত রেখে প্রতারিত হয়।

ক) ইসলামের সকল শিক্ষার ভিত্তিমূলে কী রয়েছে?

খ) নিফাক কেন শির্ক ও কুফর থেকেও জঘন্য?

গ) ক এর আক্বীদা চিহ্নিত/ব্যাখ্যা কর।

ঘ) ক এর জাগতিক ও পারলৌকিক পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

বাস্তবতা হ'ল, সৃজনশীল প্রশ্ন দু-একদিনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেউই আয়ত্ব করতে পারে না। নিয়মিত চর্চা করতে থাকলে প্রশ্ন করার ও লেখার দক্ষতা এক সময় আয়ত্ব হয়ে যায়। এটি আয়ত্ব হ'লে শিক্ষার্থীকে কখনই নোট-গাইডের দ্বারস্থ হ'তে হয় না। শিক্ষকদের উচিত, সৃজনশীল প্রশ্নের নানাদিক ভালোভাবে আয়ত্ব করা এবং বছরের শুরুতে সকল শ্রেণীতে, বিশেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে তা শীক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে বুঝানো। শিক্ষকদের আরও উচিত, এ বিষয়ে মাঝে মাঝেই নিজেদের মধ্যে ইনহাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লেখার কৌশল শিখিয়ে দেওয়া। একবার ভাল রকম আয়ত্ব করতে পারলে শিক্ষার্থীরা বই পড়ে মজা পাবে এবং পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারবে। তাদের চিন্তাশীলতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। অবাক করা ব্যাপার এই যে, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের আগের পদ্ধতিতে যারা লেখাপড়া করেছেন তারা শিক্ষকতা না করলেও তখন অন্যকে তদনুযায়ী শিখাতে পারতেন। কিন্তু তারাই এখন লেখাপড়ায় সুপণ্ডিত হয়েও সৃজনশীল প্রশ্ন ঠিকমত বুঝতে ও বুঝাতে পারছেন না। তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও নিজেরা আর পড়াতে পারছেন না। এটা কি সৃজনশীল পদ্ধতির দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা, নাকি আমাদের অযোগ্যতা? এই পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় বলা হয়েছিল-এ পদ্ধতি খুব সহজ এবং শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করার দায় থেকে বাঁচবে। তাদের আর প্রাইভেট পড়তে হবে না এবং নোট-গাইডও লাগবে না। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণই বিপরীত। অবস্থা কেন এমন হ'ল তৃণমূল থেকে তার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকার করতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি :

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতির অর্থ শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের শিখন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা; যাতে শিক্ষণ-শিখন অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করতে গিয়ে পাঠভিত্তিক আলোচনা এবং একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, বাড়ির কাজ ইত্যাদি প্রদান ও তা আদায়ে মূখ্য ভূমিকা পালন করবেন। তিনি শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার আগে তার ডায়েরিতে সংক্ষেপে পাঠপরিকল্পনা করে নিবেন। তাতে শ্রেণী, বিষয়, অধ্যায়/পাঠ, শিখনফল, শিখন পদ্ধতি, উপকরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি শ্রেণীকক্ষে ঢুকে শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন এবং পাঠ শিরোনাম ব্লাকবোর্ডে লিখবেন। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হ'লে পর্দায় দেখাবেন।

এবারে সময় বিভাজনের মাধ্যমে ৪৫/৫০ মিনিটের ক্লাসে উপকরণের সাহায্যে প্রথমে পাঠ্য বই থেকে পড়ার বিষয় ৫/৬ মিনিট আলোচনা করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের একক কাজ হিসাবে ২/৩টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অথবা ১টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা ৪/৫ মিনিটে উত্তর লিখবে। তারপর শিক্ষক নিজের তৈরী প্রশ্নের উত্তর মাল্টিমিডিয়ায় অথবা একটি চার্টে দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের উত্তর তার সাথে মিলাবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিবে। পরে আরেকটি উপকরণের সাহায্যে ৬/৭ মিনিট পাঠ্য বই থেকে আলোচনা করতে হবে। তারপর জোড়ায় কাজ হিসাবে ১টি অনুধাবন কিংবা প্রয়োগমূলক প্রশ্ন লিখতে দিবেন। শিক্ষার্থীরা ৭/৮ মিনিটে উত্তর লিখবে এবং উপস্থাপন করবে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হ'লে এ সময় শিক্ষক তার তৈরী নমুনা উত্তর দেখাবেন। আবার একটি উপকরণের সাহায্য নিয়ে শিক্ষক ৭/৮ মিনিট পাঠ্য বই থেকে আলোচনা করবেন।

আলোচনান্তে তিনি প্রয়োগ কিংবা উচ্চতর দক্ষতার ভিত্তিতে একটি দলগত কাজ করতে দিবেন। সাধারণত একটি দলে সর্বোচ্চ ৬ জন শিক্ষার্থী থাকে- ১জন দলনেতা, ১জন লেখক, ১জন উপস্থাপক ও ৩জন সক্রিয় সদস্য। তারা মগয খাঁটিয়ে

৫/৬ মিনিটে উত্তর প্রস্তুত করবে এবং দলগুলো ২/৩ মিনিট করে তা উপস্থাপন করবে। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন। কাজ শেষে অবশিষ্ট সময় শিক্ষক কিছু ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। এবার তিনি একটি বাড়ির কাজ দিবেন। বাড়ির কাজটি হবে সাধারণত সৃজনশীল প্রশ্নের ভিত্তিতে। অর্থাৎ একটি উদ্দীপকের অধীনে ক, খ, গ ও ঘ প্রশ্ন থাকবে। বাড়ির কাজ সৃজনশীল প্রশ্নে হ'লে শিক্ষার্থীরা বেশি বেশি তা অনুশীলন করতে পারবে এবং শিক্ষকরাও তা বারবার মূল্যায়ন করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তারা দূর করতে পারবে। অনেক প্রশ্নের মধ্যে অবশ্যই যেমন কিছু উন্নত মানের প্রশ্ন পাওয়া যাবে তেমনি অনেক উত্তরের মধ্যেও বহু মানসম্মত উত্তর পাওয়া যাবে। আর এভাবেই তো মানুষ উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাস : মাল্টিমিডিয়া ক্লাস অর্থ বহু মাধ্যম যোগে পরিচালিত শ্রেণীকার্যক্রম। মাল্টিমিডিয়া হ'তে হ'লে তিনটি জিনিস লাগে। ১.বর্ণ (লেখা) ২. চিত্র/ছবি ৩. শব্দ। এরূপ ক্লাসে বর্ণ বা লেখা (Text), চিত্র (Graphics) ও শব্দ (sound) যোগে পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড তৈরি করে উপস্থাপন করতে হয়। একটি শ্রেণিপাঠে সাধারণত ১০ থেকে ২০টা স্লাইডই যথেষ্ট। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নিতে হ'লে শ্রেণীকক্ষে বিদ্যুৎ, ১টি ল্যাপটপ, ১টি প্রজেক্টর ও একটি সাদা স্ক্রীন অথবা দেয়াল থাকা আবশ্যক।

ICT ট্রেনিং-এর মাধ্যমে শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষ করার চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে অব্যাহত রয়েছে। এই ক্লাস নেওয়ার সময় স্লাইডে প্রদর্শিত স্বাগতম, পরিচিতি, শিখনফল ইত্যাদি যা থাকে শ্রেণীকক্ষে তা দেখানো যাবে না। বরং পাঠ ঘোষণা থেকে বাড়ির কাজ পর্যন্ত দেখাতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির পাঠদানের সকল প্রক্রিয়াই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে প্রযোজ্য। এখানেও শিক্ষক সময় বিভাজন করে পাঠ্য বই ধরে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় চিত্র ও ভিডিও প্রজেক্টরের মাধ্যমে পর্দায় দেখাবেন। পর্দায় একক, জোড়ায় ও দলগত কাজের প্রশ্ন তুলে ধরবেন। প্রশ্নের নমুনা উত্তর স্লাইডে করে রাখবেন এবং প্রতিটি কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের উত্তর নিজের নমুনা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য দেখাবেন, আগেভাগে দেখাবেন না। জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার ভিত্তিতে সকল প্রশ্ন করবেন। সবশেষে মূল্যায়নের প্রশ্ন মৌখিক ভাবে করা যাবে। বাড়ির কাজ সৃজনশীল প্রশ্ন হিসাবে একটি স্লাইডে তুলে ধরতে হবে। পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষক তা জমা নিবেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও নির্দেশনাসহ নম্বর প্রদান করে তাদের নিকট ফেরৎ দিবেন। এতে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লেখায় পারদর্শী হয়ে উঠবে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের অসুবিধা : ধারণা করা হয় যে, মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাস নিলেই শিক্ষার্থীদের জানার গতি ও শক্তি দুইই বাড়বে এবং তারা আধুনিক প্রযুক্তিতে অভ্যস্থ ও দক্ষ হয়ে উঠবে। শেষের কথাটি ঠিক হ'লেও প্রথম কথাটি সর্বাংশে ঠিক হচ্ছে না। তার কিছু কারণ এখানে তুলে ধরা হ'ল :

১. স্থায়ী ক্লাসরুম না থাকলে প্রজেক্টর, ল্যাপটপ ও পর্দা ফিট করতে ক্লাসের অনেকখানি সময় নষ্ট হয়ে যায়।

২. অনেকে শুধু মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করেন; পাঠ্য বই খুব একটা হাতে নেন না। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বই বিমুখ হয়ে পড়ছে। অথচ তাদের জানা ও পরীক্ষায় ভালো করা নির্ভর করে পাঠ্য বইয়ের উপর। আসলে পড়াতে হবে বই এবং মাল্টিমিডিয়া হবে তার একটি বড় উপকরণ।

৩. অনেকে শিখনফল ঠিক না করে মাল্টিমিডিয়ার স্লাইডে পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি/ভিডিও তুলে ধরেন। সেখানে ছবি প্রদর্শনী বেশি হয়। শিক্ষকের উপস্থাপন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একক, জোড়ায় কিংবা দলগত কাজ তেমন একটা থাকে না। ফলে শিক্ষণ-শিখন ফলপ্রসূ হয় না।

৪. অনেকে মাত্রাতিরিক্ত ছবি দেখান। শিক্ষার্থীরাও মনে করে এটি স্লাইডশোর ক্লাস। তারা ক্লাস উপভোগ করে বটে কিন্তু জ্ঞান অর্জন করে না। আসলে প্রতিটি কাজের ভিত্তিতে ১টি/২টি ছবিই যথেষ্ট ভাবতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করছে কিনা তা নিশ্চিত হ'তে হবে।

৫. মাত্রাতিরিক্ত এনিমেশন আরেকটি সমস্যা। অনেক এনিমেশনে দেখা যায় এক একটা বর্ণ উড়ে এসে শব্দ ও বাক্য গঠন করে। অনেক সময় অক্ষর ও ছবিগুলো লাফায়-ঝাঁপায়। এতে যেমন সময় বেশি লাগে তেমনি চোখেও লাগে। অথচ হাল্কা ও সাধারণ এনিমেশন দিলে এরূপ সমস্যা সহজেই এড়ান যায়।

৬. শিক্ষক বাতায়নের কন্টেন্ট ডাউনলোড করে অনেকে পড়ান। বাতায়নে যেমন অনেক ভালো কন্টেন্ট আছে তেমনি অনেক নিম্ন মানের কন্টেন্টও আছে। বাছবিচার না করে বাতায়ন থেকে সহায়তা নিয়ে পাঠ দান করলে সুফল পাওয়া অনিশ্চিত। নিজে কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে অথবা বাতায়নের কন্টেন্ট থেকে নিজের সুবিধা মত এডিট করে নতুন কন্টেন্ট বানাতে পারলে এ অসুবিধা থাকবে না।

শিক্ষণ-শিখন আসলে অজানাকে স্থায়ীভাবে জানা এবং তাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিজীবনসহ বৃহত্তর পরিসরে মানবমণ্ডলীর ইহজাগতিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করা। আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নসহ পঠন-পাঠনের সকল নিয়ম-নীতি এ লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত। মহান প্রভু আমাদের সকল কাজে সহায় হৌন-আমীন!

তথ্যসূত্র :

* সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মার্চ ২০০৯ খ্রি. প্রকাশক- বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট ও SESDP ঢাকা।
* ঐ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, জুলাই ২০০৯ খ্রি।
* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ৯ম-১০ম শ্রেণী, প্রকাশক এন.সি.টি.বি, ঢাকা।

Contents

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর উপর নির্যাতন

*আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) একটি নাম, একটি ইতিহাস। যুগে যুগে হক্ব প্রচারে যারা রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) অন্যতম। তিনি পরম ধৈর্যের সাথে সকল নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। তার নির্যাতন-নিপীড়নের ঘটনা থেকে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। বিশেষকরে যারা কঠিন মুহূর্তে দিশেহারা হয়ে যান এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই একমাত্র সমাধান মনে করেন তাদের জন্য ইমাম আহমাদের জেল-যুলুমের ইতিহাস পাঠ করা যরূরী।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ১৬৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৩ বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তাঁর মা তাঁকে লালন-পালন করেন।[১] তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মাত্র ষোল বছর বয়সে হাদীছ অনুসন্ধানে কূফা, বছরা, শাম প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন।[২]

ইমাম আহমাদের উপর রাষ্ট্রীয় বা সরকারী নির্যাতন :

'কুরআন আল্লাহ্র সৃষ্টি' দাবীর বিরোধিতা করায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে রাষ্ট্রীয়ভাবে চরম নির্যাতনের স্বীকার হ'তে হয়েছিল। এটি ছিল কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আক্বীদা, যার বিরুদ্ধে ইমাম আহমাদ কঠোর ও অনড় অবস্থান নিয়েছিলেন। মূলতঃ কুরআন হ'ল আল্লাহ্র কালাম। এটা সৃষ্ট নয়।

নির্যাতনের বিবরণ :

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) লিখেছেন, 'খলীফা মামূন[৩] বাগদাদের প্রতিনিধি ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম বিন মু'ছআবকে পত্র মারফত নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন মানুষকে 'খলকে কুরআন'-এর দিকে আহ্বান জানান। পত্র পেয়ে ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম একদল হাদীছ বিশারদকে তলব করে তাদেরকে খলকে কুরআনের প্রতি সমর্থন করার আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম তাদেরকে প্রহার ও ভাতা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন। ফলে তাদের অধিকাংশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাতে সমর্থন ব্যক্ত করেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও মুহাম্মাদ বিন নূহ আল-জুনদ তাদের মতের উপর অটল থাকেন। ফলে খলীফার নির্দেশে দু'জনকে এক উটে চড়িয়ে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন তারা দু'জন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন।

তার সাথী মুহাম্মাদ বিন নূহ (রহঃ) পথিমধ্যেই মারা যান। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাঁর জানাযা পড়ান। কয়েদখানায় ইমাম আহমাদ পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় কয়েদীদের ছালাতে ইমামতী করতেন। ইতিমধ্যে খলীফা মামূন মারা যান এবং মু'তাছিম বিল্লাহ খলীফা হন।[৪]

খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহ্র[৫] (১৮০-২২৭ হিঃ) আমলে ইমাম আহমাদের উপরে নির্যাতন :

ইমাম আহমাদকে কয়েদখানা হ'তে বের করে খলীফা মু'তাছিম-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমি শিকলগুলোর জন্য হাঁটতে পারছিলাম না। আমি মু'তাছিমের ভবনে উপস্থিত হ'লাম। আমাকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হ'ল। সেখানে কোন বাতি ছিল না। আমি ওযূ করার জন্য মনস্থ করলাম। হাত বাড়িয়ে পানি ভর্তি একটি পাত্র পেলাম। আমি তা দ্বারা ওযূ করলাম। তারপর ছালাতের জন্য দাঁড়ালাম। কিন্তু কিবলা ঠিক করতে পারলাম না। ভোর হ'লে বুঝতে পারলাম যে আমি কিবলামুখী হয়েই ছালাত আদায় করেছি। আল-হাম্দুলিল্লাহ।

পরের দিন মু'তাছিম বিল্লাহ আব্দুর রহমান নামের একজনকে বললেন, তুমি তার সাথে কথা বল। আব্দুর রহমান আমাকে বললেন, কুরআনের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? আমি বললাম, ইলম সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমি বললাম, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র জ্ঞান বিশেষ। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ মাখলূক, সে আল্লাহ্কে অস্বীকার করল। আব্দুর রহমান বলল, আল্লাহ ছিলেন। কিন্তু কুরআন ছিল না। আমি বললাম, আল্লাহ ছিলেন কিন্তু তাঁর ইলম ছিল না। এবার তিনি চুপসে গেলেন। এভাবে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক চলল।

তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও তারা ইমাম আহমাদের সাথে বির্তক করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইমাম আহমাদের কণ্ঠ সুউচ্চ ছিল এবং তাঁর দলীল তাদেরকে পরাজিত করে। বিতর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্র উদ্ধৃতি দেয়ার মত যোগ্যতা তাদের কারো ছিল না। আলোচনার মধ্যে খলীফা বলেন, আহমাদ! আপনি প্রশ্নের জবাব দিন। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! তারা

---

* *সৈয়দপুর, নিলফামারী।*

১. ইবনু খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান ক্রমিক ২০, ১/৬৪; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১০/৩৫৯; হাফেয মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, ক্রমিক ৯৬, ১/৪৩৭; হাফেয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ক্রমিক ৪৩৮, ২/১৫।

২. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল ক্রমিক ৯৬, ১/৪৩৭।

৩. আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন হারূণুর রশীদ বিন মুহাম্মাদ মাহদী বিন আবূ জা'ফর মনছূর আব্বাসী। তিনি ১৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আব্বাসীয় ৫ম খলীফা হারূণুর রশীদের পুত্র ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল মারাজিল। তিনি ১৮৯ হিজরীতে খলীফা হিসাবে বায়'আত নেন। তিনি ২১৮ হিজরীতে মারা যান। দ্রঃ হাফেয যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ক্রমিক ১৬০৯, ১০/২৭২-২৯০; তারীখে বাগদাদ, ক্রমিক ৫৩৩০, ১০/১৮১।

৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১০/৩৬৫, ৩৬৬; ইফাবা ১০/৫৬০-৬২।

৫. তার নাম আবূ ইসহাক্ব মুহাম্মাদ ইবনু রশীদ হারূন বিন মুহাম্মাদ মাহদী বিন মানছূর আব্বাসী। তিনি ১৭০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। খলীফা হারূণুর রশীদ তার পিতা ছিলেন। মায়ের নাম মারিদাহ। তিনি খলীফার দাসী ছিলেন। খলীফা মামূন ছিলেন তার সৎ ভাই ছিলেন (দ্রঃ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ক্রমিক ১৬১০, ১০/২৯০-৩০৬)।

আমার সামনে মহান আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত বা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ পেশ করুক। আমি তাদেরকে জবাব দিব। অবশেষে তাঁর দলীল-প্রমাণের সাথে পেরে না উঠে তারা খলীফাকে উত্তেজিত করে তুলল এই বলে যে, হে আমীরুল মুমিনীন! লোকটি কাফের ও বিভ্রান্ত-বিভ্রান্তকারী।

তাদের উস্কানিতে খলীফা ক্রোধান্বিত হ'লেন। ইমাম আহমাদ বলেন, 'খলীফা আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে অভিশপ্ত করুন। আমি আশা করেছিলাম, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিবে। কিন্তু তুমি কোন জবাব দিলে না। তারপর বললেন, একে ধরে বিবস্ত্র করে ফেল। তারপর (মাটিতে) হেঁচড়াও'।

ইমাম আহমাদ বলেন, আমাকে তারা বিবস্ত্র করে ফেলল এবং মাটিতে হেঁচড়াল। আমি চরম নির্যাতনের শিকার হ'লাম। আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন! মহান আল্লাহ্কে ভয় করুন। আল্লাহ্কে ভয় করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 'যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল নয়'।[৬] এমতাবস্থায় আপনি কিসের ভিত্তিতে আমার রক্তকে হালাল ভাবছেন, অথচ আমি তো সেরূপ কোন অপরাধ করিনি? হে আমীরুল মুমিনীন! স্মরণ করুন, আজ আমাকে যেমন আপনার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, তেমনি আপনাকেও একদিন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে। মনে হ'ল, একথা শুনে তিনি থমকে গেলেন। কিন্তু খলীফার পাশে থাকা লোকেরা বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন! নিশ্চয়ই লোকটি ভ্রান্ত, বিভ্রান্তকারী ও কাফের। ফলে খলীফা আমাকে নানা রকম শাস্তি দিতে লাগলেন। জল্লাদদের আনা হ'ল। তারা একেকজন আমাকে দু'টি করে চাবুক মারতে শুরু করল। একজন দু'টি চাবুক মেরে সরে যাচ্ছে, আর অপরজন এসে অনুরূপ দু'টি চাবুক মারছে। তারা আমাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ফেলে। আমি কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে পড়ি। আঘাত থেমে গেলে আমার চেতনা ফিরে আসে। মু'তাছিম তার মতাদর্শ গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম না। তারা পুনরায় প্রহার করতে শুরু করে। খলীফা তৃতীয়বারের মত আমার নিকটে এসে আহ্বান জানালেন। কিন্তু বেদম প্রহারের চোটে আমি তার বক্তব্য বুঝতে পারিনি। তারা আবারো আমাকে মারতে শুরু করে দিল। আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। আমি প্রহারও অনুভব করতে পারছিলাম না। খলীফা ভয় পেয়ে যান এবং আমাকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ করেন। এটা ছিল ২২১ হিজরীর ২৫শে রমযানের ঘটনা।

এরপর খলীফা ইমাম আহমাদকে মুক্তি দিয়ে দেন। সেদিন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে ত্রিশের অধিক চাবুক মারা হয়। কেউ বলেন, আশিটি। কিন্তু আঘাত ছিল বেদম ও তীব্র।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে যখন দারুল খেলাফত হ'তে ইসহাক্ব বিন ইবরাহীমের গৃহে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন তিনি ছায়েম ছিলেন। ছিয়াম ভেঙ্গে দুর্বলতা দূর করার জন্য তাকে ছাতু এনে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি ছিয়াম ভাঙ্গতে অস্বীকার করেন এবং ছিয়াম পূর্ণ করেন। যোহরের সময় তিনি লোকদের সাথে ছালাত আদায় করলেন।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমাদকে যখন প্রহার করার জন্য দাঁড় করানো হয় তখন তাঁর পায়জামার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন পায়জামা খসে পড়ে যায় কি না। তাই তিনি সতর ঢেকে নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলেন। ফলে মহান আল্লাহ তাঁর পায়জামা পূর্বের ন্যায় করে দেন। আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, হে সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্যকারী! হে বিশ্বজগতের মা'বূদ। তুমি যদি জেনে থাকো, আমি তোমারই সন্তুষ্টি লাভে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি তাহ'লে আমার ইযযত ক্ষুন্ন হ'তে দিও না।[৭]

নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন ও চিকিৎসা গ্রহণ :

নিজ গৃহে ফিরে আসার পর চিকিৎসক এসে তার দেহ হ'তে থেতলে যাওয়া নষ্ট গোশত কেটে ফেলেন এবং তাঁর চিকিৎসা করতে থাকেন। খলীফার প্রতিনিধি ইমাম আহমাদের খোঁজ-খবর রাখছিলেন। আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করার পর তিনি কিছুদিন জীবিত থাকেন। যারা তার উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তন্মধ্যে বিদ'আতীদের ব্যতীত তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করতে থাকেন- وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا 'তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপক্ষো করে' *(নূর ২৪/২২)*।

নির্যাতনের পর ইমাম আহমাদের অবস্থান :

দারুল খেলাফত হ'তে ইমাম আহমাদ নিজ বাড়িতে ফিরে এসে অবস্থান করতে থাকেন। নিজ সম্পদ থেকে প্রতি মাসে প্রাপ্ত মাত্র সতের দিরহাম দিয়ে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং তাতেই তুষ্ট থাকতেন।[৮]

এরপর খলীফা মুতাওয়াক্কিল[৯] যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নির্যাতনের ধারা তুলে নেন। কিন্তু ইবনুল বালখী নামক এক বিদ'আতী খলীফার নিকটে নালিশ করল যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের আশ্রয়ে জনৈক ব্যক্তি গোপনে লোকদের থেকে বায়'আত নিচ্ছে। ফলে খলীফার নির্দেশে রাতে আহমাদ বিন হাম্বলের ঘরে তল্লাশী চালানো হয়। খলীফার লোকেরা ইমাম ছাহেবের গৃহে তল্লাশী করে বুঝতে পারে যে, ইমাম আহমাদের উপরে অপবাদ দেয়া হয়েছে।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর নিকটে যখন এ সংবাদ গেল এবং

৬. মুসলিম হা/১৬৭৬।

৭. ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃঃ ৫২২-৩৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১০/৩৬৯।

৮. ঐ, ১০/৩৭১।

৯. তিনি খলীফা মু'তাছিমের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম শুজা। তিনি ২০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪৭ হিজরীতে নিহত হন। তিনি সুন্নাতের প্রচারক ছিলেন। তিনি খলকে কুরআনের ফেতনাকে কঠোরহস্তে দমন করেন। দ্রঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ক্রমিক ১৯৭০, ৯/৪৪৪; ওফায়াতুল আ'ইয়ান ১/৩৫০।

জানতে পারলেন যে, ইমাম আহমাদ নির্দোষ, তখন তিনি দশ হাযার দিরহাম ইমাম আহমাদের নিকটে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ মুদ্রাগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। খলীফার দূত ইয়াকূব বিন ইবরাহীম বললেন, 'হে আবূ আব্দুল্লাহ![১০] মুদ্রাগুলি গ্রহণ করাই আপনার জন্য কল্যাণকর মনে করছি'। এই বলে তিনি দিরহামগুলি ইমাম আহমাদের নিকটে রেখে চলে গেলেন।

ইমাম আহমাদ মুদ্রাগুলি দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এমনকি তিনি একটি দিরহামও রাখেননি। মুদ্রাগুলি যে থলেতে ছিল তিনি সেটাও দান করে দেন। অথচ তার পরিবারের লোকজন তখন চরম অভাব-অনটনে জীবন যাপন করছিল।

খলীফা মুতাওয়াক্কিল ইমাম আহমাদকে তার নিকটে যাওয়ার জন্য বলেন। বিষয়টি ইমাম আহমাদকে অবহিত করা হ'ল। ইমাম আহমাদ বললেন, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল। কিন্তু খলীফা পুনরায় সংবাদ পাঠালেন যে, যেকোন প্রকারেই হোক তাঁকে আমার কাছে আসতেই হবে।

অসুস্থতা সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ ছেলে ও এক স্ত্রীকে নিয়ে খলীফার দরবারে পৌঁছলেন। শীর্ষনেতৃবর্গ প্রতিদিন ইমাম আহমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে খলীফার সালাম পৌঁছাতেন। খলীফা তার নিকট উক্ত গৃহের উপযোগী কোমল বিছানা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী পাঠিয়ে দেন। খলীফা প্রতিদিন তাঁর নিকটে ঝুড়ি ভর্তি রকমারী খাদ্য, ফল-ফলাদি ও বরফ পাঠিয়ে দিতেন। খলীফা ভাবতেন, তিনি তা থেকে আহার করছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ তা থেকে কিছুই খেতেন না। বরং তিনি লাগাতার ছিয়াম রাখতেন। এভাবে কোন খাদ্য গ্রহণ না করে তিনি আটদিন অবস্থান করেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন অসুস্থ। ওবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খাকান খলীফার পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসাবে বিপুল সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ইমাম আহমাদ সেগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ওবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহ্ইয়ার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অগত্যা আমীর সম্পদগুলি নিজ হাতে ইমাম আহমাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে বণ্টন করে দেন।

খলীফা তাঁর জন্য প্রতি মাসে চার হাযার দিরহাম নির্ধারিত করে ভাতা চালু করলে ইমাম আহমাদ (রহঃ) খলীফাকে নিষেধ করেন। তিনি তার পরিবারকে বলেন, 'আমার আর অল্প কটা দিন বাকী। আমার মরণ চলে এসেছে। তারপর হয়ত জান্নাতে যাব বা জাহান্নামে যাব। আমরা কি এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে যাব যে আমাদের পেট এসব সম্পদ গ্রহণ করেছে'। কিন্তু পরিবারের লোকেরা ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে তার বিপক্ষে দলীল দেন যে, 'প্রার্থনা ও মোহ ব্যতীত এই সম্পদ থেকে যা কিছু তোমার নিকট আসবে, তা তুমি গ্রহণ করবে'।[১১]

তাছাড়া তারা এই যুক্তিও পেশ করে যে, ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বাদশাহ্র হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, 'এটা আর ওটা সমান নয়। আমি যদি জানতাম যে, এই সম্পদ যোর-যুলুম ব্যতীত বৈধভাবে সংগৃহীত হয়েছে, তাহ'লে আমি পরওয়া করতাম না'।[১২]

রোগবৃদ্ধি :

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের দুর্বলতা বাড়তে থাকে। খলীফা ডাক্তার প্রেরণ করেন। ডাক্তার বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! তার রোগ হ'ল খাদ্যের স্বল্পতা এবং ছিয়াম ও ইবাদতের আধিক্য। তারপর খলীফার মা ইমাম আহমাদকে দেখার জন্য তার নিকটে আবেদন পাঠালেন। ইমাম আহমাদ প্রথমে অপরাগতা প্রকাশ করলেও পরে এই আশায় সম্মতি প্রদান করেন যে, তাতে হয়ত তিনি তাড়াতাড়ি বাগদাদে ফিরে যেতে পারবেন। ইমাম আহমাদের নির্দেশে একটি খচ্চর নিয়ে আসা হ'ল। ইমাম আহমাদ তাতে আরোহণ করে খলীফার মজলিসে এসে উপস্থিত হ'লেন।

খলীফার মা বললেন, বৎস! এই লোকটির ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি লোকটাকে তার পরিজনের কাছে ফিরিয়ে দাও।

খলীফা তাকে চলে যাওয়ার অনুমিত দেন এবং তার জন্য একটি জাহায প্রস্তুত করেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ তাতে আরোহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি একটি ছোট নৌকায় চড়ে গোপনে বাগদাদে প্রবেশ করেন। ইমাম আহমাদ কিছুদিন যাবত খলীফা ও তার লোকদের সাথে মেলামেশার জন্য আক্ষেপ করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, আমার জীবনের দীর্ঘ সময় তাদের থেকে নিরাপদ ছিলাম। কিন্তু শেষ বয়সে এসে বিপদগ্রস্ত হ'লাম।

খলীফার নিকট থাকাকালে ইমাম আহমাদ তীব্র অনাহারে কাতর হয়ে পড়েছিলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। এরপরও তিনি খলীফার দেয়া কোন খাদ্য ও উপহার গ্রহণ করেননি। ইমাম আহমাদের পুত্র আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আব্বাজান ছামুর্রা থেকে ফিরে আসার পর আমরা দেখতে পেলাম, তার চক্ষুদ্বয় কোটরে ঢুকে গেছে। ছয় মাসের আগে সুস্থ ও সতেজ হননি।[১৩]

মৃত্যু :

২৪১ হিজরীতে রবীউল আউয়াল মাসের জুম'আর দিনে এই মহান মুজতাহিদ, সুন্নাতের ধারক ও হাদীছের রক্ষক আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিয়ে জগতবাসীকে কাঁদিয়ে পরপারের যাত্রী হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে মানুষের এত ভিড় হয়েছিল যে, রাজপথ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৪]

খলীফা তাঁর জন্য কাফনের কাপড় পাঠালে ইমাম ছাহেবের ছেলেরা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কেননা ইমাম

১০. ইমাম আহমাদের পুত্রের নাম আব্দুল্লাহ। সেজন্য তাকে আবূ আব্দুল্লাহ উপনামে ডাকা হয়।
১১. বুখারী হা/১৪৭৩; মুসলিম হা/১০৪৫; নাসাঈ হা/২৬০৭।
১২. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১০/৩৭১, ৩৭৩।
১৩. মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ পৃঃ ৫৪০-৪৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া ১০/৩৭৩-৩৭৪।
১৪. তাযকিরাতুল হুফফায, ক্রমিক ৪৩৮, ২/১৬; বিস্তারিত দ্রঃ আব্দুল গনী আদ-দাক্কার, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল পৃঃ ২৯৮; মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ পৃঃ ৫৪০।

Contents

আহমাদ জীবদ্দশায় খলীফার কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। বরং তার ছেলেরা একটি কাপড়ের ব্যবস্থা করেন, যা ইমাম ছাহেবের বাড়ির চাকরাণী বুনন করেছিল। তাঁর জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম হয়েছিল বিধায় একাধিকবার তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।[১৫]

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

উপরোক্ত ঘটনা থেকে নিম্নরূপ শিক্ষা মেলে-

(১) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সুন্নাতের ধারক-বাহক হওয়ায় নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছিলেন। তারপরও তিনি হক্ব হ'তে বিন্দুমাত্র হটে যাননি।

(২) নিজেদের স্বার্থ হাছিলের জন্য বিদ'আতীরা সরকারের অনুগামী গোলাম হয়ে থাকে। নিজেদের স্বার্থে তারা সুন্নাত ও সুন্নাতের বাহককে দুনিয়া হ'তে বিদায় দিতেও কোনরূপ দ্বিধা করে না।

(৩) শাসক শ্রেণী কর্তৃক ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ নির্যাতিত হয়েছেন। যা আজও অব্যাহত আছে।

(৪) ইমাম আহমাদের লাখো সমর্থক থাকা সত্ত্বেও তিনি ছবর করেছেন। তিনি চরম ধৈর্যের মাধ্যমে খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

(৫) আজকে যারা অধৈর্য হয়ে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে তাদের উচিৎ ইমাম আহমাদের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

(৬) যালেম সরকারের হাতে এক সময় ক্ষমতা থাকলেও শেষে তাদেরই পরাজয় ঘটে।

উপসংহার :

আল্লাহ আমাদেরকে ইমাম আহমাদের জীবনী হ'তে শিক্ষা গ্রহণে তাওফীক্ব দান করুন। আর আমাদেরকে বিপদে-আপদে ছবর করার তাওফীক্ব দিন। অন্যদিকে শাসকদেরকে হেদায়াত দান করুন, যেন তারা প্রকৃত আলেমদেরকে যথাযথভাবে সম্মান করতে পারেন-আমীন!

১৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (ইফাবা) ১০/৫৭৫-৭৮ দ্রঃ।

M.M Brand Shop
Your complate solution

Mauen Uddin Shah
01719-792738
Nasir : 01731-450728
এখানে সব ধরনের মোবাইল ফোন ও মোবাইল এক্সেসরিজ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়
এ.এইচ টাওয়ার, অলোকার মোড়, রাজশাহী
২য় শো রুম : এনআরবি ব্যাংকের সামনে।

ইসমাইল এন্ড ব্রাদার্স
ISMAIL & BROTHERS

দেশী-বিদেশী যাবতীয় কাগজ, বোর্ড, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
ফোন : ০২৫-৭৩৯০৬০৫ মোবাইল : ০১৭১৫-৫৯৫৯৪৫
৬/৭, জুমরাইল লেন, (আরমানীটোলা), নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

নিউ সেতু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
আধুনিক রুচিসম্মত ও নির্ভুল মুদ্রণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
মোঃ সোহেল সিদ্দীক
০১৭১০-১৩৮২৩১
০১৮৮৩-৪৮১৫৫০

মালোপাড়া (ভুবনমোহন পার্কের উত্তর পার্শ্বে হার্ডওয়ার পট্টি), সাহেব বাজার, রাজশাহী।

নিউ মুক্তা ওয়াচ এন্ড ইলেকট্রনিক্স
ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ও ঘড়ির যাবতীয় পার্টস, চেইন বেল্ট, ব্যাটারী ও কেচ পাইকারী বিক্রেতা
প্রোঃ মোঃ রেজাউল হক (বুলবুল)

০১৭১১-৯৬৮৯৪৫
০১৯৮৯-৫৩৫৪০০
০১৬১১-৯৬৮৯৪৫
১০ নং করিম সুপার মার্কেট (দক্ষিণ ব্লক), সাহেব বাজার, রাজশাহী

বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ : একটি পর্যালোচনা

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

বিদ'আতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অনেকে এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে বিদ'আতে হাসানাহ্র উদাহরণ হিসাবে পেশ করে, যেন প্রমাণিত হয় যে, সকল মুসলমান সর্বান্তকরণে বিদ'আতে হাসানাহকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনকি এগুলো বর্তমান সমাজের এমনই অবিচ্ছেদ্য অংশ যে, এগুলো ব্যতীত সমাজ চলতে পারে না। সুতরাং সকলেই বিদ'আতে হাসানাহকে মেনে নিতে বাধ্য। অথচ যে সকল বিষয়কে বিদ'আতে হাসানাহ্র উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে, সেগুলো আদৌ বিদ'আতে হাসানাহ নয়, বরং সুন্নাত। যেমন কুরআন মাজীদ সংকলন, কুরআনে হারকাত ও নুকতা সংযুক্তকরণ, কুরআন অনুবাদ, হাদীছ সংকলন, জামা'আত সহকারে তারাবীহ্র ছালাত আদায়, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, পাকা মসজিদ নির্মাণ, নাহুশাস্ত্র রচনা করা, ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন করা ইত্যাদি।[১] বস্তুত এগুলোর কোনটিই বিদ'আত নয়। মূলতঃ এগুলোকে বিদ'আতে হাসানাহ প্রমাণ করে এরই ছিদ্রপথে আসল বিদ'আতগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে এরা তৎপর। যেমন মীলাদ, ক্বিয়াম, ঈদে মীলাদুন্নবী, শবে মিরাজ, শবে বরাত পালন, জায়নামাযের দো'আ পড়া, স্বশব্দে নিয়ত পড়া ইত্যাদি। আলোচ্য নিবন্ধে কথিত বিদ'আতে হাসানাহগুলো পর্যালোচনা হ'ল।-

ক. কুরআন সংকলন : বিদ'আতে হাসানার উদাহরণে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহ'ল কুরআন সংকলন।[২] এটাই সমাজে বিদ'আত প্রতিষ্ঠিত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কারণ কুরআন ইসলামী শারী'আতের মূল উৎস। সুতরাং কুরআন সংকলনকে বিদ'আতে হাসানাহ প্রমাণ করতে পারলেই কেল্লাহ ফতেহ। ভাবখানা এই যে, গ্রন্থাবদ্ধ যে কুরআন মুসলিম উম্মাহ পড়ছে এবং এ থেকে শরী'আতের বিধান চয়ন করছে সেটিই যদি বিদ'আতে হাসানাহ হয়, তাহ'লে বিদ'আতে হাসানার ছদ্মাবরণে শারী'আতে প্রবিষ্ট মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত, চিল্লা, চল্লিশাসহ সকল বিদ'আত জায়েয হয়ে যাবে। এজন্যই হয়ত বিদ'আতে হাসানার উদাহরণে সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাই বিষয়টি পর্যালোচনার দাবী রাখে।

পর্যালোচনা : কুরআন মাজীদ সংকলন বিদ'আতে হাসানাহ বা সাইয়্যিয়াহ কোনটিই নয়। কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করণের ইঙ্গিত স্বয়ং মহান আল্লাহ দিয়েছেন। কারণ লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত কুরআন গ্রন্ধাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ، فِيْ كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ– 'নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন। যা ছিল সুরক্ষিত কিতাবে' *(আল-ওয়াক্বিয়া ৫৬/৭৭-৭৮)*। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করেনি' *(আল-ওয়াক্বিয়া ৫৬/৭৯)*। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ থাকলে এ পৃথিবীর কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ বিদ'আত নয়।

কুরআনের বহু আয়াতে কুরআনকে 'কিতাব' বলা হয়েছে। যেমন- ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ 'এটা সেই কিতাব যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই' *(বাকারাহ ২/২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'আমি এ কিতাবে কোন কিছুই অলিখিত রাখিনি' *(আন'আম ৬/৩৮)*। এছাড়া আরোও অনেক আয়াতে কুরআনকে 'কিতাব' বলা বলা হয়েছে।[৩] উল্লিখিত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের নির্দেশ পরোক্ষভাবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন অবতীর্ণের ধারা অব্যাহত ছিল বিধায় তাঁর যামানায় কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবে কুরআন লিপিবদ্ধ করণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় অব্যাহত ছিল। সুতরাং তা বিদ'আত নয়।[৪]

কুরআন মাজীদ লিখে রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকজন ছাহাবীকে নিযুক্ত করেছিলেন যাদেরকে 'কাতিবে অহী' বা অহী লেখক বলা হয়। যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্য অগ্রগণ্য।[৫] সে সময় মক্কায় ও মদীনায় ১৫ জন ছাহাবী অহী লেখার দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের কেউ অনুপস্থিত থাকলে অন্যেরা লিখতেন'।[৬]

যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ)-কে অহী লেখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, لَمَّا نَزَلَتْ (لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ) قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ادْعُ لِى زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ، ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ– لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ... 'যখন আয়াতটি অবতীর্ণ হল তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যায়েদকে আমার কাছে ডেকে আন এবং তাকে বল সে যেন কাষ্ঠখণ্ড, দোয়াত ও কাঁধের হাড় (রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, কাঁধের হাড় এবং দোয়াত) নিয়ে আসে। এরপর তিনি বললেন, লিখ'।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চারজন ছাহাবীকে কুরআন মাজীদ সংগ্রহ বা সংকলন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ

---

* *মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১. *মুহাম্মাদ জাফরুল্লাহ, বিদ'আত: একটি পর্যালোচনা (প্রবন্ধ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১১, পৃঃ ৯৩-৯৪।*

২. *বিদ'আত : একটি পর্যালোচনা, পৃঃ ৯৩।*

৩. *বাক্বারাহ ২/১৭৬; আলে ইমরান ৩/৭; নিসা ৪/৪, ১১৩; আন'আম ৬/১১৪; আ'রাফ ৭/১৯৬; মুমিন ৪০/২; সাজদা ৩২/২; আম্বিয়া ২১/১০; কাহফ ১৮/১; যুমার ৩৯/৪১; শূরা ৪২/১৭; নাহল১৬/১৬।*

৪. *মু'জামু মাক্বায়িসুল লুগাহ ১/২০৩; ফাতহুল বারী ১৩/২৫৩।*

৫. *বুখারী হা/৪৬৭৯, ৪৯৮৬, 'তাফসীর ও কুরআন মাজীদের ফযীলত' অধ্যায়।*

৬. *ফাতহুল বারী হা/৪৯৯০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৯/২২ পৃঃ।*

৭. *বুখারী হা/৪৯৯০ 'কুরআন মাজীদের ফযীলত' অধ্যায়।*

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ– 'আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ)-এর সময় কোন কোন ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ করেছেন? তিনি বললেন, চারজন এবং তাঁরা চারজনই ছিলেন আনছারী ছাহাবী। তাঁরা হ'লেন, উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ), মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ), যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) ও আবূ যায়েদ (রাঃ)।[৮]

উল্লিখিত হাদীছসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন লিখে সংরক্ষণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর যুগ থেকেই কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিতকরণ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল। শেষোক্ত হাদীছে جَمَعَ الْقُرْآنَ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ 'কুরআন একত্রিত করা' বা 'সংকলন করা'। যার পূর্ণতা লাভ করেছে আবূ বকর (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-এর যামানায়। সুতরাং কুরআন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করা বিদ'আতে হাসানাহ এমন দাবী অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে কুরআন মাজীদ লিখে সংরক্ষণের কাজ শুরু হওয়া সত্ত্বেও তা বিদ'আতে হাসানাহ হয় কিভাবে?

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় কুরআনের সূরা সমূহ পৃথকভাবে লিখে সংরক্ষণ করা হ'লেও গ্রন্থাবদ্ধ ছিল না। বরং পরবর্তীতে গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে। সেকারণ কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করা বিদ'আতে হাসানাহ। এমন দাবীও সঠিক নয়। কেননা যে হাদীছে বলা হয়েছে, 'দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত প্রত্যেক নতুন কাজ বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা', ঐ হাদীছেই বলা হয়েছে, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، 'তোমাদের উপরে আবশ্যক হ'ল আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। আর তোমরা একে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে'।[৯]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদার আমল বিদ'আত নয়, বরং সুন্নাত। আর কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ প্রথম খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ও তৃতীয় খলীফা ওছমান বিন আফফান (রাঃ) করেছেন।[১০] সুতরাং তা বিদ'আতে হাসানাহ নয়; বরং সুন্নাত।

খ. কুরআন মাজীদে নুকতা ও হরকত সংযুক্তকরণ এবং নাহুশাস্ত্র প্রণয়ন :

বিদ'আতকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কেউ কেউ কুরআন মাজীদে নুকতা ও হরকত সংযুক্তকরণ এবং নাহুশাস্ত্র প্রণয়নকে বিদ'আতে হাসানাহ বলে দাবী করে থাকে। এগুলো আদৌ বিদ'আতে হাসানাহ নয়। কেননা এতে কুরআন মাজীদের মৌলিকত্ব, অর্থ, পঠন-পাঠন ও ছওয়াব লাভ কোনটিরই তারতম্য ঘটেনি।

পাঠকদের সুবিধার্থে এ মহৎ কাজগুলো করা হয়েছে মাত্র। কুরআন মাজীদে নুকতা ও হরকত সংযুক্ত করায় এমন হয়নি যে, আগে কুরআন মাজীদ যেভাবে পড়া হ'ত, এখন নুকতা ও হরকত সংযোজনের কারণে অন্যভাবে পড়া হচ্ছে। কিংবা আগে এক হরফ পাঠে দশ নেকী হ'ত, এখন এগার নেকী হচ্ছে। বিধায় এটা বিদ'আত বা বিদ'আতে হাসানাহ নয়।

আরো উল্লেখ্য যে, কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন ও নাহুশাস্ত্র প্রণয়নে চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)-এর অবদান রয়েছে। বর্ণিত আছে, একদা জনৈক ব্যক্তি কুরআন মাজীদের সূরা তওবার তৃতীয় আয়াত পাঠ করার সময় أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত' *(তওবা ৯/৩)* আয়াতে رَسُوْلُهُ-এর স্থলে ভুলক্রমে رَسُوْلِه পাঠ করল। এতে অর্থের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটল। অর্থাৎ তখন এর অর্থ হ'ল- 'আল্লাহ মুশরিক ও তাঁর রাসূল থেকে দায়িত্বমুক্ত' (নাঊযুবিল্লাহ)।

এতদশ্রবণে আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়াইলী (রহঃ) আলী (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এভাবে চলতে থাকলে আস্তে আস্তে কুরআন বিকৃত হয়ে যাবে। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিলে আমি নির্ভুলভাবে কুরআন পাঠের জন্য আরবী ব্যাকরণ প্রণয়ন করতে পারি। আলী (রাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলে আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়াইলী (রহঃ) নাহুশাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং কুরআন মাজীদে নুকতা ও হরকত প্রদান করেন।[১১]

সুতরাং খুলাফায়ে রাশেদার অনুমোদিত কর্মকাণ্ড বিদ'আত নয়, বরং সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মাড়ির দাঁতের সাহায্যে শক্ত করে আঁকড়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।[১২]

গ. কুরআন মাজীদের অনুবাদ :

কুরআন মাজীদের অনুবাদ করা বিদ'আতে হাসানাহ নয়। বরং এটা প্রত্যেক ভাষাভাষীদের জন্য কুরআন মাজীদ সহজভাবে অনুধাবনের জন্য ভাষান্তর। এ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহর দিকনির্দেশনা রয়েছে। তিন বলেন, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ 'যদি আমরা আজমী কুরআন নাযিল করতাম, তাহ'লে ওরা বলত, যদি এই আয়াতগুলি (আমাদের ভাষায়) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হ'ত। কি আশ্চর্য! কুরআন হ'ল আজমী অথচ রাসূল হ'লেন আরবী'! *(হা-মীম সাজদা-৪৪)*।

---

৮. বুখারী হা/৫০০৩ ও ৫০০৪, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৪৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭১৩০।

৯. আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

১০. বুখারী হা/৪৯৮৬ ও ৪৯৮৭, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়।

১১. তাযকিরাতুল হুফফায ১/৬০ পৃঃ।

১২. আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২ সনদ ছহীহ।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيْنَ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ– 'যদি আমরা এটা কোন অনারবের প্রতি নাযিল করতাম এবং সে ওটা তাদের নিকট পাঠ করত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না' *(শো'আরা ২৬/১৯৮-১৯৯)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 'আমরা স্বজাতির ভাষাভাষী ব্যতীত কোন রাসূলকে পাঠাইনি, যাতে তারা তাদের কাছে (আমার দ্বীন) ব্যাখ্যা করে দিতে পারে' *(ইবরাহীম ১৪/৪)*।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا 'আমরা তো কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দ্বারা মুত্তাক্বীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহপরায়ণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার' *(মারিয়াম ১৯/৯৭)*।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসূলকে স্বজাতির ভাষায় কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে কিতাব বুঝতে ও তাদের জাতিকে বুঝাতে সহজ হয়। ফলে একেক কিতাব একেক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সকল আসমানী কিতাব আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়নি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের কাছে আসমানী কিতাবকে সহজবোধ্য করা। আমাদের নবী বিশ্বনবী *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। কুরআন বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে *(তাকবীর ৮১/২৭)*। কুরআন অবতরণের স্থান যেহেতু আরব। সেহেতু কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, অন্য ভাষায় এর অনুবাদ করা যাবে না। বরং প্রত্যেক জাতির ভাষায় কুরআন মাজীদ অনুবাদ করার ফলে কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، 'আর আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? *(ক্বামার ৫৪/২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا– 'তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

আল্লাহ আরোও বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন শুধু তেলাওয়াতের জন্য নাযিল হয়নি। বরং আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে এবং তা অনুধাবন করতে ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলেছেন। আর এসবের জন্য তা প্রত্যেক ভাষায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। কোন গ্রন্থ অনূদিত হ'লে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না বরং উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে সে দেশের স্থানীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদ করে ইসলামের বাণী মানুষকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং কুরআন অনুবাদের বিষয়ে মহান আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নির্দেশনা রয়েছে। বিধায় কুরআন অনুবাদ করা বিদ'আত নয়।

ঘ. হাদীছ সংকলন :

বিদ'আতে হাসানার অন্যতম উদাহরণ হ'ল হাদীছ সংকলন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে হাদীছ সংকলিত হয়নি। অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ও ছাহাবীদের যুগেও হয়নি। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) সর্বপ্রথম হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[১৩] গ্রন্থাকারে সর্বপ্রথম হাদীছ সংকলন হ'ল ইমাম মাকহুল শামী (রহঃ) (মৃত: ১১৬হিঃ)-এর 'কিতাবুস সুনান'।[১৪] মতান্তরে ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)-এর 'মুওয়াত্ত্বা' গ্রন্থ।[১৫]

পর্যালোচনা : হাদীছ সংকলন বিদ'আত নয়। কারণ এর পূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিদ'আতের সংজ্ঞায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَالْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ 'পূর্ব নমুনা ব্যতীত কিছু আবিষ্কার করাকে বিদ'আত বলে'।[১৬] ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইবনু রজব (রহঃ) আরোও লিখেছেন, الْمُحْدَثَةُ الْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ– 'মুহদাছা দ্বারা এমন নতুন কাজ উদ্দেশ্য, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই। শরী'আতের পরিভাষায় তাকেই বিদ'আত বলা হয়। আর শরী'আতে যার ভিত্তি রয়েছে তা বিদ'আত নয়'।[১৭]

হাদীছ লিখে সংরক্ষণ করার বহু দৃষ্টান্ত ইসলামী শরী'আতে রয়েছে। বিধায় হাদীছ লেখা ও সংকলন করা বিদ'আত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং হাদীছ লিখার নির্দেশ দিয়েছেন। ছাহাবায়ে কেরাম হাদীছ লিখে সংরক্ষণ করেছেন। কোন কোন ছাহাবী ছহীফা তথা ছোট পুস্তিকাকারেও হাদীছ সংকলন করেছিলেন।

প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি বলেন, আমি নিয়মিত হাদীছ লিখতাম। কুরায়েশরা আমাকে নিষেধ করে বলে যে, তুমি সব কথা লিখ না। কেননা রাসূল (ছাঃ) একজন মানুষ। তিনি ক্রোধ ও খুশীর সময় কথা

---

১৩. *বুখারী, তা'লীক হা/১০০।*
১৪. *ইবনে নাদীম, কিতাবুল ফিহরিস্ত, পৃঃ ৩১৫।*
১৫. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফৎহুলবারী ১/৬ পৃঃ।*
১৬. *ফাতহুল বারী ১৩/২৫৩ পৃঃ অনুরূপ কথা বলেছেন, ইবনু ফারেস, মাক্বায়িসুল লুগাহ ১/২০৩; আল-মুনজিদ, পৃঃ ২৯।*
১৭. *ফাতহুল বারী ১৩/২৫৩ পৃঃ জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২৫২ পৃঃ।*

বলেন। তখন আমি লেখা বন্ধ করি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উক্ত বিষয়টি উত্থাপন করি। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, اُكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَــقٌّ، 'তুমি লেখ। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমার থেকে হক্ব ব্যতীত কিছুই বের হয় না'।[১৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়কালে খুযা'আহ গোত্র লায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করল। এ হত্যা ছিল তাদের এক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ। এরই পেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রক্তপণ, ক্বিছাছ, মক্কার মর্যাদা, সেখানকার গাছকাটা ও কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিধান সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। তখন ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি বলল, اُكْتُبْ لِىْ يَا رَسُــوْلَ اللهِ 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এ কথাগুলো আমাকে লিখে দিন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, اُكْتُبُــوْا لأَبِــىْ فُــلاَنٍ 'তোমরা অমুকের পিতাকে এটি লিখে দাও'।[১৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اُكْتُبُوْا لأَبِىْ شَاه 'তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও'।[২০]

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, هذا دليل صريح على جــواز كتابــة الحديث 'এটি হাদীছ লিখা জায়েয সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল'।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় উম্মতের জন্য তার শেষ অছিয়ত লিখে দিতে চেয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখ বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, اُئْتُونِى بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْــدَهُ 'আমার নিকট লেখার জন্য কিছু নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু বিষয় লিখে দিব, যাতে পরবর্তীতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও'।[২২]

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, মিসরের রাজা মুক্বাউক্বিস, ইয়ামামার শাসক হাওযাহ বিন আলী, বালক্বার শাসক হারেছ বিন আবু শিমর আল-গাসসানী, বাহরাইনের শাসক মুনযির বিন সাওয়া, হাবশার বাদশাহ নাজজাশী, ইয়ামানের শাসক ও হিমইয়ারী শাসকদের নিকট রাসূল (ছাঃ) পত্র মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন।[২৩] যেগুলো হাদীছ হিসাবে বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, قَيِّدُوْا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ 'তোমরা লিখে ইলমকে আবদ্ধ (সংরক্ষণ) কর'।[২৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيْثًا مِنِّيْ إِلا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُــبُ– 'রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আমার চাইতে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী কাউকে পাইনি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর ব্যতীত। কেননা তিনি হাদীছ লিখতেন'।[২৫]

আলী (রাঃ)-এর নিকটও একটি 'ছহীফা' ছিল। আলী (রাঃ) বলেন, مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ إِلاَّ كِتَــابُ اللهِ، وَهَــذِه الــصَّحِيْفَةُ 'আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব ও এই ছহীফা ব্যতীত আর কিছুই নেই'।[২৬]

আবু তুফাইল বলেন,

سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِى قِرَابِ سَيْفِى هَذَا قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا–

'আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি আপনাদের নিকট বিশেষভাবে কিছু বলে গেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করেননি এমন কোন ব্যাপারে আমাদেরকে বিশেষভাবে কিছু বলে যাননি। তবে একমাত্র আমার তলোয়ারের এ খাপটিতে যা আছে তা ব্যতীত। রাবী বলেন, তারপর তিনি তার তরবারির খাপ থেকে একটি ছহীফাহ্ (লিখিত কাগজ) বের করলেন, যাতে লেখা ছিল- 'আল্লাহ অভিসম্পাত করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে। আল্লাহ অভিসম্পাত করেন ঐ লোককে, যে যমীনের সীমানা চিহ্নসমূহ চুরি করে। আল্লাহ অভিসম্পাত করেন ঐ ব্যক্তিকে যে তার পিতাকে অভিসম্পাত করে। আল্লাহ অভিসম্পাত করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়'।[২৭]

মুগীরা ইবনু শু'বাহ (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট হাদীছ লিখে পাঠিয়েছিলেন-

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

---

১৮. আহমাদ হা/৬৫১০; আবূদাঊদ হা/৩৬৪৬; ছহীহাহ হা/১৫৩২।
১৯. বুখারী, 'ইলম' অধ্যায়, হা/১১২।
২০. বুখারী হা/২৪৩৪, ৬৮৮০'পড়ে থাকা বস্তু উঠিয়ে নেয়া' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৩৫৫; আবূদাঊদ হা/২০১৭; তিরমিযী হা/২৬৬৭।
২১. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৭/৭৯ পৃঃ।
২২. বুখারী হা/১১৪, ৩০৫৩, ৩১৬৮, ৪৪৩১, ৪৪৩২, ৫৬৬৯, ৭৩৬৬।
২৩. বুখারী হা/৭, ৪৪২৪; মুসলিম হা/১৭৭৩।
২৪. দারেমী হা/৪৯৭; ছহীহাহ হা/২০২৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৩৪।
২৫. বুখারী হা/১১৩ 'ইলম' অধ্যায়।
২৬. বুখারী হা/১৮৭০; 'মদীনার ফযীলত' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৩৭০।
২৭. মুসলিম হা/১৯৭৮, 'কুরবানী' অধ্যায়, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর নামে যবেহ হারাম' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/১৩।

'মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ)-এর কাতিব ওয়াররাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়াহ (রাঃ)-কে একখানা পত্র লিখালেন যে, নাবী (ছাঃ) প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর বলতেন, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার নিকট (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না'।[২৮]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় হাদীছ না লিখলেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিনি হাদীছ লিখে সংরক্ষণ করেছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় একটি ঘটনায় এমনই প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বিন আমর আল-জামরী (রহঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট আমি একটি হাদীছ বর্ণনা করলাম। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। আমি বললাম, এটা আমি আপনার নিকট থেকেই শুনেছি। তখন তিনি বললেন, এটা যদি আমার নিকট থেকেই শুনে থাক তাহ'লে তা আমার কিতাবে লেখা রয়েছে। এ কথা বলে তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ লেখা অনেকগুলো খাতা দেখালেন, তাতে ঐ হাদীছটিও পাওয়া গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি ওটা আমিই বলে থাকি তাহ'লে তা আমার খাতায় লেখা রয়েছে'?[২৯]

ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে হাদীছ লিখতেন না, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হাদীছ লিখে সংরক্ষণ করেছিলেন।[৩০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর ছাত্রদেরকে হাদীছ লিখে সংরক্ষণ করার জন্য অনুমতি দিতেন। তাবেঈ বিদ্বান বাশীর ইবনু নাহীক বলেন, كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ : هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ : نَعَمْ. 'আমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে সকল হাদীছ শুনতাম তা লিখে নিতাম। যখন আমি তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ করতে ইচ্ছে করতাম তখন সে সকল লেখা তাঁর নিকট উপস্থিত করতাম। অতঃপর আমি তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম এবং বলতাম, এটা আমি আপনার নিকট থেকে শুনেছি। তখন তিনি বলতেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে'।[৩১]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) তাঁর সন্তানদেরকে হাদীছ লিখে রাখার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। তাঁর পৌত্র ছুমামা বিন আব্দুল্লাহ বলেন, أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَقُوْلُ لِبَنِيهِ : يَا بَنِىَّ قَيِّدُوْا هَذَا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ. 'আনাস (রাঃ) তাঁর সন্তানদের বলতেন, হে আমার সন্তানগণ! এই ইলম তথা হাদীছকে তোমরা লিপিবদ্ধ করে রাখ'।[৩২]

তাবেঈ সালমান ইবনু ক্বায়েস ইয়াস্কুরী (রহঃ) হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে শ্রুত হাদীছসমূহ লিখে নিয়েছিলেন। যা 'ছহীফায়ে জাবির' নামে খ্যাত।

ইমাম শা'বী সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর স্মরণ শক্তির তা'রীফ করে বলেন, قريء عليه صحيفة جابر مرة واحـــدة فحفظهـــا 'তাঁর নিকট ছহীফায়ে জাবির একবার মাত্র পড়া হ'লে তিনি মুখস্থ করে ফেললেন।[৩৩]

উল্লিখিত হাদীছ ও আছারসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীছ সংকলন বিদ'আত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ হাদীছ লিখার নির্দেশ দিয়েছেন, হাদীছ লিখে ইয়ামানবাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন, তাঁর অন্তিম শয্যায়ও হাদীছ লিখে দিতে চেয়েছিলেন, হাদীছ লিখে সংরক্ষণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন, ছাহাবীগণ হাদীছের ছহীফা লিখেছেন। সুতরাং হাদীছ সংকলনকে বিদ'আতে হাসানাহ বলে প্রচার করা চরম মিথ্যাচার, প্রতারণা ও নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস মাত্র।

(চলবে)

---

২৮. *বুখারী 'আযান' অধ্যায় 'ছালাতের পর যিকির' অনুচ্ছেদ হা/৮৪৪।*
২৯. *জামি' বায়ানিল ইলম, পৃঃ ৬৪; ফাৎহুল বারী ১/২৫২।*
৩০. *ফাৎহুল বারী ১/২৫২।*
৩১. *দারেমী ১/১২৭ পৃঃ; আল-মুআল্লামী, আনওয়ারুল কাশিফা, পৃঃ ৪২, বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য।*
৩২. *দারেমী ১/১২৬ পৃঃ; নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-ইলমু লিআবী খায়ছামা, পৃঃ ১২০; মাওকূফ হিসাবে হাদীছটি ছহীহ।*
৩৩. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ), 'তাযকিরাতুল হুফফায (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ) ১/১০৪ পৃঃ; তাদবীনে হাদীছ পৃঃ ৬৮।*

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
(০৭২১) ৭৭৩৭২১ ০১৭১২-৪৩৯০২১
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
0721-773721 01712-439021
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব

*মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম**

ভূমিকা : সত্যবাদিতার বিপরীত হচ্ছে মিথ্যাচার। যে মিথ্যা বলে সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যার ফলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মিথ্যা মানুষকে ইহকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত করে এবং পাপের পথে পরিচালিত করে। আর পাপ তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। তাই মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সুদূর প্রসারী। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

১. মিথ্যা হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত করে : মিথ্যা মানুষের কথা ও কাজের মধ্যে গড়মিল সৃষ্টি করে। ফলে মিথ্যাবাদীর আচরণে সততার অভাব ধরা পড়ে। সে সুবিধা আদায়ের জন্য এদিক-সেদিক দৌড়ে বেড়ায় এবং কোনটা হালাল, কোনটা হারাম তা বিচার করে না। সমাজের মানুষ তাকে বিপজ্জনক মনে করে। ঘৃণিত এই স্বভাবের কারণে সে ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে ছিটকে পড়ে এবং আল্লাহ্র হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৮)*।

২. প্রশান্তি বিলুপ্ত ও সন্দেহ সৃষ্টি করে : মিথ্যা মানুষের মনে সন্দেহ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। মিথ্যাবাদীর অন্তরে সর্বদা অস্থিরতা বিরাজ করে এবং এটি তার মানসিক প্রশান্তি বিদূরিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ 'যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হচ্ছে প্রশান্তি আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ'।[১]

মিথ্যা মানুষের অন্তরকে সংকুচিত করে ও সর্বদা চিন্তিত রাখে। এজন্য মিথ্যুক ব্যক্তি সর্বদা পার্থিব জীবনে মানসিক অশান্তি নিয়ে দিনাতিপাত করে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মানসিক প্রশান্তিই সবচেয়ে বড় প্রশান্তি এবং মানসিক শান্তিই সবচেয়ে বড় শান্তি।[২]

৩. অন্তরকে পীড়িত করে : মিথ্যা মানুষের অন্তরে নিফাক বা কপটতার রোগ জন্ম দেয়। ফলে সমাজে দ্বিমুখী নীতির মানুষ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাধি মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূর প্রসারী। এটি মানুষের উত্তম গুণাবলী ছিনিয়ে নেয়। তাকে সৎ আমলসমূহ থেকে বঞ্চিত করে এবং তার উন্নত মূল্যবোধগুলো বিদূরিত করে। ফলে এ ধরনের মানুষ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারে না। তাদের মিথ্যাচারিতার কারণে তাদের জন্য পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ، يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ، فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ– 'আর লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এর দ্বারা তারা কেবল নিজেদেরকেই ধোকা দেয়। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনা। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি তাদের মিথ্যাচারের কারণে' *(বাক্বারাহ ২/৮-১০)*।

৪. রিযিক ও বরকতে ঘাটতি সৃষ্টি করে : মিথ্যা এমন এক জঘন্য অপরাধ যা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে। মিথ্যা বলার মাধ্যমে মানুষ সাময়িকভাবে লাভবান হ'তে চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সে সাময়িক কিছু অর্জন করতে পারলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত হয়। অনুরূপভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা ও কসম পণ্যের বিক্রি বাড়ালেও তার বরকত কমে যায়। ফলে মিথ্যাবাদী প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অধ্যায় রচনা করেছেন بَابُ مَا يُمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ 'মিথ্যা বলা ও দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখায় ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে যায়'।[৩]

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا– 'যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে ও যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত চলে যাবে'।[৪]

তিনি আরো বলেন, الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ 'মিথ্যা কসম পণ্যের কাটতি বাড়ায় কিন্তু বরকত কমিয়ে দেয়'।[৫] অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কসম করা থেকে বিরত থাক। কেননা এর কারণে (সাময়িক) পণ্য বেশী বিক্রি হ'লেও বরকত কমে যায়'।[৬]

৫. মিথ্যা শপথকারী আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র : মানুষ যেসকল পাপের দ্বারা দু'জাহানে ক্ষতির অতল তলে নিমজ্জিত হয়

* *কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*

১. *তিরমিযী হা/২৫১৮; মিশকাত হা/২৭৭৩; ইরওয়াউল গালীল হা/১২।*
২. *আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ১০৬।*
৩. *বুখারী, 'ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়' অনুচ্ছেদ-২২।*
৪. *বুখারী হা/২০৮২।*
৫. *বুখারী হা/২০৮৭; মিশকাত হা/২৭৯৪।*
৬. *মুসলিম হা/১৫৬০; মিশকাত হা/২৭৯৩।*

তন্মধ্যে মিথ্যা শপথ অন্যতম। এটি কবীরা গুনাহ। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ও অন্যের ক্ষতি করতে তৎপর হয়। এসব ব্যক্তিকে আল্লাহ পরকালে মুক্ত করবেন না। ফলে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শিকার হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডামাথায় মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন'।[৭]

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে (গুনাহ ক্ষমা করে) পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। একথা শুনে আবু যার (রাঃ) বললেন, তাদের জন্য তো ধ্বংস ও অধঃপতন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তিনি বললেন, (১) যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে (২) যে দান করে খোঁটা দেয় (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের মাল বিক্রি করে।[৮]

৬. মিথ্যা সাক্ষ্যদান কাবীরা গুনাহ : মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এর মাধ্যমে অনেক সময় মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। বর্তমানে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে কত হক্ব যে বিনষ্ট হচ্ছে, কত নির্দোষ-নিরপরাধ মানুষ যে যুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, কত জমি-জায়গার মালিক যে অন্যায়ভাবে তা দখল করছে তার ইয়ত্তা নেই। মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে নিষেধ করে মহান আল্লাহ বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ، 'অতএব তোমরা মূর্তিপূজার কলুষ এবং মিথ্যা কথা হ'তে দূরে থাক। আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করে' *(হজ্জ ২২/৩০-৩১)*।

মুমিন বান্দা কখনো এ ধরনের কাজে জড়িত হ'তে পারে না। আল্লাহ মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا– 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয় তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরকান ২৫/৭২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ثَلاَثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، 'আমি কি তোমাদেরকে বৃহত্তম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন, ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! (উত্তরে) তিনি বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় কথাগুলি বলছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, শুনে রাখ! আর মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।[৯]

৭. মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারীর শাস্তি : মানুষ বিভিন্নভাবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তন্মধ্যে মিথ্যা স্বপ্ন অন্যতম। উচ্চ মর্যাদা পেতে, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে, নিজেকে ডাক্তার, কবিরাজ বা ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কিংবা শত্রুকে ভীতচকিত করার মানসে অনেকে মিথ্যা স্বপ্ন বলে বেড়ায়। অনেকেই তাদের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত হয়, অর্থ-সম্পদ ও ইয্যত-সম্মান হারায়। এ সমস্ত মিথ্যা স্বপ্ন যারা বলে বেড়ায় পরকালে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ 'সবচেয়ে বড় মনগড়া বা মিথ্যার মধ্যে রয়েছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যের সন্তান হিসাবে আখ্যায়িত করে, যে স্বপ্ন সে দেখেনি তা দেখার দাবী করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলেননি তাঁর নামে তা বলে'।[১০]

তিনি আরও বলেন, مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ 'যে ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখেনি তা দেখার ভান বা দাবী করে তাকে দু'টি চুলে গিরা দিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা কখনোই করতে পারবে না'।[১১]

৮. মিথ্যা পাপ ও জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে : মিথ্যা মানুষকে পাপ ও অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। আর পাপ তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا– 'আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের পথ বাতলিয়ে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে কাযযাব (চরম মিথ্যুক) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।[১২]

তিনি আরো বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ 'তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। কেননা সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে।

৭. *বুখারী হা/৪৫৪৯; মিশকাত হা/৩৭৫৯।*
৮. *মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫।*
৯. *বুখারী হা/২৬৫৪, ৫৯৭৬; মুসলিম হা/৮৭।*
১০. *বুখারী হা/৩৫০৯।*
১১. *বুখারী হা/৭০৪২; মিশকাত হা/৪৪৯৯।*
১২. *মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।*

আর উভয়টি জাহান্নামে যাবে'।[১৩]

৯. মিথ্যা বলা মুনাফিকী : মিথ্যা বলা মুনাফিকের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে (৩) আমানত রাখা হ'লে খেয়ানত করে।[১৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 'যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক এবং যার মধ্যে তার একটি দেখা যাবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব রয়েছে। যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (১) তার নিকট আমানত রাখা হ'লে তা খিয়ানত করে (২) কথা বললে মিথ্যা বলে (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে (৪) ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে'।[১৫]

১০. মিথ্যাবাদীর মর্মান্তিক শাস্তি : মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথা, কাজ ও আচরণের ফলে সমাজে বহু ঝগড়া বিবাদ ও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। আবার মিথ্যার কারণে যুলুম, নির্যাতন ও অত্যাচারের অনেক লোমহর্ষক কাহিনী চাপা পড়ে থাকে। তাই মহান আল্লাহ মিথ্যাবাদীর জন্য মর্মান্তিক শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। একদিন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? কেননা আমাদের কেউ এরূপ স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করত এবং তিনি আল্লাহ যা চাইতেন সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে দিতেন।

যথারীতি একদিন (ফজর ছালাত শেষে) তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি যে, দু'জন ব্যক্তি আমার নিকটে আসল। অতঃপর তারা আমাকে পবিত্র ভূমির (শাম বা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) দিকে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে এবং অপর ব্যক্তি একমুখ বাঁকানো ধারালো লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে উক্ত বসা ব্যক্তির গালের এক পাশ দিয়ে ওটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। অতঃপর গালের অপর পার্শ্ব দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত চিরে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গালের প্রথমাংশটি ভাল হয়ে যায়। তখন আবার সে তাই করে (এভাবে একবার এ গাল, একবার ওগাল চিরতে থাকে)। ... অতঃপর তারা আমাকে ব্যাখ্যা বলে দিল যে, যাকে সাঁড়াশী দিয়ে গাল চেরা হচ্ছিল সে হ'ল মিথ্যাবাদী। তার কাছ থেকে মিথ্যা রটনা করা হ'ত। এমনকি তা সর্বত্র ছড়িয়ে যেত। ফলে তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত (কবরে) ঐরূপ আচরণ করা হবে।[১৬]

যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা যায় : ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত সার্বজনীন কল্যাণকর জীবন বিধান। ইসলামী শরী'আতে মিথ্যা বলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে কিছু অবস্থা, সময় ও ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজটি জায়েয হ'লে ও অন্যের ক্ষতি না হ'লে এবং মিথ্যা ব্যতীত কাজটি অর্জিত না হ'লে মিথ্যা বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। মূলতঃ সে ভাল কথা বলে এবং উত্তম কথাই আদান-প্রদান করে'।[১৭]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি ক্ষেত্রে চতুরতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) যুদ্ধে কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে (২) লোকের বিবাদ মিটিয়ে সন্ধি স্থাপনে (৩) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর কথোপকথনে।[১৮]

মিথ্যা থেকে বাঁচার উপায়

মানুষের মধ্যে কিছু বদ ও খারাপ অভ্যাস আছে যেগুলো বাদ দিলে মিথ্যার হাত থেকে বাঁচা যাবে। যেমন-

১. শ্রুত বিষয় যাচাইবিহীন প্রচার না করা : মানুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে যে, অন্যের নিকট থেকে শোনা বিষয় যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রচার করা। অথচ এটি মিথ্যাবাদী হওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা মানুষের কাছ থেকে শোনা কথা সত্য নাও হ'তে পারে। তাই মিথ্যা থেকে বাঁচতে হ'লে শোনা কথা যাচাই না করে প্রচার করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'কোন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায়'।[১৯]

২. মন্দ ধারণা না করা : কোন বিষয়ে সঠিক কিছু না জেনে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কথা ও কাজের কারণে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ফলে অনেক পরিবারে ও সংসারে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ 'তোমরা কারো সম্পর্কে (মন্দ) ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আনুমানিক ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা'।[২০]

৩. মিথ্যাবাদীকে নেতা হিসাবে গ্রণ না করা : মিথ্যাবাদীকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করলে তার প্রভাব অনুসারীদের উপর

১৩. *ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৭২৪।*
১৪. *বুখারী হা/৩৩।*
১৫. *বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮৩; মিশকাত হা/৫৬।*
১৬. *বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১।*
১৭. *বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫।*
১৮. *মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৫০৩১।*
১৯. *মুসলিম, ভূমিকা ১/১০; আবূদাঊদ হা/৪৯৯২; মিশকাত হা/১৫৬।*
২০. *বুখারী হা/৫১৪৩; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।*

পড়বে। ফলে অনুসারীরাও মিথ্যায় অভ্যস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ‘সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করো না’ *(ক্বালাম ৬৮/৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ ‘তোমরা মুনাফিককে নেতা হিসাবে গ্রহণ কর না। কেননা মুনাফিক যদি নেতা হয়, তাহ’লে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে’।[২১]

৪. ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা : ওয়াদা রক্ষা করা ও আমানত পূর্ণ করা মিথ্যা থেকে বাঁচার অন্যতম মাধ্যম। এর দ্বারা মানুষ ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ‘তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করো। কেননা ওয়াদা সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*।

৫. শিশুকে ধোঁকা না দেওয়া : পিতা-মাতা বা অন্য কেউ শিশুদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন কিছু দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবশ্যই তাকে তা দিতে হবে। অন্যথা সে মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ ‘যে ব্যক্তি তার বাচ্চাকে বলল, এসো, নাও। অতঃপর তাকে তা দিল না তবে সে মিথ্যুক হবে’।[২২]

৬. অধিক ওয়াদা করা হ’তে বিরত থাকা : ওয়াদা পালন না করা মুনাফিকের আলামত। তাই অধিক পরিমাণে ওয়াদা করার অভ্যাস পরিহার করা উচিত। তাহ’লে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। ‘আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, مَنْ خَافَ الْكَذِبَ أَقَلَّ الْمَوَاعِيدَ، أَمْرَانِ لَا يَسْلَمَانِ مِنْ الْكَذِبِ كَثْرَةُ الْمَوَاعِيدِ، وَشِدَّةُ الاعْتِذَارِ ‘যে মিথ্যাকে ভয় করে সে ওয়াদা কম করে। দু’টি কাজ মিথ্যা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। অধিক পরিমাণে ওয়াদা করা ও বেশী বেশী ওযর পেশ করা’।[২৩]

৭. ঠাট্টা ও কৌতুক বর্জন করা : ইসলামী শরী‘আতে নির্দোষ কৌতুক নিষিদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য কথা ও বাস্তব বিষয় নিয়ে কৌতুক ও রসিকতা করেছেন।[২৪] কিন্তু মিথ্যা, ঘৃণ্য বা তিরস্কারমূলক ঠাট্টা ও কৌতুক হারাম। অনেকে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা হাস্যকর কথা বলে থাকে। মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে ওগুলো সর্বোতভাবে বর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ‘সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নিশ্চিত যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস’।[২৫]

তিনি আরো বলেন, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ ‘আমি তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নিয়ে দিতে যামিন, যে তর্ক পরিহার করে হক্ব হ’লেও। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দিতে যামিন, যে মিথ্যা পরিহার করে কৌতুক করে হ’লেও এবং আরো একটি ঘর জান্নাতের সর্বোচ্চে নিয়ে দিতে যামিন, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে’।[২৬]

৮. স্বল্পভাষী হওয়া : মিথ্যা থেকে বাঁচার অন্যতম পথ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কথা ত্যাগ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে’।[২৭]

উপসংহার : পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মিথ্যাই সকল অধঃপতন, অশান্তি ও অধঃগতির মূল। ইহকাল ও পরকালে মিথ্যা মানুষকে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করে। বর্তমানে মিথ্যার সয়লাব চলছে। দিশেহারা জাতি অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। জাতির উত্তরণের জন্য সর্বস্তরে সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা হওয়া যরূরী। আর সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান অনুসরণই এ পথ অবলম্বনের মাধ্যম। আল্লাহ আমাদেরকে সত্যবাদিতা অবলম্বন করার এবং মিথ্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

---

২১. *আবুদাঊদ হা/৪৯৭৭; মিশকাত হা/৪৭৮০, হাদীছ ছহীহ।*
২২. *আহমাদ হা/৯৮৩৫; ছহীহাহ হা/৭৪৮।*
২৩. *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ, ১/৬৯; গৃহীতঃ মাসিক আত-তাহরীক ১১/৩ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৩১।*
২৪. *বুখারী হা/৬১২৯; মুসলিম হা/২১৫০; মিশকাত হা/৪৮৮৪।*
২৫. *তিরমিযী হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৫০৩৪; গায়াতুল মারাম হা/৩৭৬, হাদীছ হাসান।*
২৬. *আবূদাঊদ হা/৪৮০০; ছহীহাহ হা/২৭৩।*
২৭. *বুখারী হা/৬০১৮; মুসলিম হা/৪৭; তিরমিযী হা/১৯৬৭।*

মেসার্স মোমতাজ হোসেন
প্রোঃ মইনুদ্দীন আহমাদ (রানা)
পরিবেশক
সেতু কর্পোরেশন লিঃ ও অরণী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
ডিলার
বসুন্ধরা ও ক্লীনহীট এলপিজি
এবং স্পেয়ার মেশিন
এখানে বিভিন্ন প্রকার বালাই নাশক, এলপি গ্যাস ও স্পেয়ার মেশিন পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
তাবলীগী ইজতেমা’১৮ সফল হোক
নওহাটা বাজার, পবা, রাজশাহী-৬২১৩।
মোবাইল : ০১৭১৫-২৪৯৮৩৪, ০১৯৩৩-৪১২২৫১।
E-mail : moin-nowhata@gmail.com

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ : ফিরে দেখা

-মুহাম্মাদ বেলাল বিন ক্বাসেম, টঙ্গী, গাযীপুর।

ঝিকঝিক শব্দের তালে ছুটে চলেছে ট্রেন। পেরিয়ে যাচ্ছি বহু পথ-প্রান্তর। মাঝে-মাঝেই জানালার প্রান্ত ছুয়ে দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে দূর-বহুদূরে। দৃষ্টির স্বাধীনতার সাথে সাথে ভাবনার স্বাধীনতাও জাগছে মনে। মাত্র দ্বিতীয় বারের মত ইজতেমায় যোগদান করতে যাচ্ছি। আসার আগে তাবলীগী ইজতেমা নিয়ে নেতিবাচক কথা শুনেছি অনেক। বাতাসে ভেসে বেড়ানো টক-ঝাল-মিষ্টি কথোপকথন, অপপ্রচার ইত্যাদি ভেবে বিষণ্ন বোধ করতে থাকি। একটা সময় রাজশাহী রেলষ্টেশন পৌঁছে যাই।

রেলগেট পেরুতেই দৃশ্যমান তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ উপলক্ষে নির্মিত তোরণ। পরিচ্ছন্ন শহর ও সড়ক বিভাজনে সৌন্দর্যের প্রকল্পসমূহ পেরিয়ে আমচত্বর যখন পৌঁছলাম আশে-পাশের ফেস্টুনগুলো দেখে কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলাম। যাক এখানে অন্ততঃ তাবলীগী ইজতেমার রেশ পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু ইজতেমা শুরুর একদিন পূর্বেই উপস্থিত হয়েছি। সেকারণ তখনও দায়িত্বশীল ও অল্পসংখ্যক কর্মী ভাইয়েরা ব্যতীত দূর-দূরান্তের মেহমানবৃন্দ সমবেত হননি। সময় পেরিয়ে মাগরিবের ছালাতের পরই ধীরে ধীরে মুখরিত হচ্ছে মারকায প্রাঙ্গন। বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীল ও 'যুবসংঘে'র স্বেচ্ছাসেবক কর্মীবাহিনীর পদচারণায় প্রাণ ফিরে পেল মারকায।

রাত গড়িয়ে ফজর হ'ল। জামা'আতে ফজরের ছালাত শেষে মারকায মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নছীহত উপস্থিত মুছল্লীদের ঈমানী সতেজতাকে বৃদ্ধি করেছে বলে মনে হ'ল। ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত সাথী ভাইদের নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে আমিও পিছু নিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী বালিকা শাখায় প্রবেশ করলেন। প্রায় ১০বিঘা জায়গা নিয়ে উচু প্রাচীরে ঘেরা মহিলা মাদ্রাসা। সমতল মাঠের দু'পার্শ্বে মাদরাসার আবাসিক ও একাডেমিক কক্ষ সমূহের অবস্থান, প্যান্ডেলের পার্শ্ব ঘেষে পুকুর, পুকুরে ভাসমান লতা-গুল্মের গা ঘেঁষে ঘেঁষে রাজহাসের রাজকীয় বিচরণ।

তখনও মা-বোনদের আগমন শুরু হয়নি। আমীরে জামা'আত মাদরাসার বিভিন্ন স্থান যেমন রান্নাঘর, খাবারের ব্যবস্থাপনা, গোসলখানা, টয়লেটসমূহ, প্যান্ডেলের সার্বিক কার্যক্রম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যেখানে ত্রুটি রয়েছে সেখানে দ্রুতই কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে চললেন মূল প্যাণ্ডেলের দিকে। ট্রাক টার্মিনাল ময়দান হচ্ছে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে প্যান্ডেল। প্রথমেই খাদ্যসামগ্রীর বিশাল সম্ভার চোখে পড়ল, বিভিন্ন ধরনের সব্জি, তৈল, চালসহ অন্যান্য দ্রব্য। আমীরে জামা'আত ঘুরে ঘুরে দেখছেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছেন দায়িত্বশীলদের। খাবার ব্যবস্থাপনার বিশালতা দেখে মনে প্রশ্ন জাগল এই খাদ্যসামগ্রী কিভাবে সংগৃহীত হয়? দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলে জানলাম, খাবার মূলতঃ ক্রয় করা হয়। আবার কোন কোন যেলা থেকে আগত কর্মী-দায়িত্বশীল এবং সংগঠনের শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই-বোনেরা তাদের নিজ নিজ উৎপাদিত শাক-সব্জি, চাল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আলু ইত্যাদি কেউবা মাছ, গোশত, কেউবা তৈল-মসলাদি, কেউবা অর্থ দিয়ে এই খাতে সহায়তা করে থাকেন। অতঃপর বিভিন্ন যেলা থেকে আগত পূর্ব নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের মাধ্যমে খাবারের জন্য নির্মিত প্যান্ডেলে টোকেন দিয়ে সুশৃংখলভাবে খাবার সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পুরুষ ও মহিলাদের অবস্থানের ভিন্নতা ও শারঈ পর্দার আবশ্যিকতার কারণে মহিলাদের খাবার ব্যবস্থাপনা মহিলা প্যান্ডেলেই করা হয় এবং মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা দ্বারা সুচারুরূপে পরিবেশন করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! খাবারের স্থান অতিক্রম করে সুবিশাল প্যান্ডেলের এ মাথা থেকে ওমাথা হাঁটছি। তখনও কিছু কিছু কাজ চলছিল। দ্রুত শেষ করার জন্য আমীরে জামা'আত তাগাদা দিচ্ছেন। এতবিশাল প্যান্ডেল যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। প্যান্ডেলের পার্শ্বেই প্রয়োজনীয় পানির কল স্থাপন করা হয়েছে। মূল মঞ্চ থেকে খানিকদূরে নির্মাণ করা হয়েছে অস্থায়ী টয়লেট যাতে দুর্গন্ধের কারণে মেহমানদের কষ্ট না হয়।

অতঃপর সেখান থেকে মূল সড়কের পাশ ঘেঁষে মারকাযের দিকে হাঁটছি প্রায় ২০-২৫ জনের ছোট্ট দলটি। হাঁটার মাঝে মনের গভীরে বার বার উঁকি দিচ্ছে নানা প্রশ্ন। এতবড় সম্মেলন। খরচ যোগান হয় কিভাবে? দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম ট্রাক টার্মিনালের জায়গায় প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে ইজতেমার আয়োজন করা হয়। এর জন্য কোন ফী দিতে হয় না। আর সার্বিক ব্যয়ভার বহন করার জন্য ইজতেমার দু'মাস পূর্ব থেকে সারা দেশে যেলা দায়িত্বশীলদের মাধ্যমে কুপন বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক কোটা নির্ধারণ করা হয়। আমীরে জামা'আত থেকে শুরু করে সংগঠনের সকল স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সংগঠনের প্রবাসী শাখাসমূহ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। যার মাধ্যমে সম্মেলনের পুরো ব্যয়ভার বহন করা হয়। এরূপ নানা বিষয় জানার মধ্য দিয়ে আমীরে জামা'আতের সাথে সমাপ্ত হ'ল প্রাতঃভ্রমণ।

সকালের নাশতা সেরে মাসিক আত-তাহরীক-এর গবেষণাগারে প্রবেশ করলাম। প্রচণ্ড ব্যস্ততার ফাঁকে পরিচিত/অপরিচিত দায়িত্বশীল ভাইদের কাজের গতি দেখে দ্রুতই বেরিয়ে আসলাম, যাতে তাদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। পূর্বের রাতেও এমন হয়েছিল। সালামের জবাব ছাড়া আর কিছু বলার ফুরসত-ই পাচ্ছেন না তারা!

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে কয়েক ঘন্টা কাটানোর পর ইজতেমা মাঠের দিকে রওয়ানা দিলাম। ইতিমধ্যে সড়কের পাশগুলোতে গাড়ি রাখার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন যেলা থেকে কর্মী ও সুধীদের আগমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি

পাচ্ছে। পুরুষদের গন্তব্য ট্রাক টার্মিনাল এবং মহিলাদের গন্তব্য মহিলা মাদরাসা; অধিকাংশই হেঁটে যাচ্ছেন। কেউ কেউ যাচ্ছেন অটোগাড়িতে চড়ে। একটা অটোতে উঠে বসেছি। অটো চলামাত্রই এক ভাই কিছুটা হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইজতেমা মাঠের দিকেই যাবে তো? বললাম, জ্বী। অটো চলছে। সহযাত্রীর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি আর ভাবছি, এই ভাইকে কোথায় যেন দেখেছি? বললাম, আপনাকে চেনা চেনা লাগছে, কোথায় যেন দেখেছি? মৃদু হেসে বললেন তাঁর নাম। নাম শুনেই বললাম, আরে আপনি! এখানে কি আলোচনা করবেন? না, মানে দেখতে ও শিখতে এসেছি। মাযহাব ও পীর বাণিজ্য ছেড়েছি। তাই শেখার ও সংশোধনের প্রয়োজন প্রতি পদক্ষেপে।

ইজতেমা ময়দানে পৌঁছতেই দেখি প্যান্ডেলের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের নির্ধারিত স্থান দখলে নিচ্ছেন বিভিন্ন যেলা থেকে আগত ভাইয়েরা। খানিকক্ষণ কথা-বার্তা ও মঞ্চ-প্যান্ডেল ঘুরে দেখার এক পর্যায়ে সংগঠনের দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের কথোপকথন কানে আসল। প্রশাসনের ভাইয়েরা (অন্য বিভাগ থেকে বদলির কারণে অবগত না থাকায়) সন্দিহান যে, এদেশে আহলেহাদীছরা আর কত? মাঠ কি পূর্ণ হবে? সংগঠনের ভাইয়েরা বলছেন, ইনশাআল্লাহ সময়েই দেখবেন। ময়দান থেকে আলোচকদের অবস্থানের কক্ষ মারকাযের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

মাদরাসায় আলোচকদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে পৌঁছে দিয়ে একজন সম্মানিত নীতিনির্ধারককে একজন আলোচক ছাহেবের বিষয়ে অবগত করালাম। সম্ভব হ'লে বক্তব্যের সময় দেয়া যায় কি-না ভেবে দেখবেন। তিনি বললেন, ইজতেমার আলোচকদের কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষ করতে হয়। আর পূর্বেই সময় ভাগ করে শিডিউল তৈরী করা হয়েছে। তাই নতুন কাউকে সুযোগ দেয়া দুরূহ ব্যাপার।

যোহরের ছালাত মারকায মসজিদে আদায় শেষে ইজতেমা ময়দানের উদ্দেশ্যে ফটক পেরুতেই অনাবিল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল দেহ-মনে। একপা, দু'পা করে যতই সামনে এগুচ্ছি বিস্ময়ের ঘোর কাটছেই না! আমচত্বরের চারপাশের রাস্তা সমূহ বিভিন্ন বাহনে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মেহমানদের ভিড়ে জনারণ্য। সবার গন্তব্য ইজতেমা ময়দান ও মহিলা সালাফিয়া মাদ্রাসা। প্রশান্ত মনে ইজতেমা মাঠে প্রবেশ করতেই দৃষ্টিগোচর হ'ল মাঠ প্রায়ই পূর্ণ, কিন্তু জনস্রোত আসছেই। জানতে পারলাম জনগণের উপস্থিতি বিগত সকল ইজতেমাকে ছাড়িয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত মঞ্চে উঠলেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, অনুবাদ ও ইসলামী জাগরণী শেষে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করার জন্য আমীরে জামা'আতের নাম ঘোষণা করা হ'ল। আমীরে জামা'আতের কণ্ঠস্বর অবারিত হওয়ার সাথে সাথেই কোলাহলমুখর পরিবেশে পিনপতন নীরবতায় নেমে আসল। একেই বুঝি বলে জামা'আতবদ্ধ জীবনের বাস্তবরূপ। বিশাল মাঠ তখন আগত ভাইদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ। ফটকগুলো দিয়ে তখনও জনস্রোত আসছেই। স্থানাভাবে অধিকাংশই আলোচনা শ্রবণের জন্য যেখানে সুবিধা পাচ্ছেন সেখানেই অবস্থান নিচ্ছেন।

আমীরে জামা'আতের ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমার মূল আলোচনা শুরু হ'ল। আলোচকগণ পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত বিষয়ের উপর ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন। মাগরিবের ছালাতের পর পুনরায় বক্তব্য শুরু হয়েছে। গভীর মনোযোগের সাথে আগত মেহমানগণ বক্তৃতা শ্রবণ করছেন। মাঝে মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ বলে সাড়াও দিচ্ছেন।

হাল্কা খাবার গ্রহণ এবং আশপাশের পরিবেশ দেখার অভিপ্রায়ে মাঠ থেকে বেরুতেই অপার বিস্ময়! জনতার আধিক্যের কারণে বিস্মিত প্রশাসন। ইজতেমা মাঠ ও আমচত্বর সংলগ্ন সড়কগুলো বন্ধ করে বাহনসমূহকে বিকল্প রুটে চলার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ দুপুর নাগাদ সন্দেহের দোলাচলে ছিলাম। মাঠে স্থান সংকুলান না হওয়ায় মেহমানদের একটা অংশ মারকাযের উভয় পার্শ্বের কক্ষগুলোতে অবস্থান নিয়েছেন। তবে অনেককে খোলা আকাশের নিচে রাস্তার পার্শ্বেও অবস্থান নিতে দেখা গেছে। মূল প্যান্ডেলের পার্শ্বেই ছিল মাদরাসার ইয়াতীম ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার জন্য স্থাপিত কক্ষ। সেখানে দৃশ্যমান ছিল এককালীন/মাসিক দানের নিমিত্তে সম্মানিত দাতা ভাইদের ভিড়।

প্যান্ডেলের শেষপ্রান্ত পেরিয়ে অপর পার্শ্বে ছিল তাবলীগী ইজতেমার অন্যতম আকর্ষণ বুক স্টল। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রকাশক ভাইগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নানা প্রকাশনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এসব স্টলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ আক্বীদার বইয়ের বিপুল সমারোহ থাকে। এখানে স্টল নেওয়ার জন্য বুকলিষ্ট জমা দিয়ে আগেই বরাদ্দ নিতে হয়। কোন কোন স্টলে সম্মানিত আলোচকদের বক্তব্যসহ মোবাইলে, ল্যাপটপে, মেমোরী কার্ডে আপলোড করা হচ্ছে। সবসময় ভীড় লেগেই আছে সেগুলিতে।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীল ও কর্মীরা সংগঠনের পরিচিতি, লিফলেট, বিভিন্ন অমীয় বাণী লেখা ফেস্টুন, তাবলীগী ইজতেমা ও সংগঠনের নাম লেখা গেঞ্জি, দেওয়াল পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে সংগঠনের ষ্টল। যেখানে দায়িত্বশীল অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মানুষের চাহিদামত জিনিস এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

এদিকে একের পর এক সম্মানিত আলোচকগণ গভীর রাত পর্যন্ত বক্তৃতা করছেন। শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিষয়সমূহ অনুধাবনের নিরন্তর চেষ্টা করছেন। পাশ থেকে কোন ভাই কথা বললে বিনয়ের সাথে আলোচনা শ্রবণে ব্যাঘাত না ঘটানোর অনুরোধও করছেন।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মারকায মসজিদে এবং মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ছাহেব ইজতেমা প্যাণ্ডেলে দরস পেশ করেন। মূল প্যাণ্ডেলে পুনরায় বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। চলে ৯-টা পর্যন্ত। অতঃপর জুম'আ পর্যন্ত বিরতি। জুম'আর ছালাতে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার ও মাযহাবের ভাইগণ সন্তানদের সাথে নিয়ে সানন্দে ছুটেছেন ইজতেমা ময়দানের দিকে। যেখানেই স্থান পেয়েছেন বসে পড়ছেন। মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করছেন। একটু পর জামা'আত শুরু হ'ল। লাখো মানুষের কাতারবন্দী এক বিশাল জামা'আত। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এক অভাবনীয় দৃশ্য।

জুম'আর ছালাত শেষে খাবার বিরতি। তারপর বাদ আছর থেকে পুনরায় শুরু হ'ল আলোচনাপর্ব। পর্যায়ক্রমে সম্মানিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য চলতে থাকল। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে সুললিত কণ্ঠে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সমাজসংস্কার মূলক ইসলামী জাগরণী। ইজতেমার বিভিন্ন বিভাগে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলা সংস্থা'র স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস কর্মতৎপরতা আমাদেরকে ছাহাবীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে বিভিন্ন গেইটে এবং মঞ্চের আশে-পাশে দায়িত্ব পালন করছেন স্বেচ্ছাসেবকগণ।

যেকোন সম্মেলনেই বড় অংকের খরচ হয় আলোচকদের পিছনে। কিন্তু ইজতেমায় এসে শুনলাম ভিন্ন কথা। আলোচকগণ এখানে স্বপ্রণোদিত হয়েই বক্তব্য প্রদান করেন। তাদের যাওয়া-আসা বা কোন সম্মানীর ব্যবস্থা থাকে না। বরং অনেক আলোচক সম্মেলনের খরচ বহনে নিজে অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত দিনের অনেক পূর্বেই আলোচকদের বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। নতুন আলোচকদের রেকর্ডকৃত আলোচনা যাচাই বাছাই করে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আরো জেনে বিস্মিত হ'লাম যে, ২৭ বছর যাবৎ চলমান এই ইজতেমায় এখন পর্যন্ত কোন আলোচক কখনো পাথেয় দাবী করেছেন বলে আয়োজকদের জানা নেই। সারা রাতব্যাপী চললো মনমুগ্ধকর বিষয় ভিত্তিক দালীলিক আলোচনা।

অতঃপর বাদ ফজর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিদায়ী নছীহত ও অনুপস্থিত ভাই-বোনদের মাঝে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বার্তা পৌঁছে দেয়ার আবেগঘন দিক-নির্দেশনা ইজতেমা ময়দানে উপস্থিত শ্রোতাদের মাঝে ইজতেমা ভাংগনের হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করে। অবশেষে বৈঠক ভঙ্গের এবং বিদায়ী দো'আ পাঠের মাধ্যমে ২ দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটলো। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

অতঃপর ভগ্ন হৃদয়ে রাস্তায় এসে হাযারো মানুষের বিদায়ী যাত্রার সঙ্গী হ'লাম। মানুষের আধিক্যে আম চত্বরে আসতে অনেক সময় লেগে গেল।

নিজ গন্তব্যের পথে এগিয়ে চলা ভাই/বোন নব প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারের ব্রত নিয়ে নিজ গন্তব্যে ফিরে চলেছেন। কিন্তু একটা মানুষ যার হৃদয়ে লাখো স্বজনের চলে যাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, ছলছল তাকিয়ে থাকা একজোড়া চোখের বিদায়ী চাহনী, সুস্থ শরীরে গন্তব্যে সাথীদের পৌঁছানো পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত একটা দেহের পায়চারী আর যেলাভিত্তিক ফোন পাওয়ার প্রতীক্ষা। তিনি আমীরে জামা'আত। হয়তো আমরা কেউ তাঁর হৃদয়ের আকুতি বুঝতে পারি। আবার হয়তো কেউ বুঝতে পারি না। যারা বুঝতে পারি, নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই জামা'আতবদ্ধ জীবনকে ভালোবাসি। যারা পারি না তারা হয়তো গীবত-তোহমত আর সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাই। হয়ত এটাই দুনিয়ার নিয়ম। তারপরও মানুষ হিসাবে মুসলমান হিসাবে দুনিয়াবী স্বার্থের হিংসা-বিদ্বেষকে ভুলে ভাই-ভাই হয়ে যাওয়াটাই কাম্য।

আগত বছরের ইজতেমায় হয়তো এই বছরের উপস্থিত কোন ভাই/বোন ইহজগতের মায়া কাটিয়ে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে যাবেন, কেউবা অসুস্থতা বা কোন ব্যস্ততায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না। মহান আল্লাহ্‌র রহমতে পুরনোদের সাথে নতুন কোন ভাই/বোন আসবেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার প্রত্যয়ে। শুধুই মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, ইনশাআল্লাহ হাযারো ব্যস্ততাকে দূরে সরিয়ে নিজের মূল্যবান সময় ও অর্থকে দ্বীনের পথে ব্যয় করবেন পরকালে জান্নাত প্রাপ্তির প্রত্যাশায়।

আলহামদুলিল্লাহ! জনগণের হৃদয়ের তাড়না দেখে আমার কেবল মনে হয়েছে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যে আহ্বান তা রোধ করার সামর্থ্য কারো নেই। মহান আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাবলীগী ইজতেমার মহান আহ্বানকে বুকে ধারণ করে নিজেকে জান্নাতী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা এবং অপরকে সে পথে আহ্বান জানানোর তাওফীক দান করুন- আমীন!

দৃষ্টি আকর্ষণ

অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য মহিলা মেডিসিন বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নিতে চাইলে যোগাযোগ করুন-

ডাঃ মেহেরুন্নেসা

এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন)

সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ

ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল এ্যান্ড হসপিটাল

১/২ রিং রোড, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।

রোগী দেখার সময় : সন্ধ্যা ৭-টা থেকে রাত্রি ৯-টা

মোবাইল : +৮৮-০১৭৫৪-৯৯৩৩৯৯।

জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কারণ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : আল্লাহ মানুষের জীবন ধারণের জন্য রিযিক বা জীবিকা দান করে থাকেন। এটার ভোগ-ব্যবহারের অধিকার মানুষকে দেওয়া হয়েছে। অথচ এই সম্পদের প্রতি মানুষের লোভ সীমাহীন। এর প্রতি তাদের ভালবাসা ও আকর্ষণ অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ– 'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তার আসক্তি সমূহকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশু ও শস্য-ক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আলে ইমরান ৩/১৪)*। তিনি আরো বলেন, الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا– 'ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। অথচ আখেরাতে চিরস্থায়ী ফলদায়ক সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর নিকটে উত্তম হ'ল প্রতিদান হিসাবে এবং উত্তম হ'ল আকাঙ্ক্ষা হিসাবে' *(কাহাফ ১৮/৪৬)*। রাসূল (ছাঃ)ও সম্পদকে শ্যামল সুমিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন।[১] সম্পদ বা জীবিকা অধিক হ'লেও তাতে বরকত না থাকলে তা মালিকের জন্য তেমন কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। আবার সম্পদ বা জীবিকার অধিকারীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণেও বরকত দূরীভূত হয়ে যায়। নিম্নে জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. পাপাচার : পাপাচারের কারণে জীবিকার বরকত চলে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ– 'স্ব স্ব পাপের কারণে তাদের প্রত্যেককে আমরা পাকড়াও করেছি। তাদের কারু প্রতি আমরা ছোট পাথরসহ প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছি (যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর), কাউকে পাকড়াও করেছে প্রচণ্ড নিনাদ বজ্রপাত (যেমন ছালেহ ও শু'আইবের সম্প্রদায়)। কাউকে ধ্বসিয়ে দিয়েছি ভূগর্ভে (যেমন কারূণকে)। কাউকে আমরা ডুবিয়ে মেরেছি (যেমন নূহ ও ফেরাঊনের সম্প্রদায়কে)। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করতে চাননি (কেননা তাদের নিকট তিনি আগেই নবী পাঠিয়েছিলেন)। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' *(আনকাবূত ২৯/৪০)*। সুতরাং গোনাহের কারণে যেমন মানুষের আযাব-গযব নাযিল হয়, তেমনি জীবিকার বরকত দূরীভূত হয়ে যায়।

২. প্রতারণা ও ধোঁকা : মানুষের সাথে প্রতারণা করলে এবং তাদেরকে ধোঁকা দিলে সম্পদের বরকত চলে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا– 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং (পণ্যের) অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং (পন্যের) দোষ গোপন করে তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়'।[২] পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে তা বিক্রি করা ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল। যার কারণে সম্পদের বরকত উঠে যায়।

৩. অধিক কসম খাওয়া : মানুষ নিজের কথাকে অন্যের কাছে বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য কসম খেয়ে থাকে। প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে অধিক কসম খাওয়া উচিত নয়। মিথ্যা কসম খাওয়া বড় ধরনের পাপ, যার কারণে সম্পদের বরকত চলে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক কসম করা হ'তে সাবধান থাক। কেননা নিশ্চয়ই তাতে (মিথ্যা কসমে) বিক্রি বেশী হয় কিন্তু পরে (বরকত) ধ্বংস করে'।[৩] তিনি আরো বলেন,الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ 'মিথ্যা কসমে পণ্য বেশী বিক্রি হয়, কিন্তু বরকত ধ্বংস করে'।[৪]

৪. সূদের আদান-প্রদান করা : সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষ সূদ গ্রহণ করে। অথচ সূদের আদান-প্রদানে জীবিকার বরকত দূর হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ– 'লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে মনে করে তোমরা যে সূদ প্রদান করে থাক, আল্লাহ্র নিকটে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে (জান্নাতে) আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তারা বহুগুণ লাভ করে থাকে' *(রূম ৩০/৩৯)*। তিনি আরো বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ، 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

১. বুখারী হা/১৪৭২; মুসলিম হা/১০৩৫।

২. বুখারী হা/২০৭৯. ২০৮২, ২১০৮, ২১১০, ২১১৪; মুসলিম ২১/১০, হা/১৫৩২; মিশকাত হা/২৮০২।
৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৩।
৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৪।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ ‘সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, তার পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা’।[৫]

৫. অংশীদারদের সাথে মিথ্যা বলা ও খেয়ানত করা : যৌথ ব্যবসায়ে অংশীদারদের সাথে মিথ্যা বলা এবং তাদের সাথে প্রতারণা করা ও আমানতের খেয়ানত করা বরকত দূরীভূত হওয়ার অন্যতম কারণ। কিন্তু মানুষ নগদ লাভের বিবেচনায় অংশীদারকে ঠকিয়ে নিজে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে। অথচ পরিণামে সে নিজের অকল্যাণ ডেকে আনে।

৬. নে‘মতের শুকরিয়া আদায় না করা : মহান আল্লাহ তাঁর অশেষ নে‘মত দ্বারা আমাদের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছেন। রিযিক তাঁর অন্যতম নে‘মত। এসব নে‘মতের শুকরিয়া আদায় না করলে বরকত ও কল্যাণ লাভ করা যায় না। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ’লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ’লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর’ *(ইবরাহীম ১৪/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ– ‘আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নে‘মত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন’ *(নাহল ১৬/১১২)*।

৭. দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন লোভ : পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। তারা দুনিয়াকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তারা কেবল দুনিয়ার জন্য কাজ করে। দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের সার্বিক চিন্তা-ভাবনা। পরকালের বিষয়ে তাদের কোন চিন্তা-চেতনা নেই। পার্থিব সম্পদের প্রতি তাদের লোভ অপরিসীম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، ‘এই সম্পদ শ্যামল সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না’।[৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ. قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا. ‘আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দিবেন। জিজ্ঞেস করা হ’ল, যমীনের বরকতসমূহ কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার চাকচিক্য’।[৭] সুতরাং দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন লোভে সম্পদের বরকত দূর হয়ে যায়।

৮. কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা : কৃপণতা মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করে। যা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا– ‘তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে। তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে পাপাচারে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে’।[৮]

কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতার কারণে ফেরেশতাগণ বদদো‘আ করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيْهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا– ‘প্রতিদিন বান্দা যখন সকাল করে দু’জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন’।[৯]

৯. প্রাপ্ত রিযক ও তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকা : আল্লাহ বান্দাদের জন্য রিযক বণ্টন করে থাকেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত রিযকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তার জীবিকায় বরকত লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঐ রিযকের উপরে সন্তুষ্ট না হ’লে জীবিকার বরকত চলে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ اللهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ، بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيْهِ، وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ– ‘আল্লাহ বান্দাকে প্রদত্ত জিনিসের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তাতে যদি সে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ’লে আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন এবং তাকে বৃদ্ধি করে দেন। আর যদি সন্তুষ্ট না থাকে তাহ’লে তাতে বরকত দেন না’।[১০]

---

৫. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; আহমাদ, হাকেম, মিশকাত হা/২৮২৭।
৬. বুখারী হা/১৪৭২; মুসলিম হা/১০৩৫।
৭. বুখারী হা/৬৪২৭; মুসলিম হা/১০৫২।
৮. আবু দাউদ হা/১৬৯৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৭০, সনদ ছহীহ।
৯. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০।
১০. আহমাদ হা/২০২৭৯; ছহীহুল জামে হা/১৮৬৯।

১০. অপচয় ও অপব্যয় : বাজে কাজে বা অপ্রয়োজনে খরচ করা হচ্ছে অপব্যয়। এটা মানুষের এক নিন্দনীয় স্বভাব, যার কারণে তার মধ্যে চৌর্যবৃত্তি, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি দুশ্চরিত্রতা বিস্তার লাভ করে। এজন্য ইসলাম এথেকে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ– 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। তিনি আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا– 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا– 'আর তুমি মোটেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় কৃতঘ্ন' *(ইসরা ১৭/২৬-২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوْا وَتَصَدَّقُوْا، فِيْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ، 'তোমরা খাও, পান কর, পরিধান কর এবং দান কর, তবে অপচয় ও অহংকার পরিহার করে'।[১১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ، 'যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরিধান কর, যতক্ষণ না দু'টো জিনিস তোমাকে বিভ্রান্ত করে- অপব্যয় ও অহংকার'।[১২] সুতরাং আয়-ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিমিত খরচ করাই ইসলামের শিক্ষা। পক্ষান্তরে অপচয় ও অপব্যয় করলে সম্পদের বরকত দূর হয়ে যায়।

১১. পরশ্রীকাতরতা : সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা পরের ভাল দেখতে পারে না। অন্যের কল্যাণে চোখ জ্বালা করা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতার নিদর্শন। যাদের মধ্যে এ স্বভাব থাকে তারা কখনও মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। বরং অন্যের উন্নতি দেখে নিজে জ্বলে-পুড়ে মরে। সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِىَ اللهُ وَأَحَبَّنِىَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِى أَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوْكَ النَّاسُ– 'আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হও, তাহ'লে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে'।[১৩]

১২. যাকাত প্রদান না করা : যাকাত আদায় করা ফরয। অনেকে এটা জানা সত্ত্বেও তা আদায় করে না। ফলে ইহকালীন ও পরকালীন আযাব-গযব আপতিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا– 'যখন কোন জাতি যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত তাহ'লে আর কখনো বৃষ্টিপাত হ'ত না'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ ابْتَلاَهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ، 'যখনই কোন সম্প্রদায় যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন'।[১৫] সম্পদের হক হচ্ছে যাকাত প্রদান করা। এ হক প্রদান করলে সম্পদে বরকত হয় অন্যথা বরকত দূরীভূত হয়ে যায়।

১৩. অন্যায় পথে সম্পদ আহরণ করা : হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জন করলে তার বকরত দূরীভূত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ 'যে ব্যক্তি সঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে তাকে বরকত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অসঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না'।[১৬]

উপসংহার : জীবিকায় বরকত বৃদ্ধি এবং অব্যাহত থাকার জন্য উপরোক্ত কাজগুলি পরিহার করা যরূরী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রিযক ও সম্পদে বরকত লাভের জন্য উক্ত ত্রুটিগুলি পরিহার করার তওফীক দান করুন-আমীন!

১১. বুখারী তরজমাতুল বাব, পরিচ্ছেদ ২৩৩০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫; মিশকাত হা/৪৩৮১।
১২. বুখারী তরজমাতুল বাব, পরিচ্ছেদ ২৩৩০।
১৩. ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; ছহীহাহ হা/৯৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/৩২১৩।
১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহাহ হা/৪০০৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৬১।
১৫. তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪৫৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/৭৬৩; ছহীহাহ হা/১০৭-এর অধীনে।
১৬. মুসলিম হা/১০৫২; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯৫।

তারেক আর্ট
১। ডিজাইন ব্যানার প্রিন্ট ২। পিভিসি প্রিন্ট
৩। প্যানাফ্লেক্স প্রিন্ট ৪। লাইটিং বোর্ড প্রিন্ট
৫। ভিনাইল ষ্টিকার প্রিন্ট ৬। রিফ্লেকটিভ ষ্টিকার প্রিন্ট
তারেক আর্ট এন্ড ডিজিটাল প্রিন্ট

ঠিকানা
নিউ মার্কেট রোড গোরহাঙ্গা মসজিদ সংলগ্ন (উত্তর পার্শ্বে), রাজশাহী।
০১৭১২-৯৯২২২৩
E-mail : tarekartbd@gmail.com

আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য অনুসরণীয় হচ্ছেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)। অতঃপর তাঁর ছাহাবীগণ। এ কারণেই তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিতে গিয়ে ما أنا عليه وأصحابي 'আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথে আছি' উল্লেখ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাহ হা/১৭১-১৭২)*। ছাহাবায়ে কেরামের জীবনেতিহাস মুমিনদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অনুপ্রেরণা যুগায়। তাই তাঁদের ঘটনাবহুল জীবনী জানা প্রয়োজন। আলোচ্য নিবন্ধে অত্যন্ত মশহূর ছাহাবী আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিধৃত হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম 'আস'আদ'। কুনিয়াত 'আবূ উমামা'। পিতার নাম যুরারাহ বিন 'উদাস। মাতার নাম সা'আদ বিনতে রাফে'। তার পূর্ণ নসবনাম হচ্ছে- আবূ উমামা আস'আদ বিন যুরারাহ বিন 'উদাস বিন 'উবায়দ বিন ছা'লাবাহ বিন গানাম বিন মালেক বিন নাজ্জার।[১] তিনি আস'আদ আল-খায়র নামেও পরিচিত। কেউ কেউ তার নাম 'আসাদ বিন যুরারাহ' (أَسَدُ بْنِ زُرَارَةَ)ও বলেছেন। তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। এজন্য তাঁকে খাযরাজী ও নাজ্জারীও বলা হয়।[২] তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

ইসলাম গ্রহণ : তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনুল আছীর ওয়াক্বেদীর সূত্রে বলেন, আস'আদ বিন যুরারাহ ও যাকওয়ান বিন আব্দিল ক্বায়স নিজেদের একটি বিষয় নিষ্পত্তির জন্য মক্কার কুরায়শ নেতা উতবা বিন রাবী'আহ্র নিকট গমন করেন। এ সময়ে উতবাহ্র নিকট তারা রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে পান। অতঃপর সেখান থেকে গোপনে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান। ফলে সেখানেই তারা দু'জন ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর সেখান থেকে আর উতবাহ্র নিকট না গিয়ে সরাসরি তারা মদীনায় ফিরে আসেন।[৩]

ইবনু ইসহাক বলেন, আস'আদ বিন যুরারাহ একাদশ নববী বর্ষে অনুষ্ঠিত আক্বাবার ১ম বায়'আতে অংশগ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেন।[৪] নববী ১১তম বর্ষের হজ্জের মওসুমে একরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও আলীকে সাথে নিয়ে মক্কায় আগত বিভিন্ন হজ্জ কাফেলার লোকদেরকে তাদের তাঁবুতে গিয়ে দাওয়াত দিতে থাকেন। এমন সময় তাঁরা মিনার আক্বাবাহ গিরিসংকটের আলো-আঁধারীর মধ্যে কিছু লোকের কথাবার্তা শুনে তাদের দিকে এগিয়ে যান। জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে, তারা ইয়াছরিব থেকে হজ্জে এসেছেন এবং তারা ইহূদীদের মিত্র খাযরাজ গোত্রের লোক। তারা ছিলেন সংখ্যায় ছয়জন এবং সকলেই ছিলেন বয়সে তরুণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন। অতঃপর সেখানেই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনেন এবং পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেন। সৌভাগ্যবান এই ৬ তরুণের নেতা ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বনু নাজ্জার গোত্রের আস'আদ বিন যুরারাহ। অন্যান্যরা হ'লেন (২) একই গোত্রের 'আওফ বিন হারেছ বিন রিফা'আহ (৩) বনু যুরায়েক্ব গোত্রের রাফে' বিন মালেক বিন আজলান (৪) বনু সালামাহ গোত্রের কুৎবা বিন 'আমের বিন হাদীদাহ (৫) বনু হারাম গোত্রের ওক্বা বিন 'আমের বিন নাবী (৬) বনু ওবায়েদ বিন গানাম গোত্রের জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব *(রাঃ)*।[৫]

মদীনায় দ্বীনের দাওয়াত ও আক্বাবার ২য় বায়'আত : ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় ফিরে আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মত দ্বীনের দাওয়াত শুরু করেন। যে মহাসত্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। মদীনায় পৌঁছেই সর্বপ্রথম আবুল হায়ছামের সাথে দেখা করেন এবং তার কাছে তার নতুন বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন। আবুল হায়ছাম সাথে সাথে বলে ওঠেন, 'তোমার সাথে আমিও তাঁর রিসালাতের উপর ঈমান আনলাম'।[৬]

এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটে তিনি দ্বীনের দাওয়াত তুলে ধরেন। তার এই নিরন্তর দাওয়াতের ফলেই পরের বছর দ্বাদশ নববী বর্ষে হজ্জের মৌসুমে নতুন আরো ৭জন সহ মোট ১২জন মক্কায় গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত করেন। এই বায়'আতে গত বছরের পাঁচজন ছাড়াও এ বছর নতুন যে সাতজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হ'লেন ঃ (১) বনু নাজ্জার গোত্রের মু'আয বিন হারেছ বিন রিফা'আহ (২) বনু যুরায়েক্ব গোত্রের যাকওয়ান ইবনু 'আব্দে ক্বায়েস (৩) বনু গানাম গোত্রের 'উবাদাহ বিন ছামেত (৪) বনু গানামের মিত্র গোত্রের ইয়াযীদ বিন ছা'লাবাহ (৫) বনু সালেম গোত্রের আব্বাস বিন ওবাদাহ বিন নাযালাহ (৬) বনু 'আব্দিল আশহাল গোত্রের

---

১. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ ৩য় প্রকাশ ১৯৮৫), ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯; আল-ইছাবাহ ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪।*

২. *উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭১।*

৩. *ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০২। উল্লেখ্য, অধিকাংশ তারীখের কিতাবে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হ'লেও এর বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা এটি ওয়াক্বেদীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর ওয়াক্বেদী সম্পর্কে অনেকের মন্তব্য হচ্ছে 'ওয়াক্বেদী মাতরূক'। -দ্রঃ সিয়ার, পৃ: ৩০২, টীকা ১-২।*

৪. *ইছাবাহ ১/৩২ পৃ: জীবনী নং ১১১।*

৫. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৫), পৃ: ২০০-২০১।*

৬. *মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পঞ্চম প্রকাশ ২০০৭), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪; গৃহীত: তাবাকাত ১/১৪৬ পৃ:।*

আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান (৭) বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রের 'ওয়ায়েম বিন সা'এদাহ। গত বছরের জাবের বিন আব্দুল্লাহ এ বছর আসেননি।[৭] এসময়ে তারা মদীনায় দ্বীন শিক্ষাদান ও ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াতের জন্য মক্কা থেকে একজন দাঈকে মদীনায় প্রেরণের আবেদন জানান। রাসূল (ছঃ) তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে উদ্যমী ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক মুছ'আব বিন 'উমায়রকে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনিই হচ্ছেন মদীনার প্রথম দাঈ।

আস'আদ ও মুছ'আবের ব্যাপকভিত্তিক দাওয়াত এবং আক্বাবার ৩য় বায়'আত : মুছ'আব বিন 'উমায়র মদীনায় পৌঁছে আস'আদ বিন যুরারাহ্র মেহমান হন। অতঃপর মুছ'আব ও আস'আদ দু'জনে নতুন উদ্যমে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। তারা মদীনার বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার ও গোত্রের নিকট গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেন। তাদের দাওয়াত এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে নববী ত্রয়োদশ বর্ষে ২জন মহিলাসহ মোট ৭৫জন ইয়াছরিববাসী মক্কার পূর্বোক্ত আক্বাবা নামক পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে 'বায়'আতে কুবরা' বা বড় বায়'আত নামে খ্যাত। যা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। মূলতঃ আক্বাবাহ্র বায়'আত তিন বছরে তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। ১১ নববী বর্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ্র নেতৃত্বে ৬ জন ইয়াছরিববাসীর প্রথম ইসলাম কবুলের বায়'আত। ১২ নববী বর্ষে ১২ জনের দ্বিতীয় বায়'আত এবং ১৩ নববী বর্ষে ৭৩+২=৭৫ জনের তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ বায়'আত- যার মাত্র ৭৫ দিনের মাথায় ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার মক্কা হ'তে ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের সূচনা হয়।[৮] ইবনু ইসহাক বলেন, আস'আদ বিন যুরারাহ উক্ত তিনটি বায়'আতেই অংশগ্রহণ করেন।[৯]

তাঁদের দাওয়াতের প্রভাব সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। একদিন আস'আদ বিন যুরারাহ মুছ'আব বিন উমায়েরকে সাথে নিয়ে বনু আব্দিল আশহাল ও বনু যাফারের (بنو ظَفَر) মহল্লায় গমন করেন ও সেখানে একটি কূয়ার পাশে কয়েকজন মুসলমানকে নিয়ে বসেন। তখনো পর্যন্ত বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের দুই নেতা সা'দ বিন মু'আয ও উসায়েদ বিন হুযায়ের ইসলাম কবুল করেননি। মুবাল্লিগদের আগমনের খবর জানতে পেরে সা'দ উসায়েদকে বললেন, আপনি যেয়ে ওদের নিষেধ করুন যেন আমাদের সরল-সিধা মানুষগুলিকে বোকা না বানায়। আস'আদ আমার খালাতো ভাই না হ'লে আমি নিজেই যেতাম'।

উসায়েদ বর্শা উঁচিয়ে সদর্পে সেখানে গিয়ে বললেন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে এখনি পালাও। তোমরা আমাদের বোকা লোকগুলিকে মুসলমান বানাচ্ছ'। মুছ'আব শান্তভাবে বললেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসুন ও কথা শুনুন। যদি পসন্দ না হয়, তখন দেখা যাবে'। উসায়েদ তখন মাটিতে বর্শা গেড়ে বসে পড়লেন। অতঃপর মুছ'আব তাকে কুরআন থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি আল্লাহ্র বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ইতিমধ্যে উসায়েদ চমকিত হয়ে বলে উঠলেন, مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلاَمَ وَأَجْمَلَهُ 'কতই না সুন্দর কথা এগুলি ও কতই না মনোহর'। এরপর তিনি সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন।

অতঃপর তিনি সা'দ বিন মু'আয-এর নিকটে এসে বললেন, فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ بِهِمَا بَأْسًا، 'আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের মধ্যে দোষের কিছু দেখিনি'। তবে আমি তাদের নিষেধ করে দিয়েছি এবং তারাও বলেছে, আপনারা যা চান তাই করা হবে'। এ সময় উসায়েদ চাচ্ছিলেন যে, সা'দ সেখানে যান। তাই তাকে রাগানোর জন্যে বললেন, আমি জানতে পারলাম যে, বনু হারেছাহ্র লোকজন আস'আদ বিন যুরারাহকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে এজন্য যে, সে আপনার খালাতো ভাই। সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই বর্শা হাতে ছুটে গেলেন। যেয়ে দেখেন যে, আস'আদ ও মুছ'আব নিশ্চিন্তে বসে আছে। বনু হারেছাহ্র হামলাকারীদের কোন খবর নেই। তখন তিনি বুঝলেন যে, উসায়েদ তার সঙ্গে চালাকি করেছে তাকে এদের কাছে পাঠানোর জন্য। তখন সা'দ ক্রুদ্ধস্বরে উভয়কে ধমকাতে থাকলেন এবং আস'আদকে বললেন, তুমি আমার আত্মীয় না হ'লে তোমাদের কোনই ক্ষমতা ছিল না আমার মহল্লায় এসে লোকদের বাজে কথা শুনাবার'। আস'আদ পূর্বেই সা'দ ও উসায়েদ-এর বিষয়ে মুছ'আবকে অবহিত করেছিলেন যে, এরা দু'জন মুসলমান হ'লে এদের গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। আস'আদের ইঙ্গিতে মুছ'আব অত্যন্ত ধীর ও নম্র ভাষায় সা'দকে বললেন, আপনি বসুন এবং আমাদের কথা শুনুন! অতঃপর পসন্দ হ'লে কবুল করবেন, নইলে প্রত্যাখ্যান করবেন'। অতঃপর তিনি বসলেন এবং মুছ'আব তাকে কুরআন থেকে শুনালেন ও তাওহীদের মর্ম বুঝালেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সা'দ বিন মু'আয ইসলাম কবুল করে ধন্য হ'লেন। অতঃপর সেখানেই দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে আসলেন। পরবর্তীতে তার গোত্রের সকলেই ইসলাম কবুল করেন।[১০]

তাঁর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য :

মদীনায় জামা'আতে ছালাত ও জুম'আ চালু করা : আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) বয়সে তরুণ হ'লেও তার ঈমানী জাযবা ও দৃঢ়তা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি মদীনার নতুন মুসলমানদের নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে শুরু করেন এবং মদীনায় তিনিই সর্বপ্রথম জুম'আর ছালাত চালু করেন। মদীনার বনু বায়াযাহ গোত্রের *নাক্বী'উল খাযেমাত*

৭. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২০১-২০২।*
৮. *ঐ, পৃঃ ২১২।*
৯. *আল-ইছাবাহ, ১/৩২ পৃঃ, জীবনী নং ১১১।*
১০. *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২০৫-২০৬।*

(نَقِيعُ الْخَضِمَات) নামক স্থানের 'নাবীত' (هَزْمُ النَّبِيْت) সমতল ভূমিতে সর্বপ্রথম জুম'আর ছালাত শুরু হয়। যেখানে চল্লিশ জন মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন।[১১] তার এই যুগান্তকারী উদ্যোগকে স্মরণ করে সমকালীন ছাহাবীগণের অনেকেই সারা জীবন তার জন্য খাছ দো'আ করেছেন। যেমন- আবদুর রহমান ইবনে কা'ব বিন মালেক (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা অন্ধ হয়ে গেলে আমি ছিলাম তার পরিচালক। আমি তাকে নিয়ে যখন জুম'আর ছালাত আদায় করতে বের হ'তাম, তখন তিনি আযান শুনলেই আবূ উমামাহ আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দো'আ করতেন। আমি তাকে ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করতে শুনে কিছুক্ষণ থামলাম, অতঃপর মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! কি বোকামী! জুম'আর আযান শুনামাত্রই আমি তাকে আবূ উমামাহ-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করতে শুনি, অথচ আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করিনি? অতঃপর আমি তাকে নিয়ে একদিন জুম'আর উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। তিনি যখন আযান শুনলেন তখন অভ্যাস মাফিক আস'আদ বিন যুরারাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা! জুম'আর আযান শুনলেই আপনি আস'আদ বিন যুরারাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এটি কেন করেন? তিনি বললেন, বৎস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় আসার পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম বনূ বায়যাহ গোত্রের প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে অবস্থিত 'নাক্বী'উল খাযামাত'-এ আমাদের নিয়ে জুম'আর ছালাত পড়েন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তখন কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চল্লিশজন পুরুষ'।[১২]

বনু নাজ্জার-এর নক্বীব : আক্বাবায়ে কুবরায় অংশগ্রহণকারী ৭৫ জনের মধ্য হ'তে ১২ জনকে রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য 'নক্বীব' (প্রতিনিধি) বা নেতা নির্বাচন করে দেন। তন্মধ্যে ৯ জন খাযরাজ ও ৩ জন আউস গোত্র হ'তে। আস'আদ বিন যুরারাহ ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার নক্বীব। তিনি শুধু নক্বীবই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন তাদের প্রধান।[১৩] তার মৃত্যুর পরে বনু নাজ্জারের লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আস'আদ মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি ছিলেন আমাদের নক্বীব। এক্ষণে আপনি আমাদের জন্য অন্য একজন নক্বীব নিযুক্ত করে দিন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা আমার মাতুল গোত্র। আমিই তোমাদের নক্বীব। আর এটি ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাকর।[১৪]

সাহল ও সোহাইল এর তত্ত্বাবধায়ক : রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর যে স্থানে তাঁর উটনি বসে পড়ে এবং যে স্থানটিকে তিনি মসজিদ ও বাসস্থানের জন্য নির্ধারণ করেন, সে জায়গাটির মালিক ছিল সাহল ও সোহাইল নামক দুই ইয়াতীম বালক। আর আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। রাসূল (ছাঃ) বালক দু'টির তত্ত্বাবধায়ক আস'আদের নিকট জমির মূল্য জানতে চাইলে বালকদ্বয় বলে ওঠে, আমরা আল্লাহ্র কাছে এর মূল্য চাই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বিনা মূল্যে নিতে রাযী না হওয়ায় আবু বকর (রাঃ) জমির মূল্য পরিশোধ করেন। অবশ্য অন্য বর্ণনা মতে, আস'আদ তার বনী বায়যায় অবস্থিত একটি বাগান মসজিদের এই জমির বিনিময়ে ইয়াতীমদ্বয়কে প্রদান করেন।[১৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাদ্য প্রেরণ : রাসূল (ছাঃ) হিজরতের পর আবু আইয়ূব আনছারীর বাড়ীতে অবস্থানকালে এক রাত পর পর পালাক্রমে তাঁর জন্য খাবার পাঠাতেন। আস'আদের বাড়ী থেকে খাবার আসার পালার রাতে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আস'আদের পাত্রটি কি এসেছ? বলা হ'ত, হ্যাঁ। তিনি বলতেন, সে পাত্রটি নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, এর দ্বারা বুঝা যেত যে, আস'আদের বাড়ীর খাবারটি তার নিকট পসন্দনীয় ছিল।[১৬]

মৃত্যু ও দাফন : এই মহান ছাহাবী অল্প বয়সে রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ১ম বছর শাওয়াল মাসে, যখন মসজিদ নববীর নির্মাণ কাজ চলছিল তখন 'জাবহা' নামক কণ্ঠনালীর এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ফারী'আ, কাবশা ও হাবীবা নামে তিন কন্যা রাসূল (ছাঃ)-এর যিম্মায় রেখে যান।[১৭] রাসূল (ছাঃ) আজীবন তাদের দেখাশুনা করেন। এক মেয়েক সাহল বিন হুনাইফের সাথে বিবাহ দেন, যাদের ঔরসে আবূ উমামা বিন সাহল জন্মগ্রহণ করেন।[১৮] রাসূল (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত পড়ান এবং 'বাক্বীউল গারক্বাদে' তাকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, আনছারদের মতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে 'বাক্বীউল গারক্বাদে' দাফন করা হয়। তবে মুহাজিরদের মতে 'বাক্বী'তে প্রথম দাফন করা হয় ওছমান বিন মায'উনকে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।[১৯]

উপসংহার : আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) ছিলেন তরুণ, উদ্যমী ও সাহসী ছাহাবী। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পথের নিঃস্বার্থ দাঈ। ইসলাম কবুলের পর মাত্র কয়েক বছর বেঁচে থাকলেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মাতের জন্য তিনি রেখে গেছেন দাওয়াতী কাজের গভীর প্রেরণা। মদীনায় ইসলামের বীজ বপিত হয়েছে তাঁর মাধ্যমেই। তাঁর নিরন্তর দাওয়াতের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেকারণ প্রত্যেক দাঈর জন্য তার সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে ব্যাপক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের নিঃস্বার্থ দাঈ হিসাবে কবুল করুন- আমীন!!

---

১১. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৮৯; গৃহীতঃ ইবনু মাজাহ হা/১০৮২; আবুদাঊদ হা/১০৬৯ সনদ 'হাসান'; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩৫; যা-দুল মা'আ-দ ১/৩৬১; নায়ল ৪/১৫৭-৫৮; মির'আত ৪/৪২০।*
১২. *ইবনু মাজাহ হা/১০৮২, সনদ হাসান।*
১৩. *সিয়ার ১/৩০২ পৃঃ।*
১৪. *ঐ, ১/৩০৩ পৃঃ; মুনতাযাম ৩/৮৩ পৃঃ।*
১৫. *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬।*
১৬. *ঐ।*
১৭. *সিয়ার ১/৩০৩ পৃঃ।*
১৮. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা ৩/১৭ পৃঃ।*
১৯. *সিয়ার ১/৩০৩ পৃঃ; মুনতাযাম ৩/৮২ পৃঃ।*

মুসলিম জাতির বয়সসীমা ও ইমাম মাহদী প্রসঙ্গ

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

[সম্প্রতি দেশের বিশিষ্ট একজন আলেম পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে একটি বিতর্ক উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইমাম মাহদীর সম্ভাব্য আগমনকাল আগামী ২০১৯/২০২০ সাল বলে মন্তব্য করায় অনেকের মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে। ১৯৯৬ সালে জনৈক মিসরীয় লেখক আমীন মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন একই বিষয়ের অবতারণা করে পর পর তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথমে তিনি প্রকাশ করেন, عمر أمّة الإسلام وقرب ظهور المهدى عليه السلام *(মুসলিম উম্মাহর বয়স ও মাহদী আগমনের প্রাক্কাল) অতঃপর উক্ত বইয়ের উপর আলোচনা-সমালোচনা শুরু হ'লে এর জবাবে তিনি লেখেন,* القول المبين فى الأشراط الصغرى ليوم الدين استقصاءً وشرحاً وبياناً لوقوعها *('ক্বিয়ামত পূর্বেকার ছোট আলামত সমূহ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা) এবং* رد السهام عن كتاب عمر أمة الإسلام *('মুসলিম উম্মাহর বয়স সম্পর্কিত বইয়ের প্রতিবাদের প্রতিবাদ)। এমনকি তাঁর চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে ইমাম মাহদীর উপর পৃথক গবেষণা সেন্টারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর এসব গ্রন্থের জবাবে বেশ কিছু প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখিত হয়েছে এবং তাঁর দাবীসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি এই বিতর্কটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুনরায় মাথা চাড়া দেওয়ায় তা পর্যালোচনার দাবী রাখে। সেকারণ এ বিষয়ে একটি দলীল ভিত্তিক আলোচনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় লেখককে। অতঃপর তা হা.ফা.বা গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পরিমার্জনা অন্তে 'দিশারী' কলামে পত্রস্থ করা হ'ল।- সম্পাদক]*

মুসলিম উম্মাহ্র মেয়াদকাল :

মুসলিম জাতির বয়স এবং ইমাম মাহদীর আগমনকাল প্রসঙ্গটি ইসলামী একাডেমিয়া বা ইলমী ঘরানায় বিশেষ কোন আলোচ্য বিষয় না হ'লেও সাধারণ জনগণের মাঝে তা যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয়। ফলে এ বিষয়ক কিছু হাদীছকে কেন্দ্র করে মাঝে-মধ্যেই বিভিন্ন উপলক্ষে বিতর্ক উত্থাপিত হ'তে দেখা যায়। যেমনটি ২০০০ সালের ৫ই মে ক্বিয়ামতের দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল। তাতে সারা দেশে আতংক তৈরী হয়েছিল। এরপরে ঢাকাতে মাহদীর ঠিকানা দিয়ে প্রচার করা হয়। সম্প্রতি এই বিতর্কটি আবারও শুরু হয়েছে। বিশেষতঃ হিজরী পনের শতকে মুসলিম উম্মাহ তার মেয়াদকালের চূড়ান্তসীমায় পৌঁছতে চলেছে কি-না, সেটি একদল মানুষের চিন্তা ও আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে। নিম্নে এ বিষয়ে আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে আলোচনা তুলে ধরলাম।-

বিতর্কটির গোড়ার কথা :

মূলতঃ দু'টি হাদীছকে কেন্দ্র করে এ বিতর্কটি উত্থাপিত হয়েছে।-

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِىَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِىَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَىْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً، قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَىْءٍ قَالُوا لاَ، قَالَ فَهُوَ فَضْلِى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ–

'আগেকার উম্মতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হ'ল আছর হ'তে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ন্যায়। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল। তারা তদনুযায়ী কাজ করতে লাগল। যখন দুপুর হ'ল, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়ল। তাদের এক এক ক্বীরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। আর ইনজীল অনুসারীদেরকে ইনজীল দেয়া হ'ল। তারা আছরের ছালাত পর্যন্ত কাজ করে অপরাগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক এক ক্বীরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হ'ল। অতঃপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হ'ল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম। আমাদের দু' দু' ক্বীরাত করে দেয়া হ'ল। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দুই দুই ক্বীরাত করে দান করেছেন, আর আমাদের দিয়েছেন এক এক ক্বীরাত করে; অথচ আমলের দিক দিয়ে আমরাই বেশি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ হ'ল, আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেই'।[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالشَّمْسُ عَلَى قُعَيْقِعَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: مَا أَعْمَارُكُمْ فِى أَعْمَارِ مَنْ مَضَى إِلاَّ كَمَا بَقِىَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ — 'আমরা একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বসে ছিলাম। তখন আছরের পর সূর্য কু'আইকে'আন পাহাড়ের উপরে অবস্থান করছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের পূর্বের যেসব উম্মত অতীত হয়ে গেছে তাদের অনুপাতে তোমাদের বয়স হ'ল এখন থেকে দিনের বাকী অংশ পরিমাণ।[২]

---

* গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

১. বুখারী হা/৫৫৭, 'ছালাতের সময়সমূহ' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পূর্বে আছরের এক রাকা'আত ছালাত পাবে' অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/৬১৩১; তিরমিযী হা/২৮৭১; মিশকাত হা/৬২৭৪।

২. আহমাদ হা/৫৯৬৬, ছহীহ লি-গায়রিহী; মু'জামুল কাবীর হা/১৩৫১৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮২২১।

অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِى أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ 'তোমাদের পূর্বের যেসব উম্মত অতীত হয়ে গেছে তাদের অনুপাতে তোমাদের বয়স হ'ল আছরের ছালাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান'।[৩]

(২) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِيْنَ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَلَكُمُ الَّذِى شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا. فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ–

'মুসলিম, ইহূদী ও নাছারাদের উদাহরণ হ'ল, যেমন এক ব্যক্তি একদল লোককে নিয়োগ করল এই চুক্তিতে যে, তারা তার জন্য রাত পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত কাজ করে তারা বলল, আপনার পারিশ্রমিকের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তখন সে ব্যক্তি অন্য আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল, তোমরা দিনের বাকী অংশ কাজ কর, তোমরা আমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজ শুরু করল। যখন আছরের ছালাতের সময় হ'ল, তখন তারা বলল, আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। অতঃপর সে ব্যক্তি আরেক দল লোককে নিয়োগ করল। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বাকী অংশে কাজ করল এবং আগের দু'দলের পূর্ণ পারিশ্রমিক তারা লাভ করল'।[৪]

এছাড়া পৃথিবীর মোট বয়স প্রসঙ্গে আরও কিছু জাল ও যঈফ আছার রয়েছে যা ইবনু জারীর ত্বাবারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আলোচনার পরবর্তী অংশে তা আসবে।

উক্ত হাদীছ দু'টির ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের বক্তব্য :

(১) 'মুসলিম উম্মাহ্র সময়কাল আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত'-হাদীছাংশটির ব্যাখ্যায় ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন,

أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ مُدَّةُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُدَّةِ أُمَّةِ مُوْسَى وَعِيْسَى عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، فَمُدَّةُ هَذِهِ الْأُمَمِ الثَّلاَثِ كَيَوْمٍ تَامٍّ، وَمُدَّةُ مَا مَضَى مِنَ الْأُمَمِ فِيْ أَوَّلِ الدُّنْيَا كَلَيْلَةِ هَذَا الْيَوْمِ فإن الليل سابق للنهار –

'অত্র হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতত্রয়ের মিলিত সময়কাল বর্ণনা করা। এই তিন উম্মতের সম্মিলিত মেয়াদকাল হবে পূর্ণ একদিনের সমান। আর পৃথিবীর শুরুকালে অতিক্রান্ত হওয়া প্রাচীন উম্মতগুলির বয়স ছিল এই এক দিনের সমান এক রাত। কেননা রাত আসে দিনের পূর্বেই।[৫]

অতঃপর তিনি ওয়াকেদী'র বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন আলেমের মতে, পৃথিবীর প্রথমভাগে আগত নবীদের মধ্যে আদম ও নূহের মাঝে ১০০০ বছর, নূহ ও ইবরাহীমের মাঝে ১০০০ বছর, ইবরাহীম ও মূসার মাঝে ১০০০ বছরের ব্যবধান ছিল (অর্থাৎ এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স ৩০০০×২= ৬০০০ বছর)।

তিনি আহলে কিতাবদের বরাত দিয়ে আরও উল্লেখ করেছেন যে, সৌরবর্ষ মোতাবেক আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিজরত পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল ৬১১৪ বছর। এর মধ্যে আদম (আঃ) থেকে মূসা (আঃ) পর্যন্ত ব্যবধান ছিল (৩৩২৮+৫৬৭) ৩৮৯৫ বছর (অর্থাৎ এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স হবে (৩৮৯৫×২) ৭৭৯০ বছর। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর বয়স হবে ৭৭৯০-৬১১৪= ১৬৭৬ বছর)।

অতঃপর তিনি আরও কিছু মত উল্লেখ করেছেন। যেমন : কারো মতে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৫৯৯২ বছর। কারও মতে, ৪৬৪২ বছর। ইবনু আব্বাসের মতে, ৭০০০ বছর। কা'ব ও ওয়াহহাবের মতে, ৬০০০ বছর। মুজাহিদ ও ইকরামার মতে ৫০০০০ বছর (যেহেতু সূরা মা'আরিজের ৪ নং আয়াতে ক্বিয়ামত দিবসের একদিনকে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাযার বছরের সমপরিমাণ বলা হয়েছে), তবে এর মধ্যে কত বছর গত হয়েছে এবং কত বছর বাকি রয়েছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।[৬]

পর্যালোচনা : ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) তাঁর আলোচনায় মুসলিম উম্মাহ্র বয়সসীমা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। বরং বিভিন্ন জনের মত তুলে ধরেছেন মাত্র। এ সকল হিসাব প্রথমতঃ একান্তই অনুমানভিত্তিক। দ্বিতীয়তঃ জাল এবং ইসরাঈলী বর্ণনা ভিত্তিক। সুতরাং এর ভিত্তিতে কোন দলীল গ্রহণ করার সুযোগ নেই। এজন্য ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) উক্ত আলোচনার উপসংহারে বলেন,

لكن مدة الماضي من الدنيا إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومدة الباقي منها إلى يوم القيامة، لا يعلمه على الحقيقة إلا الله عز وجل، وما يذكر في ذلك فأنما هو ظنون لا تفيد علماً.

'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বের সময়সীমা এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়সীমা সম্পর্কে সঠিক ও প্রকৃত

৩. *বুখারী হা/৩৪৫৯; মিশকাত হা/৬২৭৪।*
৪. *বুখারী হা/৫৫৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৫২।*
৫. *ফাৎহুল বারী ৪/৩৩৯।*
৬. *প্রাগুক্ত; আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আদম ও নূহের মাঝে ১০০০ বছর, নূহ ও ইবরাহীমের মাঝে ১০০০ বছর, ইবরাহীম ও মূসার মাঝে ৭০০ বছর, মূসা ও ঈসার মাঝে ১৫০০ বছর এবং ঈসা ও মুহাম্মাদের মাঝে ৬০০ বছরের ব্যবধান ছিল (হাকেম হা/৪১৭২); আইয়ূব বিন উৎবা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় (ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৪৭২১; ইবনু আসাকির ৬/১৭২)। তবে উক্ত বর্ণনাগুলি ইসরাঈলী রেওয়ায়াত ভিত্তিক হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।*

জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কেউই রাখেন না। এ ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়, সবই ধারণাপ্রসূত। যা কোন জ্ঞান দান করে না'।[৭]

তিনি আরো বলেন, وأخذ بقاء ما بقي من الدنيا على التحديد من هذه النصوص لا يصح؛ فإن الله استأثر بعلم الساعة، و لم يطلع عليه أحداً من خلقه.. وإنما خرج هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقريب للساعة من غير تحديد لوقتها– 'এই দলীলগুলোর ভিত্তিতে দুনিয়ার অবশিষ্ট মেয়াদকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যথার্থ নয়। কারণ আল্লাহ ক্বিয়ামতের জ্ঞান নিজের কাছে রেখেছেন। তার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেননি... এটি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন সময়কাল নির্ধারণ ব্যতীত কেবল ক্বিয়ামতের নিকটবর্তিতার প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে'।[৮]

(২) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

ظَاهِرُهُ أَنَّ بَقَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَعَ فِي زَمَانِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادُ قَطْعًا وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ نِسْبَةَ مُدَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى مُدَّةِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأُمَمِ مِثْلُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى بَقِيَّةِ النَّهَارِ.....إِلَخْ

'(হাদীছটি থেকে) বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, মুসলিম জাতির মেয়াদকাল বিগত জাতিসমূহের মেয়াদকালের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য কোনভাবেই এটা নয়। বরং এর অর্থ বিগত জাতিসমূহের মেয়াদ অনুপাতে এই জাতির মেয়াদকাল হ'ল আছর ছালাত থেকে দিনের বাকি অংশ তথা সূর্যাস্ত পর্যন্ত'।[৯]

(৩) ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) অন্যত্র বলেন,

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَزِيدُ عَلَى الْأَلْفِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مُدَّةَ الْيَهُودِ نَظِيرُ مُدَّتَيِ النَّصَارَى وَالْمُسْلِمِينَ وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْيَهُودِ إِلَى بَعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ سَنَةٍ وَمُدَّةَ النَّصَارَى مِنْ ذَلِكَ سِتُّمِائَةٍ وَقِيلَ أَقَلُّ فَتَكُونُ مُدَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ قَطْعًا–

'এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় যে, এই উম্মতের অবশিষ্ট সময়কাল এক হাযার বছরের উপরে। কেননা হাদীছের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, ইহূদীদের অবস্থানকাল খৃষ্টান ও মুসলমানদের সময়কালের সমান। আর বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅতপ্রাপ্তি পর্যন্ত ইহূদীদের অবস্থানকাল হ'ল দুই হাযার বছরের উপরে। এর মধ্যে খৃষ্টানদের বয়স ছয়শ' বছর। কেউ কেউ বলেছেন, তার থেকে কম। তাহ'লে অকাট্যভাবে মুসলমানদের সময়কাল হবে এক হাযার বছরের উপরে।[১০]

পর্যালোচনা :

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উপরোক্ত মন্তব্যে এক হাযার বছরের কথা উল্লেখ করলেও সুনির্দিষ্ট বয়সকাল নির্ধারণ করেননি। বরং আনুমানিক একটি ধারণা উল্লেখ করেছেন যা পৃথিবীর স্বল্প মেয়াদের দিকে নির্দেশ করে। যেমন তিনি অন্যত্র পৃথিবীর মেয়াদকাল সম্পর্কে ইবনু জারীর ত্বাবারী উল্লিখিত হাদীছ সমূহ বিশ্লেষণ করার পর সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্যে বলেন,

أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّشْبِيهِ التَّقْرِيبُ وَلَا يُرَاد حَقِيقَة الْمِقْدَار فبه يَجْتَمِعُ مَعَ حَدِيث أَنَس وَأَبِي سَعِيد عَلَى تَقْدِير ثُبُوتهمَا وَالثَّانِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ظَاهِره فيقدم حَدِيث بن عُمَرَ لصحَّته وَيَكُونُ فيه دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ هَذِهِ الْأُمَّة قَدْرُ خُمُسِ النَّهَارِ تَقْرِيبًا–

'এই সাদৃশ্য দ্বারা (ক্বিয়ামতের) নিকটবর্তীতা উদ্দেশ্য, সময়সীমা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা হযরত আনাস (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমা সম্বলিত হাদীছদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় (হাদীছ দু'টি নিম্নে বর্ণিত হয়েছে), যদি এ দু'টি হাদীছকে ছহীহ ধরে নেয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ এখান থেকে প্রকাশ্য অর্থও নেয়া যায়। সেই মোতাবেক ইবনু ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত (উপরোক্ত) হাদীছটি প্রাধান্য পাবে বিশুদ্ধতার কারণে এবং এথেকে প্রকাশ পায় যে, মুসলিম জাতির সময়কাল প্রায় দিনের এক পঞ্চমাংশ'।[১১] তিনি আরো স্পষ্টভাষায় বলেন, وَتَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الْإِشَارَةَ إِلَى قِصَرِ الْمُدَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ مِنَ الدُّنْيَا 'অত্র হাদীছ দুনিয়ার অবশিষ্টভাগের স্বল্প মেয়াদের ইঙ্গিত বহন করে'।[১২]

(৪) জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على الألف ولاتبلغ الزيادة خمسمائة أصلا 'হাদীছ সমূহ যা প্রমাণ করে তা হ'ল এই যে, এই উম্মতের বয়স এক হাযারের উপরে তবে পনেরশ' বছরের বেশী কখনো নয়'।[১৩]

পর্যালোচনা : সুয়ূতী যে সকল বর্ণনার ভিত্তিতে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তার কিছু জাল ও কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা। সেই সাথে তা বাস্তবতারও বিরোধী। শায়খ আলবানী (রহঃ) যথার্থই বলেছেন যে, '..বাস্তবতা এ সকল হাদীছ সমূহের অসারতা প্রমাণ করে। ইমাম সুয়ূতী তাঁর রিসালায় উল্লিখিত হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছের (যার অধিকাংশই দুর্বল) উপর

৭. *ফাৎহুল বারী ৪/৩৪৪।*
৮. *ফাৎহুলবারী ৪/৩৩৮, হা/৫৫৭-এর আলোচনা।*
৯. *ফাৎহুল বারী ২/৩৯, হা/৫৫৭-এর আলোচনা।*
১০. *ফাৎহুল বারী ৪/৪৪৯; উমদাতুল ক্বারী ১২/৯০; হাশিয়াতুস সিন্দীতে একই কথা উল্লেখ করা হয়েছে।*
১১. *ফাৎহুল বারী ১১/৩৫১ হা/৬১৪০-এর আলোচনা।*
১২. *ফাৎহুল বারী ৪/৪৪৮ হা/২১৫১-এর আলোচনা।*
১৩. *রিসালাতুল কাশফ ফী মুজাওয়াযাতে হাযিহিল উম্মাহ, পৃ. ২০৬; আল-হাবী লিল ফৎওয়া ২/১০৪।*

ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন যে, এই উম্মতের বয়স এক হাযার বছরের ঊর্ধ্বে। তবে তা অতিরিক্ত আরও পাঁচশত বছরের বেশী হবে না। আর লোকেরা পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়ের পর ১২০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবে! এ সম্পর্কে আমরা বলব যে, এখন আমরা ১৩৯১ হিজরীতে (শায়খ আলবানীর সময়কার হিজরী সাল)। অর্থাৎ পাঁচশত বছর পূর্ণ হ'তে আর মাত্র ১০৯ বছর বাকি। সুয়ূতীর বক্তব্য মতে, আমাদের এই বছর থেকে আরও ১১ বছর পূর্বেই সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার কথা। অথচ এখনও তা হয়নি। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন কখন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। আর এটি কি করে সম্ভব যে, মানুষ এমন সময় নির্ধারণ করে দিবে যাতে ক্বিয়ামতের সময়কাল নির্দিষ্ট হয়ে যায়? এটি আল্লাহ তা'আলার বাণীর বিপরীত যাতে ক্বিয়ামত হঠাৎ করে আসার কথা বলা হয়েছে। এরপর তিনি সূরা আ'রাফের ১৮৭ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন।[১৪]

(৫) কাযী ইয়ায বলেন, أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة 'এই হাদীছে শব্দসমূহের ভিন্নতা ছাড়াও ক্বিয়ামত ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাঝে সময়ের স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে'।[১৫]

সারকথা :

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছদ্বয় পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ্র বয়স সম্পর্কে সেখানে সুনির্দিষ্ট কোন সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। এতদসত্ত্বেও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী এই মেয়াদ ১০০০ বছরের ঊর্ধ্বে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী সর্বনিম্ন ১০০০ বছরের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ বেঁধে দিয়েছেন ১৫০০ বছর।

এই সূত্র ধরেই মিসরীয় লেখক আমীন মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন হিসাব কষেছেন এভাবে যে, হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক যেহেতু অর্ধেক দিন ইহূদীদের, সুতরাং তা দুই হাযার বছরের বেশী বা ২১শ' বছর। অপরদিকে মুসলিম ও খৃষ্টানদের সম্মিলিত বয়স অর্ধদিবস তথা ২ হাযার বছরের বেশী বা ২১শ' বছর। আর খৃষ্টানদের বয়স ৬০০ বছর। যেমনটি সালমান ফারেসী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّمائَة سَنَة 'ঈসা এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মধ্যে ছয়শ' বছরের ব্যবধান ছিল'।[১৬] সুতরাং মুসলিম উম্মাহ্র বয়স ২১০০-৬০০= ১৫০০ বছর। সব মিলিয়ে আনুমানিক ১৪০০ বছর বা তার কিছু বেশী হবে মুসলিম উম্মাহ্র বয়স। তিনি ১৪১৭ সনে উক্ত মন্তব্যটি করেন। তারপর আরও ২২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

কেউ কেউ উক্ত এক হাযার বছরের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত পাঁচশত বছর বোনাস হিসাবে মুসলিম উম্মাহ্র মোট বয়স ১৫০০ বছর হিসাব করেছেন। অতিরিক্ত পাঁচশত বছরের হাদীছটি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِّى لأَرْجُو أَنْ لاَ تُعْجِزَ أُمَّتِى عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ. قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ 'আমি আশা করি, আমার উম্মত তার প্রতিপালকের নিকট অক্ষম হবে না যে, তিনি তাদেরকে অর্ধ দিবসে (ক্বিয়ামতের) অবকাশ দান করবেন'। তখন সা'দ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় 'অর্ধ দিবস' কত সময়? তিনি বলেন, এর অর্থ পাঁচশত বছর'।[১৭]

উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে। **প্রথমত :** হাফেয ইবনু হাজার, আহমাদ শাকের ও শু'আইব আরনাঊত্ব বর্ণনাটিতে ইনকিত্বা' থাকায় যঈফ বলেছেন।[১৮] **দ্বিতীয়ত :** আলবানীর দৃষ্টিতে হাদীছটি ছহীহ[১৯] হ'লেও বর্ণনাটি ক্বিয়ামত সংক্রান্ত কি-না এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে 'আওন বলেন, অর্থাৎ আমার উম্মতের ধনীরা অগ্রগামী দরিদ্র মুসলিমদের সাথে ৫০০ বছরের মধ্যে মিলিত হ'তে অপারগ হবে না।[২০] আর এই বর্ণনার সপক্ষে ছহীহ হাদীছও রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম দরিদ্ররা তাদের ধনীদের অর্ধদিবস পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হ'ল পাঁচশ' বছর'।[২১] ছাহেবে 'আওন আরো বলেন, জেনে রেখ! 'আলক্বামী ও জামে' ছাগীরের ব্যাখ্যাকারগণ এমন ব্যাখ্যাই করেছেন। তবে হাদীছটি ক্বিয়ামতের বিষয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।[২২] হাফেয ইবনু হাজার বলেন, 'মাছাবীহ্র কিছু ব্যাখ্যাকার উক্ত হাদীছটিকে ক্বিয়ামতের দিনের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লামা ত্বীবী সেটিকে জাল মন্তব্য করে সঠিক কাজ করেছেন'।[২৩] অতএব এ হাদীছটি দলীলযোগ্য নয়।

মোটকথা এটাই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহ্র সুনির্দিষ্ট মেয়াদকাল সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বিবরণ নেই। আর যে সকল ওলামায়ে কেরাম মুসলিম উম্মাহ্র বয়স এক হাযার বা দেড় হাযার

---

১৪. *আলবানী, যঈফাহ হা/৩৬১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।* يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ *অনুবাদ: তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে ক্বিয়ামত কখন হবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় কেবল তিনিই প্রকাশ করে দিবেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সেটি হবে একটি ভয়ংকর বিষয়। যা তোমাদের নিকটে আসবে আকস্মিকভাবে। তারা তোমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যেন তুমি এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত! বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (আ'রাফ ১৮৭)।*

১৫. *ফাৎহুলবারী ১১/৩৪৯; তোহফা ৬/৩৮১।*

১৬. *বুখারী হা/৩৯৪৮; হাকেম হা/৪১৭২।*

১৭. *আহমাদ হা/১৪৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৩৫০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯৬৭; মিশকাত হা/৫৫১৪; ছহীহাহ হা/১৬৬৩; ছহীহুল জামে' হা/২৪৮১।*

১৮. *আবুদাঊদ হা/৪৩৫০-এর আলোচনা' ও আহমাদ হা/১৪৬৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ফাৎহুলবারী ১১/৩৫১।*

১৯. *ছহীহাহ হা/১৬৪৩; ছহীহুল জামে' হা/২৪৮১।*

২০. *'আওনুল মা'বূদ ১১/৩৪১, হা/৪৩৫০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

২১. *ইবনু মাজাহ হা/৪১২২; মিশকাত হা/৫২৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৮৯।*

২২. *'আওনুল মা'বূদ ১১/৩৪১।*

২৩. *ফাৎহুল বারী ১১/৩৫২।*

বলেছেন, তা নিতান্তই আনুমানিক হিসাব, যার কোন সুনিশ্চিত ভিত্তি নেই।

সুতরাং কাযী ইয়াযের মন্তব্যই এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, এ সকল হাদীছগুলি মূলতঃ ক্বিয়ামত আসন্ন- এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে। আর সে কারণেই রাসূল (ছাঃ), ছাহাবীগণ ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম ক্বিয়ামতের ভয়ে সর্বদা শংকিত থাকতেন। সেজন্য আমাদেরকেও সর্বদা ক্বিয়ামত সংঘটনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদকাল নির্ধারণ করে নেয়া একেবারেই অগ্রহণীয় এবং বিভ্রান্তিকরও বটে।

পৃথিবীর বয়স কি সাত হাযার বছর? এ বিষয়ে কিছু হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জারীর ত্বাবারী পৃথিবীর বয়সের শিরোনাম উল্লেখ করে বলেন, اخْتَلَفَ السَّلَفُ قبلنا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْ ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْرُ جَمِيْعِ ذَلِكَ سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ. وَقَالَ آخَرُوْنَ: قَدْرُ جَمِيعِ ذَلِكَ ستَّةُ آلاف سَنَةٍ– ‘পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তাদের কেউ বলেন, পৃথিবীর সমগ্র সময়কাল হ’ল সাত হাযার বছর। অন্য আরেক দল মনে করেন, ছয় হাযার বছর।[২৪] এরপর তিনি কিছু হাদীছ ও আছার নিয়ে এসেছেন যার কোনটি ভিত্তিহীন, কোনটি জাল ও যঈফ আবার কোনটি ইসরাঈলী বর্ণনা। যেমন-

১. ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, الدُّنْيَا جُمُعَةٌ مِنْ جُمَعِ الْآخِرَةِ سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَقَدْ مَضَى ستَّةُ آلَافٍ وَمِائَةُ سَنَةٍ– ‘দুনিয়া হ’ল আখেরাতের জুম‘আ সমূহের মধ্যে একটি জুম‘আর সমতুল্য। আর তা হ’ল সাত হাযার বছর। এর মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে ছয় হাযার একশ’ বছর।[২৫]

পর্যালোচনা : বর্ণনাটি ইবনু আব্বাস ও সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে বিভিন্ন তাফসীর ও ইতিহাসের গ্রন্থে থাকলেও তা যঈফ হওয়ায় পরিত্যাজ্য। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর সনদকে যঈফ আখ্যায়িত করে বলেন, ‘বর্ণনাটি ইয়াহ্ইয়া বিন ই‘য়াকূবের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যাকে ইমাম বুখারী মুনকিরুল হাদীছ বলেছেন’।[২৬] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) দুনিয়া সাত হাযার বছরের বর্ণনাটি উপস্থাপনের পর বলেন, ‘এটি ডাহা মিথ্যা। কেননা যদি এটি সত্য হ’ত তাহ’লে প্রত্যেকে জানত যে, ক্বিয়ামত হ’তে আর দু’শত একান্ন বছর অবশিষ্ট রয়েছে যা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী’।[২৭]

২. যাহহাক বিন যিম্‌ল আল-জুহানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ... فَإِذَا أَنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مِنْبَرٍ فِيهِ سَبْعَ دَرَجَاتٍ، وَأَنْتَ فِي أَعْلَاهَا دَرَجَةً،... وَأَمَّا الْمِنْبَرُ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ سَبْعَ دَرَجَاتٍ وَأَنَا فِي أَعْلَى دَرَجَةٍ، فَالدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَأَنَا فِي آخِرِهَا أَلْفًا– ‘রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতের পর ছাহাবীদেরকে তাদের রাতে দেখা স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম... হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একটি মিম্বারের উপর আছেন যার সাতটি স্তর ছিল। আর আপনি সর্বোচ্চ স্তরে আরোহন করেছেন।... এর ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর অর্থ হ’ল দুনিয়ার বয়স সাত হাযার বছর আর আমি সপ্তম সহস্রাব্দে পদার্পণ করছি’।[২৮]

পর্যালোচনা : বর্ণনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে থাকলেও মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে তা অগ্রহণযোগ্য। বায়হাক্বী বলেন, এর সনদে দুর্বলতা আছে। ইবনু সাকান বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যিমল থেকে অজ্ঞাত সনদে দুনিয়া সাত হাযার বছরের হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি কোন পরিচিত ছাহাবী নন। এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। তার থেকে অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে হিব্বান বলেন যে, তিনি ছাহাবী। কিন্তু তার সনদে বর্ণিত কোন হাদীছের উপর আমি নির্ভর করি না।[২৯] যাহাবী তাকে তাবেঈ বলেছেন এবং হাদীছ মুরসাল করার দোষে দোষী বলেছেন।[৩০] ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ‘তিনি নির্ভরযোগ্য নন’ *(মীযান ৪/১০০)*। এর সনদে সুলায়মান বিন আত্বা নামে আরেকজন রাবী আছেন, যিনি সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ।[৩১] শায়খ আলবানী বর্ণনাটিকে ‘জাল’ বলেছেন।[৩২]

৩. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ مُدَّةُ الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا نُعَذَّبُ بِكُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا يَوْمًا وَاحِدًا فِي النَّارِ، وَإِنَّمَا هِيَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، ثُمَّ يَنْقَطِعُ الْعَذَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: وَقَالُوا: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ– ‘ইহূদীরা বলত, পৃথিবীর মেয়াদকাল সাত হাযার বছর। পৃথিবীর দিনসমূহের তুলনায় প্রতি হাযারে আমাদেরকে একদিন জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা নির্দিষ্ট সাতদিন। এরপর শাস্তি মওকূফ হয়ে যাবে। এর প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন, ‘আর তারা বলে, আমাদের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না’...।[৩৩]

পর্যলোচনা : হাফেয ইবনু হাজারের দৃষ্টিতে এর সনদ হাসান হ’লেও বর্ণনাটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) ইহূদীদের নিকট থেকে শ্রবণ করায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৪] কারণ কোন ইসরাঈলী

২৪. *তারীখু ত্বাবারী ১/১০।*
২৫. *তারীখু ত্বাবারী ১/১০, ১৬ ; ইবনু আবী হাতেম হা/১৩৯৮৭, ১৮৪৩৪; শাওকানী, ফাৎহুল কাদীর ৩/৫৪৫; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/২৬৪৪।*
২৬. *ফাৎহুলবারী ১১/৩৫০-৩৫১।*
২৭. *আল-মানারুল মুনীফ ১/৮০।*
২৮. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮১৪৬; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১১৭৭২; বায়হাকী, দালায়েলুল নবুঅত হা/২৯৬০; সুহায়লী, আর-রওযুল উনুফ ৪/২৩০।*
২৯. *আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৪১৮৪, ৪৭০৩, ৪/৮৪; বিস্তারিত দ্রঃ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ, আল মুদাওয়া লি-ইলালিল জামে‘ ৪/৬০, হা/৪২৭৮।*
৩০. *আল-মুগনী ১/৩৩৯; সাখাভী, আল-আজওয়াবাতুল মুরযিয়াহ ৩/৯৩৭।*
৩১. *তাহযীবুত তাহযীব ৪/১৮৫।*
৩২. *যঈফুল জামে‘ হা/৩০১৩; বিস্তারিত, রওযাতুল মুহাদ্দিছীন ৬/৩৭৩।*
৩৩. *বাকারাহ ১/৮০; মুজামুল কাবীর হা/১১১৬০; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১০৮৩৬; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/২১৯৪; সুহায়লী, আর-রওযুল উনুফ ৪/২৩০; বর্ণনাটি বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থেও রয়েছে।*
৩৪. *ফাৎহুল বারী ১০/২৪৬।*

বর্ণনা দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া এর সনদে মুহাম্মাদ বিন আবুবকর নামে একজন রাবী আছেন যাকে যাহাবী ও হাফেয ইবনু হাজার মাজহূল বা অজ্ঞাত বলেছেন। সর্বোপরি শায়খ আলবানী বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন।[৩৫]

৪. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন জনৈক নওমুসলিম আহলে কিতাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إن الله تَعَالَى خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْضَ فِي ستَّة أَيَّام، {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْف سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ} وَجَعَلَ أَجَلَ الدُّنْيَا ستَّة أَيَّام، وَجَعَلَ السَّاعَةَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْف سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ}، فَقَدْ مَضَتِ السِّتَّةُ الْأَيَّامُ، وَأَنْتُمْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি দুনিয়ার বয়স ছয় দিন নির্ধারণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত সপ্তম দিনে ধার্য করেছেন। ‘তোমার প্রতিপালকের কাছে একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার বছরের সমান’ *(হজ্জ ২২/৪৭)*। এর মধ্যে ছয় দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং তোমরা সপ্তম দিনে অবস্থান করছ।[৩৬]

পর্যালোচনা : এটি ইসরাঈলী বর্ণনা, যা ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৭]

৫. ওছমান বিন যায়দাহ হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ كُرْزٌ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَة، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تُرِيحُ نَفْسَكَ سَاعَةً؟ فَقَالَ: كَمْ بَلَغَكُمْ عُمُرُ الدُّنْيَا؟ قَالُوا: سَبْعَةُ آلَاف سَنَة. قَالَ: فَكَمْ بَلَغَكُمْ مِقْدَارُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوا: خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة. قَالَ: أَفَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ سُبْعَ يَوْمٍ حَتَّى يَأْمَنَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ ‘কুরয ইবাদতে মশগূল থাকতেন। তাকে বলা হ’ল, আপনি কি কিছু সময় নিজেকে বিশ্রাম দিবেন না? তিনি বললেন, পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে তোমাদের নিকট কি সংবাদ পৌঁছেছে? তারা বলল, সাত হাযার বছর। তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিনের পরিমাণ সম্পর্কে কি সংবাদ পেয়েছ? তারা বলল, পঞ্চাশ হাযার বছর। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দিনের এক সপ্তাংশ সময় আমল করতে সক্ষম হবে, যাতে সে ঐ দিনে নিরাপত্তা লাভ করবে?’।[৩৮]

পর্যালোচনা : এই বর্ণনাটি কুরয বিন আলকামা নামক একজন অপ্রসিদ্ধ ছাহাবীর বর্ণনা, যার কোন হাদীছ কুতুবে সিত্তাহ্র মধ্যে নেই।[৩৯] এই বর্ণনাটির তরজমাতুল বাবে সাখাভী বলেন, ولا يصح بل كل ما ورد مما فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين فاما أن يكون لا أصل له أو لا يثبت إسناده ‘বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। বরং ক্বিয়ামতের সময় নির্দিষ্ট করে যত বর্ণনা রয়েছে সেগুলো হয় ভিত্তিহীন নতুবা সনদ সাব্যস্ত হয়নি’।[৪০]

৬. আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُسْلِمِ فِي اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ عُمُرَ الدُّنْيَا سَبْعَةَ آلَاف سَنَة، صِيَامُ نَهَارِه وَقِيَامُ لَيْلِه ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমানের কোন প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার আমলনামায় পৃথিবীর বয়স সাত হাযার বছরের সমপরিমাণ দিনে ছিয়াম ও রাতে ক্বিয়াম করার ছওয়াব লিখে দিবেন’।[৪১]

পর্যালোচনা : বর্ণনাটির সনদ ছহীহ নয়। এর সনদে আবু হাশেম উবল্লী নামে একজন মুনকিরুল হাদীছ, কারো মতে মাতরূকুল হাদীছ রাবী রয়েছেন। যিনি সকল মুহাদ্দিছের নিকট অত্যন্ত যঈফ।[৪২] এছাড়া এর সনদে হুসাইন বিন দাঊদ বালখী নামে আরেক দুর্বল রাবী রয়েছেন।[৪৩] খত্বীব বাগদাদী বলেন, ‘হুসাইন বিন দাঊদ ছিক্বাহ নন। তার বর্ণিত হাদীছ জাল’।[৪৪]

৭. আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, عُمْرُ الدُّنْيَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَة قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْف سَنَة مِمَّا تَعُدُّوْنَ) আখেরাতের দিনগুলোর তুলনায় পৃথিবীর বয়স সাত দিন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমার প্রতিপালকের নিকট একটি দিন তোমাদের গণনার এক হাযার বছরের সমান’।[৪৫]

পর্যালোচনা : উক্ত বর্ণনাটি জাল। উক্ত বর্ণনায় ‘আলা বিন যায়দ/যায়দাল নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন যিনি হাদীছ জাল করার দোষে অভিযুক্ত। সকল মুহাদ্দিছ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৪৬] শায়খ আলবানীও বর্ণনাটিকে জাল বলেছেন।[৪৭]

৮. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة لمن عمل الْكَبَائِر من أمتي ثمَّ مَاتُوا عَلَيْهَا فهم فِي الْبَاب الأول من جَهَنَّم لَا تسود وُجُوههم وَلَا تزرق أَعينهم وَلَا يغلون بالأغلال وَلَا يقرنون مَعَ الشَّيَاطِين وَلَا يضْرَبُونَ بالمقامع وَلَا يطرحون فِي الأدراك مِنْهُم من يمْكث فِيهَا سَاعَة وَمِنْهُم من يمْكث يَوْمًا ثمَّ يخرج وَمِنْهُم من

---

৩৫. *যঈফাহ হা/৩৬১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
৩৬. *তাফসীরে ইবনু আবী হাতেম হা/১৩৯৮৮; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/৪৪০; তারীখুল খামীস ১/৩৪; দুররুল মানছূর ৬/৬৩।*
৩৭. *ড. আবু শাহবাহ, আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মওযূ‘আত ১/৩৬৫-৩৬৬।*
৩৮. *আল-মুজালাসা হা/৯১৭; সাখাভী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/১২৪৩; সুয়ূতী, আল-হাভী লিল ফাতাওয়া ২/১০৭; ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ৭/৬৯।*
৩৯. *আহমাদ হা/১৫৯১৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/১২৪৩, ১/৬৩৯; কাশফুল খাফা হা/২৭৯৯, ২/৩১৪।*
৪০. *আল মাক্বাছিদুল হাসানাহ হা/১২৪৩, ১/৬৯৩; ইসমাঈল আজলূনী, কাশফুল খাফা, ২/৩১৪।*
৪১. *ইবনু আসাকির ২৩/১৩৩; আল-হাভী ২/১০৫।*
৪২. *যঈফাহ হা/৩৬১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
৪৩. *নাবীল বিন মানছর, আনীসুস সারী ৪/৩১১০।*
৪৪. *কানযুল উম্মাল হা/১৬৪৫৯।*
৪৫. *হজ্জ ২২/৪৭)-(তারীখে জুরজান ১/১৪০; ফালাকী, আল-ফাওয়ায়েদ ১/৮৮ ; আল-হাভী ২/১০৫।*
৪৬. *ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ‘আত ৩/২৪৩; আনীসুস সারী ৪/৩১১০।*
৪৭. *যঈফাহ হা/৩৬১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৮/১০১।*

يَمْكُث شهرا ثمَّ يخرج وَمِنْهُم من يَمْكُث فِيهَا سنة ثمَّ يخرج وأطولهم مكثاً فِيهَا مثل الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْم خلقت إِلَى يَوْم أفنيت وَذَلِكَ سَبْعَة آلَاف سنة...-

'শাফা'আত কেবলমাত্র আমার উম্মতের যারা কবীরা গুনাহের উপর মারা গেছে তাদের জন্য হবে। তারা জাহান্নামের প্রথম দরজায় থাকবে। তাদের মুখমণ্ডল কালো হবে না, তাদের চোখ সবুজ হবে না, তাদেরকে বেড়ী পরানো হবে না, তাদেরকে শয়তানদের সাথে মিলিত করা হবে না, তাদেরকে লৌহ-মুগুর দ্বারা পিটানো হবে না এবং জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে না। সেখানে তাদের কেউ এক ঘণ্টা অবস্থান করবে, কেউ একদিন অবস্থান করে মুক্তি পাবে, কেউ একমাস অবস্থান করে মুক্তি পাবে এবং কেউ এক বছর অবস্থান করার পর মুক্তি পাবে। আর সর্বোচ্চ অবস্থান হবে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ধ্বংস হওয়ার সময় পরিমাণ। আর তা হ'ল সাত হাযার বছর...'।[৪৮]

পর্যালোচনা : প্রথমত বর্ণনাটি জাল।[৪৯] এর সনদে তিনজন দুর্বল রাবী আছেন। লায়ছ বিন সুলাইম জমহূর ওলামায়ে কেরামের নিকট যঈফ। ইয়া'লা/মু'লা বিন হিলাল ও ছালেহ বিন আহমাদ অপরিচিত রাবী।[৫০] হাফেয ইরাকী এর সনদকে যঈফ বলেছেন।[৫১] শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি জাল হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হ'ল তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। কারণ বর্ণনাটিতে বলা হয়েছে তাদের মুখমণ্ডল কালো হবে না। অথচ আল্লাহ বলেন, কালো হবে *(আলে ইমরান ৩/১০৬)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হ'তে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হ'তে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে...।[৫২]

৯. ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, الدّنْيَا سَبْعَةُ أَيّامٍ كُلّ يَوْمٍ أَلْفُ سَنَة وَبُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْهَا 'দুনিয়া সাতদিন। প্রতিদিন এক হাজার বছরের সমান। আর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে এর শেষদিনে'।[৫৩]

পর্যালোচনা : হাদীছটি শায়খ আলবানী রাসূলের নামে জাল বলে উল্লেখ করলেও তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আছার হিসাবে ছহীহ বলেছেন যেমনটি সুহায়লীও বলেছেন।[৫৪] কিন্তু ক্বিয়ামতের সময়সীমার ব্যাপারে এখান থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না। যেমন তিনি বলেন,

وَفِي الْاسْتِدْلَال به عَلَى صِحَّة الْحَدِيْث نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوْفٌ، ومن المحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه من بعض مسلمة أهل الكتاب، بل هذا هو الظاهر من بعض الطرق عنه

'হাদীছটির বিশুদ্ধতা মেনে নিলেও তা দলীলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। কারণ তা মওকূফ। তাছাড়া হ'তে পারে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) আহলে কিতাবী মুসলমানদের থেকে (ইসরাঈলী বর্ণনা) গ্রহণ করেছেন। বরং তাঁর থেকে বর্ণিত কোন কোন সূত্র থেকে সেটিই স্পষ্ট হয়। যেমন একটি বর্ণনায় এসেছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

أَنَّ يَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ هَذه الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَاف سَنَة، وَإِنَّمَا نُعَذَّبُ لِكُلِّ أَلْف سَنَة يَوْمًا فِي النَّار وَإِنَّمَا هِيَ سَبْعَةُ أَيَّام مَعْدُودَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) إِلَى قَوْله (فِيهَا خَالِدُونَ)-

'ইহূদীরা বলে যে, এই দুনিয়ার বয়স সাত হাযার বছর। আর প্রত্যেক হাযার বছরের জন্য আমাদেরকে জাহান্নামে একদিন শাস্তি দেওয়া হবে। আর এটি নির্দিষ্ট সাতদিন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, আর তারা বলে যে, (জাহান্নামের) আগুন আমাদের কখনোই স্পর্শ করবে না গণিত কয়েকটা দিন ব্যতীত....তারাই হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে *(বাক্বারাহ ২/৮০-৮১)*।[৫৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) যে ইহূদীদের থেকে শুনেছিলেন তা নিম্নের বর্ণনাটি থেকে আরো স্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَقُولُ: إِنَّمَا هَذه الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَاف سَنَة 'রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন ইহূদীরা বলত, এই দুনিয়া সাত হাযার বছরের' *(হাকেম হা/৪১৭১)*।[৫৬] এজন্য শায়খ আলবানী এই আছারের ব্যাখ্যায়

৪৮. *হাকীম তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উছূল ২/৩৬; ইবনু আবী হাতেম হা/১২৩২৮; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৪/৫২৬, সূরা হিজরের ২-৩ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ১/১৬৭৬।*
৪৯. *যঈফাহ হা/৫৩৮১।*
৫০. *নাবীল বিন মানছূর, আনীসুস সারী ৪/৩১১০।*
৫১. *তাখরীজু আহাদীছিল ইহইয়া হা/৪১৩৭, ৯/১৩৭; ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৫/৩১২।*
৫২. *বুখারী হা/২২; মুসলিম হা/১৮৪; মিশকাত হা/৫৫৮০।*
৫৩. *সুয়ূতী, আল-লাআ'লিল মাছনূ'আ ২/৩৬৯; সুহায়লী, আর-রওযুল উনুফ ৪/২৩৮; উমদাতুল ক্বারী ৫/৫২-৫৩।*
৫৪. *আর-রওযুল উনুফ ৪/২৩৮।*
৫৫. *যঈফাহ হা/৩৬১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
৫৬. *উল্লেখ্য যে, উক্ত আছারটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে জামে'আ ক্বাসেমিয়া নরসিংদী'র প্রধান মুহাদ্দিছ মুফতী কাযী ইবরাহীম পৃথিবীর মূল বয়স ৭০০০ উল্লেখ করেছেন এবং অপর বর্ণনায় উল্লেখিত ৫০০ বছর বোনাসসহ তা মোট ৭৫০০ বছর। তাঁর মতে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত পৃথিবীর বয়স ৬ হাযার বছর ধরে নিলে বাকি রয়েছে ১৫০০ বছর। এই ১৫০০ বছরের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে (১৪৩৮+মাক্কী জীবনের ১৩ বছর) ১৪৫১ বছর। অর্থাৎ মুসলিম জাতির বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে ১৪৫১ বছর। সুতরাং বাকী রয়েছে আর ৪৯ বছর। যেহেতু অন্য হাদীছের বর্ণনামতে, ইমাম মাহদী ৭ বছর এবং ঈসা (আঃ) ৪০ বছর পৃথিবী শাসন করবেন। সুতরাং এই ৪৭ বছর বাদ দিলে থাকে (৪৯-৪৭) ২ বছর। অতএব তার মতে, ২০১৯/২০২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ইমাম মাহদীর আগমন ঘটতে পারে। এমনকি তিনি সম্প্রতি ঘোড়সওয়ার পরিবেষ্টিত এবং দাঁড়ি ছাটা অবস্থায় ইমাম মাহদীকে স্বপ্নে দেখেছেন বলেও দাবী করেছেন!- লেখক।*

ইমাম সুয়ূতীর মুসলিম উম্মাহ্র বয়স ১৫০০ বছর নির্ধারণ মতবাদের চরম বিরোধিতা করেছেন।[৫৭]

সারকথা : রাসূল (ছাঃ) থেকে পৃথিবীর বয়সসীমা প্রসঙ্গে একটিও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আছারটি ছহীহ হ'লেও ইসরাঈলী সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় তা দলীলযোগ্য নয়। সুতরাং পৃথিবীর বয়স নির্দিষ্টভাবে সাত হাযার বছর বলে উল্লেখ করা জায়েয হবে না। কারণ পৃথিবীর বয়স সাত হাযার বছর নির্দিষ্ট করলে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ সবার জানা হয়ে যাবে। যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ– 'গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি। আল্লাহ ব্যতীত যা কেউ জানে না। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করেন'।[৫৮] আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ 'আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না' *(আন'আম ৬/৫৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই পাঁচটি বস্তু আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। এগুলি জানে না কোন নিকটবর্তী ফেরেশতা বা জানেন না কোন প্রেরিত নবী। অতএব যে ব্যক্তি এগুলির কিছু অংশ জানে বলে দাবী করবে, সে ব্যক্তি কুরআনকে অস্বীকার করবে। কেননা কুরআন তার বিপরীত বলেছে' *(কুরতুবী)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على التعيين؛ لا يثبت إسناده 'যে সকল হাদীছে নির্দিষ্ট করে ক্বিয়ামতের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে, তার কোনটিই ছহীহ সনদে প্রমাণিত হয়নি'।[৫৯]

সেজন্য ইবনু রজব হাম্বলী সকল মতামত উল্লেখ করার পর বলেন, وما يذكر في ذلك فأنما هو ظنون لا تفيد علماً. 'এ ব্যাপারে যা বলা হয়ে থাকে তার সবই ধারণা প্রসূত, কোন স্পষ্ট জ্ঞান নয়'।[৬০]

হাফেয ইবনু হাজার পৃথিবীর মেয়াদ নির্ধারণের প্রতিবাদ করে বলেন, وَقَد انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ مُنْذُ عَهْد عِيَاض إِلَى هَذَا الْحِين ثَلَاثمِائَة سنة وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ قِيلَ الْوُسْطَى تَزِيدُ عَلَى السَّبَّابَة نصْفَ سبعها وَكَذَلِكَ الْبَاقِي من الدُّنْيَا منَ الْبَعْثَة إِلَى قِيَام السَّاعَة قَالَ وَهَذَا بَعِيدٌ وَلَا يُعْلَمُ مقْدَارُ الدُّنْيَا... فَالصَّوَابُ الْإِعْرَاضُ عَنْ ذَلِكَ 'কাযী ইয়াযের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরো তিনশত বছর যোগ হয়েছে। ইবনুল 'আরাবী বলেন, বলা হয়েছে, মধ্যমা অঙ্গুলী শাহাদাত অঙ্গুলী অপেক্ষা এক সপ্তাংশের অর্ধেক বেশী। অনুরূপ রাসূলের প্রেরণ থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্য দুনিয়া অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি বলেন, এটি বহু দূরের কথা। পৃথিবীর বয়সসীমা অজ্ঞাত বিষয়।...এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়াই সঠিক।[৬১]

ত্বাবারী ও সুহায়লীসহ অন্যান্যদের হুরূফে মুকাত্ত্বা'আতের ব্যাখ্যায় ক্বিয়ামতের দিন ধার্য করার প্রতিবাদ করে হানাফী বিদ্বান আল্লামা আলূসী বলেন, ومن أعجب ما رأيت ما زعمه بعض الإسلاميين من أن الساعة تقوم بعد ألف وأربعمائة وسبع سنين 'বড় বিস্ময়কর একটি ব্যাপার যে, আমি কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদকে দাবী তুলতে দেখেছি চৌদ্দশ' সাত বছর পর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে'![৬২]

আল্লামা ছান'আনী বলেন, اعلم أن مقدار الدنيا لا يعمله إلا الله، ولم يرد نص من كتاب ولا سنة في بيان ذلك، ووردت أحاديث وآثار ما لا يحصل بها جزم بأنه مقدار معين 'জেনে রেখ, পৃথিবীর বয়সসীমা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। এ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাতে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে বেশ কিছু হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্দিষ্ট সময়সীমার জ্ঞান অর্জিত হয় না।[৬৩]

আবুল ফয়েয আল-গুমারী (১৯০১-১৯৬০) বলেন,

وكذا كل حديث فيه (الدنيا سبعة آلاف سنة) وإنما ذلك مأخوذ من الإسرائيليات وعن أهل الكتاب، أخذه الضعفاء فركبوا له الأسانيد ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

'অনুরূপ প্রত্যেকটি হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে- 'দুনিয়ার বয়স সাত হাযার বছর'- সেগুলো ইসরাঈলিয়াত এবং আহলে কিতাবদের থেকে গৃহীত বর্ণনা। যঈফ বর্ণনাকারীরা এগুলো গ্রহণ করে সনদ জুড়ে দিয়েছে এবং তা রাসূলের নামে চালিয়ে দিয়েছে।[৬৪]

---

৫৭. *যঈফাহ হা/৩৬১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
৫৮. *বুখারী হা/৪৬২৭।*
৫৯. *যঈফাহ হা/৩৬১১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
৬০. *ফাৎহুল বারী ৪/৩৪৪।*
৬১. *ফাৎহুল বারী ১১/৩৫০।*
৬২. *তাফসীর রূহুল মা'আনী ১৩/২১০।*
৬৩. *রিসালাহ শরীফাহ ৩০ পৃষ্ঠা।*
৬৪. *আল-মুদাওয়া লি-ইলালিল জামে'ইছ ছগীর ৪/৬০-৬১, হা/৪২৭৮/১৮০২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

উপসংহার : ক্বিয়ামত আসন্ন- এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। মুসলিম উম্মাহ্র সময়কাল শেষের পথে সে ব্যাপারেও কোন বিতর্ক নেই। বরং ক্বিয়ামতকে নিকটবর্তী মনে করা ছাহাবীগণের আদর্শ। কারণ তারা সূর্য গ্রহণ হ'লে ক্বিয়ামতের আশঙ্কা করতেন।[৬৫] আবার অনেক ছাহাবী ইবনু ছাইয়াদকে নিশ্চিত দাজ্জাল মনে করতেন।[৬৬] যদিও দাজ্জাল এখনো আসেনি। কিন্তু তাই বলে ক্বিয়ামতের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা মোটেও জায়েয হবে না। আর এটা এজন্যই যে, আল্লাহ তা'আলা এই জ্ঞান নিজের কাছে রেখেছেন। যাতে করে প্রত্যেক ব্যক্তি আমলের প্রতি ধাবিত হয় এবং আল্লাহ তার প্রতিদান দিতে পারেন *(ত্ব-হা ২০/১৫)*।

তিনি বলেন, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না? অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, দিনের বেলা খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় তাদের উপর আমাদের শাস্তি আপতিত হবে না? তারা কি তাহ'লে আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় কেবল তারাই যাদের ধ্বংস আসন্ন হয় *(আ'রাফ ৭/৯৭-৯৯)*।

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম যারা এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন সেগুলো তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা মাত্র। সেগুলো অহী নয় যে, বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং ঈমানদারদের জন্য কর্তব্য হ'ল ক্বিয়ামত অত্যাসন্ন ধরে নিয়ে আমল করে যাওয়া। ছাহাবীগণ যেমন ক্বিয়ামতের বড় আলামতগুলোকে নিকটতম মনে করে আমলের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হ'তেন, সেভাবে আমল করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি ক্বিয়ামত এসে যায় এবং তখন তোমাদের কারো হাতে একটি খেজুরের চারা থাকে, তবে ক্বিয়ামত হওয়ার আগেই তার পক্ষে সম্ভব হ'লে যেন চারাটি রোপণ করে।[৬৭] অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেকীর কাজ চালিয়ে যেতে হবে। স্মর্তব্য যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে উদিত হবে, তখন কোন নতুন আমলের মূল্য থাকবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছয়টি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সৎকাজে অগ্রবর্তী হও। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাববাতুল আরয-এর আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং বিশেষ বিপদ ও ব্যাপক বিপদ'।[৬৮]

অতএব নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নয় বরং আগামীকালই ক্বিয়ামত ধরে নিয়ে আমাদেরকে নিয়মিত আমল করে যেতে হবে এবং পরকালীন পাথেয় অর্জন করতে হবে'।[৬৯] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আঁধার রাতের মতো ফিৎনা আসার পূর্বেই তোমরা সৎ আমলের দিকে ধাবিত হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হ'লে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মুমিন হ'লে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করবে'।[৭০]

মনে রাখা ভাল যে, পৃথিবী ধ্বংস হওয়া এবং ইমাম মাহদী সম্পর্কে অতি বাড়াবাড়ি প্রচারণা বর্তমান যুগে পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ। শী'আরা সহ কাদিয়ানী, বাহাই, জঙ্গীবাদী দায়েশ এবং বাংলাদেশের বায়েজীদ খান পন্নী ও তার হিযবুত তাওহীদ, তুরস্কের আদনান ওকতার ওরফে হারূন ইয়াহইয়া ইত্যাদি যত বিভ্রান্ত দল ও ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে বর্তমান যুগে, তারা সকলেই ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর আক্বীদার শিকার। এদের অনেকে আবার নিজেকেই ইমাম মাহদী বলে দাবী করেন। তাছাড়া ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলমানদের দুর্বল অবস্থানের প্রেক্ষাপটে একদল মুসলমান পরাজিত মানসিকতা সম্পন্ন ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সেই প্রেক্ষাপট থেকে তারা ইমাম মাহদীতেই সমাধান খুঁজছে এবং তাঁর অপেক্ষাতে দিন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ও হঠকারিতা যেন আমাদের ঈমান-আক্বীদাকে ধ্বংস না করে ফেলে, সে ব্যাপারে হকপন্থী মুসলিম সমাজকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সঠিক আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৬৫. *বুখারী হা/১০৫৯; মুসলিম হা/৯১২; মিশকাত হা/১৪৮৪।*
৬৬. *বুখারী হা/৭৩৫৫; আবুদাঊদ হা/৪৩৩১।*
৬৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৭৯; আহমাদ হা/১২৯২৫; ছহীহাহ হা/০৯।*
৬৮. *মুসলিম হা/২৯৪৭; মিশকাত হা/৫৪৬৫।*
৬৯. *বুখারী হা/৬৫১১; মুসলিম হা/২৯৫২; মিশকাত হা/৫৫১২।*
৭০. *মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০ | গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫ | ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

অশ্লীলতার প্রসার ও সমাজে এর কুপ্রভাব

*রবীউল ইসলাম**

ভূমিকা : বর্তমানে বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে অশ্লীলতার সয়লাব চলছে। এর প্রভাবে সমাজ কলুষিত হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে যুবচরিত্র। দাম্পত্য জীবনেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, ঘটছে বিবাহ বিচ্ছেদ। তাই অশ্লীলতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যরূরী। যেসব মাধ্যমে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করছে তা প্রতিহত করাও একান্ত প্রয়োজন। আলোচ্য নিবন্ধে অশ্লীলতার প্রসার ও সমাজে এর কুপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

অশ্লীলতা ইসলামে নিষিদ্ধ : অশ্লীলতা মানব চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার। তাই এর নিকটবর্তী হ'তে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবে না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। অশ্লীলতার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। যা ইসলামে হারাম। এর কাছে যেতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩২)*।

অশ্লীলতার পরিচয় : অশ্লীলতার পরিচয় সম্পর্কে আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) আন-নিহায়াহ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, الفحش هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنى وكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال- 'অশ্লীলতা হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস, যা পাপ ও অবাধ্যতাকে বৃদ্ধি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ব্যভিচারের অর্থ দেয়। আর কথা ও কাজের মধ্যে প্রত্যেক মন্দ স্বভাবকে অশ্লীলতা বলে'।[১] 'আল-কামূস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, الفاحشة الزنى وما يشتد قبحه من الذنوب وكل ما نهى الله عز وجل عنه- 'অশ্লীলতা হচ্ছে ব্যভিচার এবং প্রত্যেক ঐ নিকৃষ্ট জিনিস যা পাপ বৃদ্ধি করে। আর আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রত্যেক বস্তু'।[২]

অশ্লীলতা প্রসারের মাধ্যম সমূহ : বিভিন্ন মাধ্যমে অশ্লীলতা প্রসার লাভ করে। তন্মধ্যে কয়েকটি মাধ্যম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. নেশাদার দ্রব্য পান : ধূমপান, মদ ও যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ- 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি থেকে বিরত হও। তাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি? *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*।

নেশাসক্তরা এসব সেবনের জন্য সদা মরিয়া হয়ে থাকে। যখন তা সংগ্রহ করতে না পারে তখন বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'তুমি মদ পান কর না। কেননা মদ সকল অনিষ্টের মূল'।[৩]

২. ইন্টারনেট : ইন্টারনেটের কল্যাণে ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদি মাধ্যমে পর্ণো ভিডিও ও কুরুচিপূর্ণ ছবি অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে বর্তমানে তরুণ-যুবকরা অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এসবের কারণে যুবক-তরুণদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। জড়িয়ে পড়ছে অবৈধ সম্পর্কে। অনেকে অবৈধ বিবাহে জড়াচ্ছে।

৩. পর্ণোগ্রাফী : বিশ্বের মোট ওয়েবসাইটের ১২ শতাংশ (৪.২ বিলিয়ন) হ'ল পর্ণোসাইট। ৬৫.৫ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী পর্ণো দেখে। ৪০০ মিলিয়ন ওয়েবসাইটের উপর করা জরিপ থেকে জানা যায়, প্রতি আটটি ক্লিকের একটি যৌন সাইট। এই খাতের আয়ও কম নয়। ২০১৫ সালে শুধু এই খাত থেকে আয় হয়েছে প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে শীর্ষে আমেরিকা (৪০ মিলিয়ন) যাদের প্রতি তিনজনের একজন মহিলা, ২য় ব্রাজিল, ৩য় পাকিস্তান ও ৪র্থ চীন।

বাংলাদেশেও পর্ণোর ব্যবসা কম নয়। জুলাই'১৩-তে প্রকাশিত বাসসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকার বিভিন্ন সাইবার ক্যাফেতে প্রতি মাসে ৩ কোটি টাকা মূল্যের পর্ণো ডাউনলোড করা হয়। এ সকল পর্ণোর ভিজিটরদের মধ্যে ৭৭ শতাংশই স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়ে! বর্তমানে নিঃসন্দেহে এই পরিমাণ অনেক বেশী। অতএব সাবধান!

(৩) গান বজনা : গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র অশ্লীলতার অন্যতম উৎস। কোন কোন গানে এমন কুরুচিপূর্ণ উত্তেজক কথা থাকে যাতে যুবক-যুবতীরা অবৈধ কর্মের প্রতি ধাবিত হয়। অনেকেই সময় কাটানো বা বিনোদনের জন্য টিভি-সিনেমায় নাচ-গান, মুভি ইত্যাদি দেখে থাকে, যা পরিবারে ও নিজেদের মধ্যে অশ্লীতা ছড়াতে ভূমিকা রাখছে।

---

* সহ-পরিচালক, সোনামণি।

১. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/৯৩, ৮/৩৮৩।

২. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/৯৩।

৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১; ছহীহহা হা/২৭৯৪; মিশকাত হা/৫৮০।

(৪) বিনোদন স্পট : বিভিন্ন বিনোদন স্পটে নির্বিঘ্নে কুকর্ম করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে দেদারসে চলে বেলেল্লাপনা যা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

(৫) সহশিক্ষা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষের সহ-শিক্ষা ও সহাবস্থানের ফলে প্রতিনিয়ত নানা দুর্ঘটনা ঘটছে। নবী (ছাঃ) বলেছেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারীরা আবরণীয় বস্তু। যখন সে বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে'।[৪]

যুবক-যুবতীদের সহাবস্থানের কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও অপহরণসহ নানাবিধ অপকর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। জরিপে দেখা গেছে, সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির ফলাফলের চেয়ে সহশিক্ষাবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলির ফলাফল অনেক ভাল। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী অল্প বয়সেই অবৈধ প্রেমে পড়ে নিজেদের শিক্ষা জলাঞ্জলী দেয়। এমনকি নিজেদের জীবনটা পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়।

(৬) মেয়েদের জন্য গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করা : বর্তমানে অশ্লীলতা প্রসারের আরেকটি অন্যতম কারণ হ'ল মেয়েদেরকে পুরুষ শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ানো। ফলে শয়তান তাদেরকে অন্যায়ের দিকে প্ররোচিত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَانُ 'নিশ্চয়ই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয় জন হবে শয়তান'।[৫]

(৭) নারী-পুরুষের অভিন্ন কর্মস্থল : নারী-পুরুষ যখন একই স্থানে চাকুরী করে, পাশাপাশি বসে দীর্ঘক্ষণ কাজ করে ও গল্প-গুজবে মত্ত হয়, তখন তাদের অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অত্যধিক সম্ভাবনা থাকে। কেননা আল্লাহ নারী-পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। একই কর্মস্থলে কাজ করার কারণে বর্তমানে অনেক নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। তারা সুন্দরী সহকর্মী বা সুদর্শন বসের খপ্পরে পড়ে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসছে। সেই সাথে পুলিশ, আর্মি, নৌ-বিমানসহ বিভিন্ন বাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ ও পুরুষের পোষাকে পিটি ও কর্তব্য পালনের কারণে পুরুষ সহকর্মী ও অন্যান্যরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নারী ট্রাফিকের দিকে তাকিয়ে পুরুষ গাড়ী চালক অসতর্ক হয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। বিভিন্ন বাহিনীর নারীরা তাদের সহকর্মীদের দ্বারা বিভিন্নভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।

(৮) বর্ষবরণ : বিধর্মী-বিজাতীয়দের আদলে বর্তমানে বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায় উপলক্ষে নানা কর্মকাণ্ড এদেশের যুবসমাজ পালন করে থাকে। যেখানে থাকে নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, উল্লম্ফন, গান-নাচ, বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতি নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা, আড্ডার নামে যুবক-যুবতীর অশ্লীল আস্ফালন ইত্যাদি। বাংলা নববর্ষের ও ইংরেজী বর্ষবিদায়ে (থার্টি ফাস্ট নাইটে), ভ্যালেন্টাইন ডে-তে (ভালবাসা দিবসে) অভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এসব উদযাপন যুবসমাজে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে। যা যেনায় লিপ্ত হওয়ার অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। হাযারো যুবতী এ রাতে বেরিয়ে পড়ে একাকী। অথচ আল্লাহ তাদেরকে গৃহে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িবে না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। পুরুষরাও এ নির্দেশের বাইরে নয়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*।

(৯) মাহরাম ছাড়া নারীদের একাকী সফর কর : বর্তমানে নারীদের একাকী সফরের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم 'মহিলারা মাহরাম ব্যতীত একদিন ও এক রাতের পথ সফর করবে না'।[৬] অশ্লীলতা বৃদ্ধির কারণ সমূহের মধ্যে নারীদের একাকী পথ চলা একটি অন্যতম কারণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারী হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু। যখন সে রাস্তায় বের হয় শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে'।[৭]

(১০) পর্দাহীনতা : পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে ভালভাবে আবৃত করা। আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। এখানে 'আল্লাহভীতির পোষাক' অর্থ যা দ্বারা বেহায়াপনা প্রকাশ না পায়। আসমা বিনতে আবুবকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাতলা পোষাক পরিধান করে আসলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হে আসমা! মহিলারা যখন ঋতুবর্তী হয় তখন দুই হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের অন্য কোন অঙ্গ দেখা বৈধ নয়'।[৮]

বর্তমানে নারীরা সংকীর্ণ পোষাক পরিধান করছে, পুরুষদের আকৃষ্ট করার জন্য। এটা অশ্লীলতা ছড়ানোর অন্যতম কারণ। এতে তারা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তৈরি হয় অবৈধ সম্পর্ক। যা তাদেরকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. তিরমিযী হা/১১৭৩; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৬৮৫; মিশকাত হা/৩১০৯।
৫. তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮।
৬. বুখারী হা/ ১০৮৮; মুসলিম হা/১৩৩৯; তিরমিযী হা/১১৭০ মিশকাত হা/২৫১৫।
৭. তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯।
৮. আবুদাউদ হা/৪১০৪৭; মিশকাত হা/৪৩৭২।

(১১) ভারতীয় ও অন্যান্য টিভি সিরিয়াল : ভারতের বাংলা সিরিয়াল ও নানা রিয়েলিটি শো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এসব অনুষ্ঠানের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংক্ষিপ্ত ও কুরুচিপূর্ণ পোষাক এদেশের নারীদের মধ্যে অনুকরণীয় হয়ে উঠছে। যা অশ্লীলতা ছড়ানোর মাধ্যম।

শিল্পচর্চা ও প্রতিভা বিকাশের নামে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলি আজকাল ক্লোজআপ ওয়ান, খুদে গানরাজ, লাক্স ফটো সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদির নামে শরীরকলার হেন আইটেম নেই যার আয়োজন করা হচ্ছে না। এসবের মাধ্যমেও অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে।

(১২) নারীদের খেলায় অংশগ্রহণ : ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, হ্যাণ্ডবল, কুস্তি,-কাবাডি, ব্যাডমিন্টনসহ নানা ধরণের খেলায় আজ নারীরা অংশগ্রহণ করছে। তাদের শর্টকার্ট ও টাইটফিটিং পোষাক পুরুষদের আকৃষ্ট করে। ফলে যুবকরা ঐ নারী খেলোয়াড়দের সাথে অবৈধ কর্মে জড়িয়ে পড়ে।

(১৩) বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়া : বিজ্ঞাপন ও ফ্যাশনের মডেল হিসাবে নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। পুরুষের লুঙ্গি-প্যান্ট, আন্ডার ওয়ার, ব্লেড, শেভিং ক্রিম ও আফটার শেভ লোশন, কম্পিউটার, মোবাইল কিংবা গাড়ি প্রদর্শনী সার্থক (?) হয় না, যদি না তার পাশে দু'জন মডেলকন্যাকে দাঁড় করানো যায়! এসব অশ্লীলতা ছড়ানোর মাধ্যম বৈকি?

সমাজে অশ্লীলতার কুপ্রভাব

সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানোর ফলে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধরণের অপকর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমাজদেহকে একেবারে বিষাক্ত করে তুলেছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) পরকীয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদ : বিবাহ স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাসের পবিত্র বন্ধন। পরকীয়া এ পবিত্র বন্ধনকে নিমিশেই কলুষিত করে তুলে। পরকীয়া একটি সাজানো-গোছানো সংসারকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। এর চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ। ব্যক্তি ও পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সংসার ভেঙ্গে জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। পরকীয়ার ঘটনা আমাদের সামাজিক জীবনে বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা সামাজিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতাকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। নিজ স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ বা নারীর সাথে যেনা করলে চরম শাস্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে শারঈ বিধান হচ্ছে বিবাহিত নারী বা পুরুষকে রজম করে হত্যা করা।[৯] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 'যার স্বামী অনুপস্থিত তার সাথে দেখা করা নিষেধ' শিরোনামে পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন।[১০]

(৩) আত্মহত্যা : অশ্লীলতা বৃদ্ধির কারণে আত্মহত্যার হার বহুগুণে বেড়েছে। কেউ ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে, কেউ প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, আবার কেউ সংসার ভেঙ্গে যাওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এমন অসংখ্য ঘটনা অহরহ ঘটছে দেশের আনাচে-কানাচে।

(৪) অবৈধ বিবাহ : অশ্লীলতা ও পর্দহীনতার কারণে যুবক-যুবতীরা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে পিতা-মাতাকে না জানিয়ে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র একত্রে অবস্থান করে। অবশেষে সর্বস্ব খুইয়ে নিজের পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। কেউবা গোপনে কাযী অফিসে বা আদালতে গিয়ে বিবাহ করে। এক সময়ে যখন মোহ কেটে যায় তখন নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। ভাঙ্গে ভুল, ভাঙ্গে সংসার, ক্ষয়ে যায় মূল্যবান জীবন।

(৫) অপহরণ ও ধর্ষণ : অশ্লীল পোষাক পরিহিতা ও নগ্ন নারীদেহ দর্শনে যুবকের মাঝে কুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে। স্বীয় লালসা চরিত্রার্থ করতে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে বেছে নেয় অপহরণ ও ধর্ষণের মত জঘন্য ও নিকৃষ্টতম পন্থা। যা ডেকে আনছে ভয়াবহ পরণতি।

(৬) দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব : অশ্লীলতার কারণে মানুষ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ও বহুগামিতায় লিপ্ত হয়। এ কারণে বিভিন্ন যৌন বাহিত রোগ যেমন সিফিলিস, গণোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয় মোনিলিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসি ব্যাকটেরিয়াল ভেজাইনোসিস, জেনিট হার্পিস, জেনিটাল ওয়ার্টস, এইডস ও এ্যাবোলা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

(৭) খুন : পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়ার কারণে নিজের স্বামী বা স্ত্রীকে খুন করা, অন্যের প্রেমিকা বা বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক করার কারণে সেই বান্ধবীর আগের প্রেমিক বা বন্ধু কর্তৃক খুন হওয়ার মূলে রয়েছে এই অশ্লীলতা।

উপসংহার :

সুন্দর সুখী ন্যায়পূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে যেমন অশ্লীলতা দূর করা যরূরী তেমনি অশ্লীলতা দূর করতে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা একান্ত যরূরী। সব ধরনের অশ্লীলতা ও অশ্লীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে পরিবারকে ইসলামী পরিবার হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও সোচ্চার হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বওমী ও আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক সহ আহলেহাদীছদের লিখিত ও প্রকাশিত সকল প্রকার ধর্মীয় বই এবং ডাঃ জাকির নায়েকের বই সমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এখানে আতর, সুর্মা, টুপি ও জায়নামায পাওয়া যায়।

১ম শাখা : মাদরাসা মার্কেট (মসজিদের উত্তর পার্শ্বে), রাণী বাজার, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫।

২য় শাখা : সোনাদীঘির মোড়, সাহেব বাজার, রাজশাহী। মোবাঃ ০১৭৩৭-১৫২০৩৬।

৯. মুসলিম হা/১৬৯০; ইবনু মাজাহ হা/২৫৫০; মিশকাত হা/৩৫৫৮।
১০. তিরমিযী হা/১১৭১-এর উপরে। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার অনূদিত তিরমিযী ২/৩৩২।

ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত

জলীলুল কদর তাবেঈ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও ফকীহ উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রহঃ) ২৩ হিজরীতে ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ছাহাবী যুবায়ের বিন আওয়াম ও আবুবকর তনয়া আসমা (রাঃ)-এর পুত্র। বহু ছাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। পিতার ন্যায় পরহেযগারিতার মূর্তপ্রতিক এই মনীষী ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ধৈর্যশীল। তাঁর অপরিসীম ধৈর্যশীলতার কিছু কিছু কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। যা আল্লাহ্র পথের পথিকদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে যুগে যুগে।

এমনই একদিনের ঘটনা। তিনি খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে দামেশকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। সাথে আছে সবচেয়ে প্রিয় পুত্র মুহাম্মাদ। হঠাৎ সে কৌতুহলী হয়ে পিতার হাত ছেড়ে ঢুকে পড়ল ঘোড়ার আস্তাবলে। একসময় নিকটবর্তী হয়ে গেল একটি পাগলা ঘোড়ার। ঘোড়াটি তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুহাম্মাদ পরিবারের সাথে একটি গাধায় আরোহণ করে শহরে আসছিল। হঠাৎ গাধা থেকে পড়ে সে মারা গেল।

যাইহোক ধৈর্যশীল পিতা উরওয়া আকস্মাৎ পুত্র বিয়োগে শোকে মূহ্যমান হ'লেন। তবে তার চোখে-মুখে ছিল না কোন অভিযোগের ছাপ। বরং তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমার সাতজন সন্তান ছিল। আপনি একজনকে নিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু ছয়জনকেই অবশিষ্ট রেখেছেন। যতবারই আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন ততবারই সফলতা দিয়েছেন। যতবারই কিছু নিয়েছেন, ততবারই কিছু দিয়েছেন'।

একই সফরে তাঁকে দিতে হ'ল ধৈর্যের আরো এক কঠিন পরীক্ষা। তিনি যখন কুরা উপত্যকায় পৌঁছলেন। পায়ে ব্যথা অনুভব করলেন। দেখলেন ফোঁড়া উঠেছে। নিরুপায় অবস্থায় দীর্ঘ সফর শেষে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে একসময় পৌঁছলেন খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের দরবারে।

খলীফা দেখলেন ইতিমধ্যে তার পায়ের অর্ধেক নলা পচে গেছে। তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিকটে পরামর্শ চাইলেন। তারা পর্যবেক্ষণ করে বললেন, পচে যাওয়া অংশটুকু অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে। নইলে পুরো পা পচে যাবে। এমনকি সারা শরীরে পচন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় অর্ধেক পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত হ'ল।

অস্ত্রোপচারের জন্য শল্যচিকিৎসকগণ প্রস্তুত। নিয়ম অনুযায়ী তীব্র যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য তারা উরওয়া (রহঃ)-কে মদ পান করতে বললেন। কিন্তু না, তিনি রাযী হ'লেন না। তিনি বললেন, مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يُؤْمِنُ بِاللهِ يَشْرَبُ شَيْئًا يُغَيِّبُ عَقْلَهُ حَتَّى لَا يَعْرِفَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 'আমি মনে করি না যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তি কিছু পান করে বেহুঁশ হয়ে স্বীয় প্রভুকে ভুলে যেতে পারে'।

চিকিৎসকরা এবার আরেকটি উপায় হিসাবে তাঁকে ঘুমের ঔষধ পান করাতে চাইলেন। কিন্তু ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক উরওয়া তাদেরকে বিস্মিত করে জানিয়ে দিলেন, ঘুমিয়ে গেলে আমি যে (প্রচণ্ড যন্ত্রণা থেকে) ছবর করার নেকী থেকে বঞ্চিত হবো!

নিরুপায় চিকিৎসকগণ এবার অস্ত্রোপচার কক্ষে কয়েকজন মানুষ ঢেকে আনলেন। তাদের প্রবেশ করতে দেখে উরওয়া বললেন, তারা এখানে এসেছে কেন? তাকে জানানো হ'ল, পা কাঁটার সময় ব্যথার আধিক্যে তিনি ধৈর্যহারা হয়ে গেলে যেন চিকিৎসকদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে, তাই তাদের নিয়ে আসা। উরওয়া তাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আশা করি আমি অধৈর্য হব না।

অতঃপর পূর্ণ চেতনা থাকা অবস্থাতেই তার অস্ত্রোপচার শুরু হ'ল। পুরো সময় জুড়ে তার মধ্যে বিরাজ করছিল এক অপার্থিব নির্লিপ্ততা। মুখে কেবল আল্লাহ্র নাম। ছুরি দিয়ে প্রথমে গোড়ালী পর্যন্ত কেটে ফেলা হ'ল। পরে ধারালো করাত দিয়ে পায়ের নলা কেটে ফেলা হ'ল। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রশান্ত। অতঃপর যখন রক্ত বন্ধ করার জন্য ক্ষতস্থানে লোহা পুড়িয়ে দাগানো হ'ল, তখন আর যন্ত্রণার তীব্রতা সইতে পারলেন না; বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসলো। পাশে থাকা পায়ের কাঁটা অংশটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলতে লাগলেন, 'ওহে পা, যে আল্লাহ তোমাকে আমার বোঝা বহন করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি ভালো করেই জানেন যে, আমি তোমার সাহায্যে হেঁটে কোন হারাম কর্মে লিপ্ত হইনি।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, চিকিৎসকগণ পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি বললেন, তোমরা যদি আমার পা কেটে ফেলতেই চাও তাহ'লে থামো। আমি ছালাতে দাঁড়াই। তাহ'লে আমি কাটার যন্ত্রণা টের পাবো না।

অতঃপর তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন। শল্যবিদগণ সতর্কতার সাথে নলার জীবন্ত হাড়সহ পা কেটে ফেললেন। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি নড়া-চড়া তো দূরে থাক উহ্-আহ্ পর্যন্ত করলেন না। ছালাত শেষে খলীফা ওয়ালিদ তাঁর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বললেন, শায়খের মত ধৈর্যশীল আর কাউকে দেখিনি।

অতঃপর উরওয়া সফর সমাপ্ত করে নিজ বাসস্থান মদীনায় ফিরে আসলেন। ফিরে এসে আলাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার জন্য শুকরিয়া যে, আমার চার হাত-পার মধ্যে মাত্র একখানা তুমি নিয়েছ এবং বাকী তিনখানা অক্ষত রেখেছ। কসম তোমার পবিত্র সত্তার! অসুস্থ হ'লে তুমিই সুস্থতা দান করে থাক। তুমি যদি আমার থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে থাক, তবে অনেক কিছু অবশিষ্টও রেখেছ। কিছুদিন যদি কষ্ট দিয়ে থাক, তবে অনেকদিন সুখ-শান্তিও দিয়েছ *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৯/১০১-১০৩; আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী, মুযী, তাহযীবুল কামাল ২০/২০-২২; তারীখু দিমাশক্ব ৪০/২৬১; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৪৩০-৪৩২; ইবনু খালিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ৩/২৫৬-২৫৭)*।

** আবু রাযিয়া, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

যে পানি পান করায় সে পরেই পান করে

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সফরে ও বাড়ীতে থাকাবস্থায় ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে খাদ্য-পানীয় বণ্টন করতেন। সেসময় তিনি সবার পরেই খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতেন। এখান থেকে উম্মতের জন্য শিক্ষা যে, বণ্টনকারী পরেই গ্রহণ করবে। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ।

আবূ কাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ভাষণে আমাদেরকে বললেন, তোমরা চলতে থাক অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালে পানির নিকট পৌঁছে যাবে। তারপর লোকেরা এমনভাবে পথ চলতে লাগল যে, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছিল না। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এভাবে চলছিলেন। এমনকি অর্ধরাত হয়ে গেল, আমি তাঁর পাশেই ছিলাম। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তন্দ্রা পেল। তিনি সাওয়ারীর উপর থেকে চলতে লাগলেন। আমি তাঁর কাছে এসে তাকে না জাগিয়ে তাঁকে ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সাওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তারপর চলতে থাকলেন। অবশেষে রাতের অধিকাংশ অতিক্রান্ত হ'লে তিনি সাওয়ারীর উপর আবার একদিকে ঢুলতে লাগলেন। আমি তাঁকে না জাগিয়ে আবার ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সাওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তারপর আবার চলতে লাগলেন। যখন সাহরীর শেষ সময় এলো তখন তিনি পূর্বের দু'বারের চাইতে এত অধিক ঢুলে পড়লেন যে, প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'লেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাকে আবার ঠেস দিলাম। তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, এই কে? আমি বললাম, আবূ কাতাদা। তিনি বললেন, তুমি কখন থেকে এভাবে আমার সাথে চলেছ? আমি বললাম, সারা রাত ধরে। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন, যেহেতু তুমি আল্লাহ্র নবীকে হেফাযত করেছ। অতঃপর বললেন, তুমি কি বুঝতে পারছ যে, আমরা লোকদের থেকে আড়ালে পড়ে গেছি? আবার বললেন, কাউকে কি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, এই একজন আরোহী। আবার বললাম, এই আরেকজন আরোহী। এরূপ আমরা সাতজন আরোহী একত্রিত হ'লাম। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাস্তা থেকে একটু সরে গেলেন এবং (বিশ্রামের জন্য) মাথা রাখলেন। তারপর বললেন, তোমরা আমাদের ছালাতের সময়ের লক্ষ্য রাখবে। যারা জাগলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন। রোদ তার পিঠ স্পর্শ করছিল।

আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমরা সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আরোহন কর। আমরা আরোহন করলাম এবং চলতে লাগলাম। এমনকি সূর্য যখন উপরে উঠল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং ওযূর পানির পাত্র চাইলেন। তা আমার কাছে ছিল এবং তাতে অল্প পানি ছিল। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই পানি থেকে ভালভাবে ওযূ করলেন। তিনি বলেন, তাতে কিছু পানি অবশিষ্ট রইল। তারপর আবূ কাতাদা (রাঃ)-কে বললেন, তুমি আমাদের জন্য তোমার এ ওযূর পাত্রটি হেফাযতে রাখ। শীঘ্রই তা থেকে বিরাট ঘটনা প্রকাশ পেতে পারে। তারপর বিলাল (রাঃ) ছালাতের আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর ফজরের দু'রাক'আত (ফরয) আদায় করলেন। অন্যান্য দিনে যেভাবে আদায় করেন, আজকেও সেভাবেই আদায় করলেন।

আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আমরা সওয়ার হয়ে চললাম। তিনি বলেন, আমরা একে অপরকে চুপে চুপে বলতে লাগলাম, আমরা ছালাতের ব্যাপারে যে ত্রুটি করেছি, তার কাফফারা কি হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য আদর্শ নেই? তারপর বললেন, ঘুমের ভিতর কোন শৈথিল্য নেই। শৈথিল্য তার, যে ছালাত আদায় করে না, এমনকি অন্য ছালাতের সময় এসে পড়ে। কারো যদি এরূপ হয়, তবে তার উচিত জাগ্রত হওয়া মাত্র তা আদায় করে নেয়া। তারপর যখন দ্বিতীয় দিন আসবে, তখন যেন ঠিক সময় মত সেই ছালাত আদায় করে। তারপর বললেন, লোকেরা কি করছে বলে তোমরা মনে কর? অতঃপর নিজেই বললেন, 'ভোর হ'লে লোকেরা তাদের নবীকে দেখতে পেল না। আবূবকর ও ওমর (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছনেই রয়েছেন। তিনি তোমাদের পিছনে ফেলে যেতে পারেন না। আর লোকেরা বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে রয়েছেন। তারা আবূবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর কথা মেনে নিলেই ঠিক করত'।

আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমরা দুপুরের দিকে তাদের কাছে পৌঁছলাম। তখন সবকিছু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। লোকেরা বলতে লাগল, হে আল্লাহ্র রাসূল! পিপাসায় আমরা মরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-বললেন, তোমরা ধ্বংস হবে না। তারপর বললেন, আমার পেয়ালাটি আন। তিনি বলেন, তারপর সেই ওযূর পানির পাত্রটি তলব করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা থেকে পানি ঢাললেন। আর আবূ কাতাদা (রাঃ) লোকদের পান করাতে লাগলেন। লোকেরা পাত্রের পানি দেখে এতই ভিড় করল যে, সকলেই একে ঘিরে বসল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখ। তোমরা সকলেই তৃপ্তি লাভ করবে। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, তারা তাই করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি ঢালতে লাগলেন। আর আমি তাদের পান করাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ বাদ রইল না। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি ঢেলে আমাকে বললেন, তুমি পান কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি পান করার আগে আমি পান করব না। তিনি বললেন, যে লোকদের পানি পান করায় সে সকলের শেষেই পান করে। তিনি বলেন, আমি পানি পান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পান করলেন। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, লোকেরা পানি পান করল আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে' *(মুসলিম হা/৬৮১; মিশকাত হা/৫৯১১)*।

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

Contents

সাক্ষাৎকার

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ

[শায়খ তালেবুর রহমান শাহ (১৯৫০ইং-) সমকালীন পাকিস্তানের একজন খ্যাতনামা আলেম এবং মুনাযির। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের খানেওয়াল যেলায় জন্মগ্রহণকারী এই বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন পাকিস্তানে দেওবন্দী, ব্রেলভী, শী'আ, কাদিয়ানী এবং খৃষ্টানদের সাথে বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণ করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর হাতে বহু মানুষ তাওহীদ ও সুন্নাতের দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁর রচিত 'দেওবন্দিয়াহ', 'তাবলীগী জামা'আত', 'কিয়া ফিক্বহে হানাফিয়াহ কিতাব ওয়া সুন্নাত কা নিচোড় হ্যায়?' প্রভৃতি গ্রন্থ আলোড়িত করেছে পাঠক সমাজকে। বিগত ১৯.০৭.২০১৭ইং তারিখে পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিস্থ স্যাটেলাইট টাউন শাহ ইসমাঈল শহীদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং মাসিক আত-তাহরীকের পক্ষ থেকে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। উর্দূ থেকে ভাষান্তরিত এবং অনুলিখিত এই সাক্ষাৎকারটি সম্মানিত পাঠকদের জন্য পত্রস্থ করা হল।- সম্পাদক]

আত-তাহরীক : *আপনার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাই।*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : আমরা ইণ্ডিয়ার আনবালা এলাকার বাসিন্দা ছিলাম। ১৯৪৭ সালে আমার পরিবার পাকিস্তানের মুলতানে সরাই সিধুঁ শহরে হিজরত করে চলে আসে। বর্তমানে এটিকে খানেওয়াল নামকরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই অর্জন করি। পরে মুলতান সাইন্স কলেজে ভর্তি হই। আমার বড় ভাই ডা. শফীকুর রহমান তখন ভাওয়ালপুর মেডিকেল কলেজে পড়তেন। তার পরামর্শে আমি ভাওয়ালপুর কলেজে মাইগ্রেশন করে চলে আসি। এখান থেকে এফএসসি পাশ করার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়াতে অনার্স ও মাস্টার্স করি এবং পরে পিএইচডিও সম্পন্ন করি।

আত-তাহরীক : *আমরা শুনেছি আপনি প্রথমে হানাফী ছিলেন। এমনকি শোনা যায় যে, আপনি এক সময় শী'আ ছিলেন? পরে কীভাবে আহলেহাদীছ হ'লেন? একটু বিস্তারিত জানতে চাই।*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : হ্যাঁ, আমার পরিবার হানাফী ছিল। তাদের মধ্যে দেওবন্দী ও ব্রেলভী উভয় আক্বীদারই লোক ছিল। কিন্তু আমার পরিবারে কেউ শী'আ ছিল না। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ শী'আ ছিলেন বলে হয়ত বিষয়টি এমনভাবে প্রচার হয়েছে যে, আমি শী'আ ছিলাম। এটা সত্য নয়। আর আহলেহাদীছ হওয়ার কাহিনী হ'ল- পড়াশোনার জন্য যখন বড় ভাইয়ের কাছে ভাওয়ালপুরে আসি, তখন সেখানে এফএসসি কলেজের একজন প্রফেসর হাফেয আব্দুল্লাহ ছাহেবের সাথে পরিচয় হয়। তিনি তাঁর মসজিদের সাথে একটি হোস্টেল তৈরী করেছিলেন, যেখানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকত। আমিও সেখানে উঠেছিলাম। এই মসজিদে প্রতিদিন বাদ মাগরিব কুরআন তরজমা ও তাফসীর হ'ত। আমি বড় ভাই শফীকুর রহমানের সাথে এই দরসে নিয়মিত উপস্থিত হ'তাম। এই দরসে এমন নতুন নতুন কিছু কথা শুনতাম, যা আমি পূর্বে কখনও শুনিনি। হাফেয আব্দুল্লাহ ছাহেব ছিলেন আহলেহাদীছ। এতদিন আমি দেওবন্দী ও ব্রেলভী মাসলাকের মাসআলা-মাসায়েল শুনে আসলেও এই প্রথম সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল শুনতে পেলাম। এটা ছিল আমার জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। নিয়মিত তার দরস শুনতে শুনতে বড় ভাই এক সময় আহলেহাদীছ হয়ে গেলেন। ফলে বাড়ী থেকে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্নতা ঘোষণা করা হ'ল। তবে আমি তখনও আহলেহাদীছ হইনি।

এমতাবস্থায় একবার আমাদের হোস্টেলে জনৈক ড. শাব্বীর ছাহেবের সাথে একজন হানাফী আলেমের মুনাযারা হয়। মুনাযারার পর সেই হানাফী আলেম স্বীকার করে নিলেন যে, আমরা ছালাতে রাফঊল ইয়াদায়েন এ জন্যই করি না যে আমাদের ইমাম তা করেননি। অর্থাৎ রাফঊল ইয়াদায়েন রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত প্রমাণিত হওয়ার পরও কেবল এই জন্যই তা করেন না, যেহেতু তার ইমাম সেটি করেননি। তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার কাছে কুরআন এবং সুন্নাতের দলীল আছে। বরং সোজাসুজি বললেন যে, তাক্বলীদের কারণে আমরা রাফঊল ইয়াদায়েন করতে নিষেধ করি। এই বিষয়টি আমার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিপরীতে ইমামের কথার অনুসরণ করতে হবে, এর অর্থ কী? বিষয়টি আরও পরীক্ষা করার জন্য পার্শ্ববর্তী এক হানাফী মসজিদে গিয়ে ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তোমরা ওয়াহ্হাবী। তোমরা আমাদেরকে শুধু বিরক্ত করার জন্য এসেছ। আমি বললাম, ইমাম ছাহেব! আমি শুধু সত্যটা জানার জন্য এসেছি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করলেন না; বরং বললেন, আল্লাহর কসম খাও যে, যদি তুমি ওয়াহ্হাবী হও তাহ'লে তোমার বউ তালাক! আমি বললাম, আমার তো এখনও বিয়েই হয়নি। তিনি বললেন, তাহ'লে এই কসম খাও যে, তুমি ওয়াহ্হাবী হ'লে তোমার বিয়ের সাথে সাথে তোমার বউ তালাক হয়ে যাবে! আমরা তার এমন আচরণে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কোনক্রমেই তিনি কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল দেখাতে চাইলেন না।

অবশেষে বাধ্য হয়ে সেখান থেকে চলে আসলাম। সেই দিন থেকেই আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, প্রকৃত দ্বীন কুরআন এবং হাদীছেই রয়েছে, অন্য কিছুতে নয়। ফলে আমিও বড় ভাইয়ের মত আহলেহাদীছ হয়ে গেলাম। অতঃপর বাড়ী গেলাম। তারা আমার পরিবর্তন বুঝতে পেরে আমাকেও ঘর থেকে বের করে দিল। অবশেষে আমি ভাওয়ালপুরের ঐ হোস্টেলেই থাকতে লাগলাম। এফএসসি'র পর মেডিকেলে ভর্তির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ততদিনে আমার অন্তর পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি ইসলামিয়াতে অনার্সে ভর্তি হই। পরবর্তীতে মাস্টার্স ও পিএইচডিও করি। আলহামদুলিল্লাহ মেডিকেল লাইন ছেড়ে দ্বীনী ইলম শিক্ষার পথ বেছে নেয়াটাই ছিল আমার জীবনের

টার্নিং পয়েন্ট। আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা যে, তিনি ভাওয়ালপুর শহরে থাকা অবস্থায় হাফেয আব্দুল্লাহ্র মাধ্যমে আমাকে দ্বীনের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন এবং কুরআন ও সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক দিয়েছিলেন। এখন আমার অপর তিন ভাই ডা. শফীকুর রহমান, তাইয়েবুর রহমান এবং তাওছীফুর রহমান প্রত্যেকেই ছহীহ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

আত-তাহরীক : *মাশাআল্লাহ! অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে আপনার এই কাহিনীতে। আপনি পরবর্তী জীবনে বাহাছ-মুনাযারা জগতে মাশাআল্লাহ অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিভাবে এই ময়দানে এলেন?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : আমাদের এলাকায় একবার মাস্টার আমীন ওকাড়ভী এবং জনৈক আহলেহাদীছ আলেমের মধ্যে মুনাযারা হয়। তাদেরকে দেখেই প্রথম আমার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় মুনাযারার ব্যাপারে। তাছাড়া আহলেহাদীছ হওয়ার পর থেকে চরম বিরোধীয় পরিবেশ মোকাবিলা করতে হয়েছে। ফলে মানসিকভাবে তৈরীই ছিলাম। অতঃপর কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল একত্রিত করা শুরু করি এবং ধীরে ধীরে আলেমদের সাথী হিসাবে মুনাযারায় অংশগ্রহণ করা শুরু করি। এ পর্যন্ত মাযহাবীদের বিপরীতে যেমন বহু মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেছি, তেমনি কাদিয়ানী, শী'আ এবং খৃষ্টানদের সাথেও মুনাযারা করার সুযোগ হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

আত-তাহরীক : *মুনাযারার ব্যাপারে বলা হয় যে, এসব বিতর্কে তেমন কোন উপকার হয় না, বরং পরস্পরের মধ্যে যিদ ও হঠকারিতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি মুনাযারায় মূলতঃ বিতর্ককারী দুই পক্ষের তেমন উপকার হয় না। কিন্তু যারা শ্রোতা থাকে তারা অনেক উপকৃত হয়। কেননা একজন হক্বের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যখন সামনা-সামনি বিতর্ক দেখে, তখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, কার পক্ষে দলীল বেশী শক্তিশালী। ফলে মুনাযারা শুনে বহু সাধারণ মানুষ আহলেহাদীছ হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ মুনাযির আক্বীদা পরিবর্তন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত খুব কম। একজন মুনাযিরের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, যার নাম আফযাল কাদেরী ছাহেব। ইসলামাবাদের ভারাকাওতে আমার সাথে এক মুনাযারার পর তিনি তৎক্ষণাৎ আহলেহাদীছ হয়েছিলেন।

আত-তাহরীক : *মুনাযারায় দক্ষতা অর্জন করতে গেলে কী কী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : প্রথমে বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতে হবে। তবে শুরুতেই রাফউল ইয়াদায়েন, সরবে আমীন বলা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্কে নামা ঠিক নয়। বরং প্রথমে আক্বীদা বিষয়ে মুনাযারা করা উচিৎ। যদি আক্বীদার সমস্যাটি মিটে যায়, তবে ছোট ছোট অন্যান্য বিষয়গুলো সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। আক্বীদার মধ্যেই যদি শিরক ও কুফর থাকে, তবে বাকি বিষয়গুলো সমাধান করে কী লাভ? আর সাধারণ মানুষ যখন দেখবে যে প্রতিপক্ষের আক্বীদাতেই শিরক ও কুফর রয়ে গেছে, তখন তারা নিজেরাই হক্ব বুঝতে পারবে। তাছাড়া আক্বীদার বাহাছে মাযহাব ও তাক্বলীদ প্রসঙ্গও চলে আসবে। যখন মানুষ তাক্বলীদ ছেড়ে স্বচ্ছ মন-মগজে এবং বিবেক খোলা রেখে কিতাব ও সুন্নাতকে শরী'আতের একচ্ছত্র দলীল হিসাবে মেনে নিবে, তখন তার জন্য বাকি বিষয়গুলো বোঝা সহজ হয়ে যাবে।

আত-তাহরীক : *মুনাযারায় সফল হওয়ার জন্য আপনার পরামর্শ কী?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : প্রথমে নিজেদের পক্ষের দলীলগুলো একত্রিত করতে হবে, তারপর অপরপক্ষের দলীলগুলোও। অতঃপর দেখতে হবে যে তাদের দলীলগুলো কেন গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাদের পেশকৃত হাদীছগুলোতে কী ত্রুটি রয়েছে। এভাবে ইখলাছের সাথে নিয়মিত চর্চা চালিয়ে গেলে সফল মুনাযির হওয়া সম্ভব। সর্বোপরি এটি আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা। পড়াশোনা করলেই যে ভাল মুনাযির হওয়া যাবে, তা নয়। অনেক বড় বড় আলেম রয়েছেন, যারা ভাল মুনাযির নন। যদিও তাঁদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বড়। কেননা এতে জ্ঞানের সাথে সাথে উপস্থিত বুদ্ধিরও সমন্বয় ঘটাতে হয়। তবে অবশ্যই ইলম অর্জন চালিয়ে যেতে হবে। তারপর যদি কারও মুনাযারা করার যোগ্যতা থাকে, তাহ'লে সে সঠিকভাবে ইলমী গভীরতার সাথে জবাব দিতে পারবে। এছাড়া ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, আব্দুল কাদের রৌপড়ী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মুনাযারা সংকলন বাযারে পাওয়া যায়, সেগুলো পড়া যেতে পারে। সেখান থেকেও বাহাছের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আয়ত্ত্ব করা সম্ভব।

আত-তাহরীক : *আজকাল দাওয়াতী ময়দানে মানুষের সামনে কথা বলা বেশ কঠিন হয়ে যায়। অনেকে সংশোধন প্রয়াসী হওয়ার পরিবর্তে এমন কথা বলেন যে, মুসলিমরা এমনিতেই অনেক ফিৎনার মধ্যে ডুবে আছে, সারা বিশ্বে তারা মার খাচ্ছে। আর এর মধ্যে আপনারা কেন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নতুন ফিৎনা শুরু করেছেন? মুনাযির হিসাবে এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : মক্কায় রাসূল (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছিলেন। যদি তাওহীদের দাওয়াত দেয়া ফিৎনা-ফাসাদ হয়, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) নিজেই ছিলেন ফিৎনাবাজ, নাঊযুবিল্লাহ। মক্কার সমাজে তখনও চুরি, ডাকাতি ছিল; মানুষ হত্যা, যেনা-ব্যভিচারের মত বড় বড় অপরাধ সংঘটিত হ'ত। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াতই প্রথমে শুরু করেছিলেন। সুতরাং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল তাওহীদের আক্বীদা। এই আক্বীদার প্রচারে ফিৎনা সৃষ্টি হয় না, বরং মানুষের মধ্যে সংস্কার ও সংশোধন আসে। রাসূল (ছাঃ) যখন তাওহীদের

দাওয়াত শুরু করেন, তখন যে আরব সমাজ তাঁকে গালি দিয়েছিল, তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল, তাঁকে কবি ও যাদুকর আখ্যা দিয়েছিল; সেই আরব সমাজেই একদিন এমন শান্তি নেমে এসেছিল, যে প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, অমুক এলাকা থেকে অমুক এলাকা পর্যন্ত কোন রমণী একাকী পথ চলবে, অথচ কোন অচেনা পুরুষ তার ক্ষতি করা তো দূরে থাক, তার প্রতি দৃষ্টি পর্যন্ত দেবে না, তার মাল-সম্পদের কোন ক্ষতি করবে না। এটাই ছিল তাওহীদী আক্বীদার বরকত। আজও আমাদের দেশে একদিনে যে অপরাধ হয়, তা সঊদী আরবে তাওহীদের বরকতে সারাবছর মিলেও হয় না। সুতরাং তাওহীদের আক্বীদা প্রচারের জন্য ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে, এটি ভুল ধারণা। আর এটা ঠিক যে, যখন কোন মানুষ বাপ-দাদার আমল থেকে কোন আক্বীদা-বিশ্বাস শিখে আসে; অতঃপর কোন নতুন কথা শোনে, তখন তার অন্তরে চোট লাগাই স্বাভাবিক। এ সব মানুষের প্রতি আমার নছীহত হ'ল, আপনি কমপক্ষে এটুকু অনুসন্ধান করে দেখুন যে, কিতাব ও সুন্নাত দ্বারা আপনার আক্বীদাটি সাব্যস্ত কি-না। তাওহীদ ও রিসালাতের কথা তো কিতাব ও সুন্নাতেরই কথা। সুতরাং আপনি এটা দেখবেন না যে, বাপ-দাদা কী করে গেছেন। বরং আপনার কর্তব্য হবে যে, তাদের ভুল হ'লে অবশ্যই সে ভুলকে ত্যাগ করে কুরআন ও সুন্নাত থেকে যে আক্বীদা সঠিক সাব্যস্ত হয়েছে, তা গ্রহণ করা।

আত-তাহরীক : *এবারে কিছু সাংগঠনিক প্রশ্ন করি, জামা'আত গঠন করা সম্পর্কে পাকিস্তানের কিছু আহলেহাদীছ আলেমের মধ্যে নেতিবাচক মন্তব্য দেখা যায়। আপনার মতামত কী?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : জামা'আত তো বানানো হয়নি, পরিস্থিতির আলোকে তৈরী হয়েছে। যখন শী'আদের আবির্ভাব ঘটল, তখন অবস্থার প্রেক্ষাপটে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' পরিভাষা সুপরিচিত হয়ে উঠল। যারা ছাহাবীদের প্রতি মুহাব্বাত রাখতেন তারা আহলুস সুন্নাত নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন, আর যারা ছাহাবীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল তারা রাফেযী হিসাবে আখ্যায়িত হ'ল। একইভাবে যখন কুফায় রায়-কিয়াসের বাড়বাড়ন্ত শুরু হ'ল এবং আহলুর রায় পরিভাষাটি চালু হয়ে গেল, তখন এর বিপরীতে আহলেহাদীছ পরিভাষাটিও আপনা থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করল। মদীনায় ইমাম মালেক ছিলেন আহলেহাদীছ এবং কুফায় ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ ছিলেন আহলুর রায়ের অন্তর্ভুক্ত। ছাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ ইমামগণই হাদীছকে হুজ্জত হিসাবে গ্রহণ করতেন। সুতরাং তারা প্রত্যেকেই আহলেহাদীছ ছিলেন। কিন্তু তখন এ জামা'আতের পৃথক কোন আমীর ছিল না, কমিটি-এজলাস ছিল না। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির চাহিদায় এ সকল জামা'আত তৈরী হয়েছে। এতে আপত্তির কিছু নেই। বরং এ সকল জামাআত যদি সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত ও তাওহীদের কাজ করে, তাতে অংশগ্রহণ করা এবং সমর্থন করা একান্ত কর্তব্য। হ্যাঁ এটা সত্য যে, এসব সংগঠনের মাঝে কিছু দ্বিধাবিভক্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই বিভক্তি মোটেও আক্বীদা বা মাসলাকের বিভক্তি নয়; বরং পদ ও ক্ষমতার বিভক্তি। এই জাতীয় বিভক্তি ছাহাবীদের মধ্যেও ঘটেছিল। হুসায়ন (রা.), আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ) প্রমুখের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু তারা কখনও বলেননি যে, আমার আক্বীদা সঠিক, আর তোমার আক্বীদা ভুল। বরং আক্বীদার প্রশ্নে তারা সবাই ছিলেন এক। যার প্রমাণ আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যুদ্ধকালে খৃষ্টানরা আলী (রাঃ) বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথী হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিল। তখন মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে যাও তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব। কেননা আমাদের দ্বীন একই। আমাদের দাওয়াত একই। বিভক্তি কেবল রাজনৈতিক।

পাকিস্তানের আহলেহাদীছ জামা'আতগুলোর মধ্যেও বিভক্তি কেবল ক্ষমতা ও প্রভাববিস্তার কেন্দ্রিক। তবে যেটা কাম্য সেটা হ'ল, এই বিভক্তির কারণে যেন পারস্পরিক দুশমনী সৃষ্টি না হয়, বরং সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। যদি বলা হয় যে, এই বিভক্তির সমাধান কী? তবে এর উত্তর আমি দিতে পারব না। হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর দ্বন্দ্বের সময়ও এক পক্ষ অন্য পক্ষের দাবী মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অনঢ় ছিলেন। তারা কেউ ছাড় দিতে তৈরী ছিলেন না। সুতরাং সহজে এসব সমস্যার সমাধান আশা করা ঠিক নয়। একবার সকল আহলেহাদীছকে একত্রিত প্লাটফর্মে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল 'মুত্তাহিদা আহলেহাদীছ জামা'আত' গঠনের মাধ্যমে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই দেখা গেল নানা অভিযোগ তুলে যে যার মত একে একে সবাই আলাদা হয়ে গেলেন। সুতরাং সমাধানের কথা বিশেষ ভেবে লাভ নেই। বরং আপসে লড়াই ত্যাগ করা এবং দ্বীনের কাজে ইখলাছের সাথে যত বেশী অগ্রসর থাকা যায়, সেই ফিকিরে সচেষ্ট থাকাই উত্তম।

আত-তাহরীক : *কোন জামা'আত বা সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়া কতটা যরূরী।*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : খুবই যরূরী। কেননা জামা'আত একটি বৃহৎ শক্তি। এর মাধ্যমে দুশমনের প্রতিরোধ করা এবং বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিচ্ছিন্ন ভেড়া আক্রমণের শিকার হয়। সুতরাং জামা'আতবদ্ধ জীবনের বিকল্প নেই।

আত-তাহরীক : *পাকিস্তানের বেশ কিছু আহলেহাদীছ জামা'আতকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : যদি কোন দলের নিয়ত এমন হয় যে আমরা পার্লামেন্টে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আওয়াজকে বুলন্দ করব, শিরক-বিদ'আত প্রতিরোধ করব এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করব, তবে তাদের জন্য নির্বাচনে

যাওয়া সিদ্ধ হ'তে পারে। এমন স্থানকে আমি কাফের বা ধর্মনিরপেক্ষদের জন্য বিলকুল খালি ছেড়ে দেওয়া ঠিক মনে করি না। নির্বাচিত হ'লে সেখানে কমপক্ষে কুরআন ও হাদীছের পক্ষে কিছু কথা বলার সুযোগ তো আসবে![১] তবে এর দ্বারা শুধু ক্ষমতায় যাওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, চুপ করে বসে থাকা কাজ হয়, তবে সেখানে যাওয়া সিদ্ধ নয়। আর ইসলামী হুকুমত কায়েমের কথা বললে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত আসার কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না। তাছাড়া গণতন্ত্র যে আইন রচনায় কুফরী ও শিরকী পদ্ধতির অনুগামী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতে অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত- নীতিটি সুস্পষ্টভাবে ইসলামবিরোধী।

আত-তাহরীক : *বাংলাদেশী আহলেহাদীছদের জন্য আপনার কোন বার্তা?*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : আমার আহ্বান থাকবে যে, আপনারা কিতাব ও সুন্নাতের দাওয়াতকে সর্বত্র বুলন্দ করার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালান। আর জামা'আতী বিভক্তি যদি কোথাও থেকে থাকে সেটিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। যদি একত্রে কাজ করা যায়, সেটি খুবই ভাল। যদি সম্ভব না হয়, তবে পরস্পর দুশমনী না রেখে বরং সহযোগিতার ভিত্তিতে হক-এর দাওয়াত কিভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় সেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। হানাফী, ব্রেলভী ইত্যাদি গ্রুপগুলোর কাছাকাছি যেতে হবে। তাদেরকে নিয়মিত দাওয়াত দিতে হবে। আর দাওয়াতী ময়দানে ছোট ছোট মাসআলা-মাসায়েল নয় বরং কিতাব ও সুন্নাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আক্বীদা পরিশুদ্ধ করার বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

আত-তাহরীক : *এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনার প্রতি অনেক শুকরিয়া। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান।*

শায়খ তালেবুর রহমান শাহ : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

১. আমরা তাঁর এই বক্তব্যের সাথে একমত নই। কেননা বিগত অভিজ্ঞতা বলে যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আওয়াজকে বুলন্দ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়; বরং এতে অংশগ্রহণ ইসলামের সপক্ষের শক্তিগুলোকে নৈতিকভাবে দুর্বল ও আপোষকামী করে দিয়েছে। মদের লাইসেন্স নিয়ে মদের দোকানে বসে যেমন মদের বিরুদ্ধে উপদেশবাণীর গুরুত্ব নেই, তেমনি গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়ে ধর্মনিরপক্ষেপতাবাদের অধীনে থেকে ইসলামের বাণী প্রচার করা অর্থহীন এবং বাস্তবতাবিরুদ্ধ। বরং প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে ইসলামের রাজনৈতিক রূপরেখা বাস্তবায়নের চেষ্টাই হ'ল সঠিক ইসলামী রাজনীতি। বিস্তারিত দেখুন : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত তিনটি মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন প্রভৃতি বইসমূহ।- সম্পাদক।

HOTEL MUKTA
INTERNATIONAL (RESIDENTIAL)
(A trusted home with a family touch)

ADDRESS

Ganakpara, Shaheb Bazar (In front of T&T), Rajshahi-6100. Phone : 880-721-771100, 771200 Mobile : 01711-302322 Email: admin@hotelmukta.com.bd
website: hotelmukta.com.bd

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ সফল হৌক

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম
রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।
দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে দক্ষতা ও সুনামের সাথে আপনাদের পাশে

এম এন টেইলার্স
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট (২য় তলা), রাজশাহী। ফোন- (০৭২১) ৭৭৫৭৭৫

তাবলীগী ইজতেমা'১৮ সফল হোক
'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ সফল হোক!

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল

তিন তারকা মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক বিলাসবহুল আবাসিক হোটেল। রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মানদীর বাম তীর সংলগ্ন গণকপাড়া সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট এ অবস্থিত।

(১) শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি কক্ষ (২) ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস ও সিকিউরিটি (৩) কম্প্লীমেন্টারী সকালের নাস্তা ও দৈনিক নিউজ পেপার (৪) সিকিউরিটি ক্যামেরা (৫) ইন্টারনেট সার্ভিস (৬) জেনারেটর দ্বারা শীততাপ নিয়ন্ত্রণ (৭) জরুরী চিকিৎসা (৮) মানি চেঞ্জিং ও সেফটি লকার (৯) রেস্টুরেন্ট (১০) কনফারেন্স হল (১১) হোটেলের নিজস্ব পরিবহণ (১২) রুফটপ গার্ডেন ও সানবার্থ (১৩) কার পার্কিং (১৪) অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা (১৫) লন্ড্রি সার্ভিস (১৬) সেলুনের বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) ভিসা/ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্টের ব্যবস্থা (১৮) হোটেল থেকে ভ্রমণের সুব্যবস্থা (১৯) ড্রাইভার এ্যাকোমেডেশন।

ফোন : ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮; ফ্যাক্স : ০৭২১-৭৭৫৬২৫, মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৩৯৬।

তাওহীদের এক চারণগাহ তাওহীদাবাদে

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

৮ই আগস্ট, ২০১৬। বেলা ১০টার দিকে ফোন এল আব্দুর রহমান ভাইয়ের। 'আমি নাথিয়াগলি আছি। আসতে পারবে এখানে? বালাকোট জিহাদের স্মৃতিবাহী যে পতাকার খোঁজ করছিলে, তার সন্ধান পাওয়া গেছে'। সোমবার। সুতরাং লাইব্রেরী খোলা। কি কারণে যেন যাইনি সেদিন। রুমেই ছিলাম। একটু আমতা আমতা করলেও রাযী হয়ে গেলাম শেষতক। ইসলামাবাদের ফায়যাবাদ থেকে নিকটবর্তী বিভিন্ন গন্তব্যে নির্দিষ্ট সময় পর পর ছেড়ে যায় মাইক্রোবাস। এর একটিতে চড়ে বসলাম এ্যাবোটাবাদ যেলার নাথিয়াগলি হিল স্টেশনের উদ্দেশ্যে। টানা ২ ঘন্টা চলার পর বিখ্যাত পর্যটন শহর মারী এবং আইয়ুবিয়া ন্যাশনাল পার্ক অতিক্রম করে নাথিয়াগলির কাছাকাছি এক স্টেশনে পৌঁছলাম। স্থানটির নাম 'তাওহীদাবাদ'। এলাকার লোকজন বলে 'তোহিদাবাদ'। যদি শুদ্ধ উচ্চারণে তাওহীদাবাদ বলা হয়, তাহলে একেকজন যেন আকাশ থেকে পড়বে। এই ব্যারামটা পাকিস্তানীদের মধ্যে ভাল রকম ছড়িয়ে রয়েছে। সামান্য উচ্চারণের হেরফেরে তারা কোন স্থান বা ব্যক্তির নাম ঠাওরাতে এত হিমশিম খায় যে, তাদের কমনসেন্স নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন জাগে। কন্ট্রাক্টর ছেলেটাকে কোনক্রমেই আমার গন্তব্য 'তাওহীদাবাদ' চেনাতে পারিনা। ঘটনা বুঝতে আমার বড় বেগ পেতে হয়। ভুলটা হচ্ছে কোথায়? খানিকবাদে সে জানালো 'তোহিদাবাদ' নামে একটা জায়গা আছে সামনে। এতক্ষণে আমি আমার ভুল ধরতে পারি; সন্তুষ্টচিত্তে বলি তথাস্তু বেটা, বিলকুল ওহি পে উতারো। এ পথে আগেও বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছি। কিন্তু কখনও 'তাওহীদাবাদ' নামটি চোখে পড়েনি, রাস্তার সাথে লাগোয়া বড় দুই তলা দৃষ্টিনন্দন আহলেহাদীছ মসজিদটাও চোখে পড়েনি। কেন পড়েনি, নিজেকেই প্রশ্নবিদ্ধ করলাম। কোন জবাব পেলাম না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। যথেষ্ট ঠাণ্ডা এখানে। যদিও ইসলামাবাদে ঘাম ঝরানো গরম ছিল। ফ্যানের প্রয়োজন তো সারাবছর হয় না; কিন্তু তাই বলে এই গ্রীষ্মে এসে কম্বল গায়ে দিতে হবে? হ্যাঁ মারী, গালিয়াতের বিস্তীর্ণ পার্বত্যাঞ্চলগুলো এমনই। মসজিদটা মেইন রোড থেকে বেশ উঁচুতে। তার পার্শ্ব দিয়ে গেস্ট হাউজ বানানো হয়েছে। আব্দুর রহমান ভাই এখানেই অপেক্ষা করছিলেন। একসাথে দুপুরের খাবার খেলাম। মেহমানদারী করলেন এই মসজিদ কমপ্লেক্সের দায়িত্বশীল ইয়াসির ভাই। পার্শ্ববর্তী পাসালা গ্রাম নিবাসী। খাওয়ার পর তার সাথে বসলাম মসজিদের ইতিহাস জানার জন্য।

পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল ঘোড়া গলি। ১৯৬৮ সালে আল্লাহর ফযল ও করমে মিয়া ফযলে হক্ব নামীয় এক আহলেহাদীছ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এই অঞ্চলে আসেন এবং তিনিই এই স্থানের নামকরণ করেন তাওহীদাবাদ। অত্র এলাকার আহলেহাদীছ বুযুর্গ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (মিয়াজান), হাজী আব্দুর রহমান ওরফে সুমন্দর খান (মৃত ১৯৯০খৃঃ) প্রমুখের উদ্যোগে সর্বপ্রথম এই মসজিদটি নির্মিত হয়। ১৯৬৮ সালে মিয়া ফযলে হক এখানে আসার পর মসজিদটি নতুনভাবে নির্মাণ করেন এবং এখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে নিজের বসবাসের জন্যও একটি বাড়ি করেন। লাহোরে তার কয়লা, লোহা এবং টেক্সটাইলের বিরাট ব্যবসা ছিল। তবে তিনি সময় পেলেই এখানে আসতেন এবং আলেম-ওলামাদের দাওয়াত করতেন। আল্লামা এহসান এলাহী যহীরের পিতা যহুর এলাহী রামাযানের শেষ দশকে এ'তেকাফের জন্য এই মসজিদে আসতেন। ১৯৯৪ সালে মিয়া ফযলে হক্ব মারা যান। পরে ১৯৯৭ সালে তার বাড়িটি হিফযখানায় পরিণত করা হয়। ২০০৪ সালে মিয়া ফযলে হক্বের ছেলে মিয়া নাঈমুর রহমান মসজিদের সাথে এই গেস্ট হাউজ নির্মাণ করেন। এর জাকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর ডেপুটি স্পিকার সরদার ইয়াকুব সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। সেই থেকে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এই মসজিদ ও মাদরাসাটি। কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামও এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে কখনও। অত্র অঞ্চলে যে সকল আলেম-ওলামা আসেন তারা এই গেস্ট হাইজেই আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। পর্যটন মৌসুমে বরফঢাকা নাথিয়াগলির সৌন্দর্য উপভোগ করতে এখানে নিয়মিত যাতায়াত করেন মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের নেতৃবৃন্দ। এভাবে আহলেহাদীছদের একটি প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তাওহীদাবাদ মসজিদ।

তাওহীদাবাদ ঘিরে রয়েছে বাগান, পাসালা, কেরী, রাইকী প্রভৃতি আহলেহাদীছ গ্রাম। কেবল তাওহীদাবাদ ও পাসালাতেই রয়েছে ১৫টি আহলেহাদীছ মসজিদ। আর পুরো গালিয়াত উপত্যকায় রয়েছে আরও প্রায় ১৫০টির মত। রয়েছে বেশ কয়েকটি মাদরাসাও।

আছরের ছালাত শেষে আমরা গেস্ট হাউজের সামনে খোলা চত্বরে এসে দাঁড়াই। হিল স্টেশনের উপর এমন কৌনিক ক্ষেত্রে এর অবস্থান, যেখান থেকে সারি সারি পাহাড়ের ফাঁক গলিয়ে নাথিয়াগলি উপত্যকার একটা বড় অংশ নযরে আসে। পাহাড় গহ্বরে শত-সহস্র ঘরবাড়ির লাল-নীল চালা চকচক করে। রাতের বেলা সেসব বাড়িতে যখন লাইট জ্বলে ওঠে, তখন আসমানের ঝিকিমিকি তারাগুলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মনে হয় তারাভরা আসমান গোটাটাই বুঝি মর্তে নেমে আসে, কিংবা উর্ধ্বলোক আর মর্তলোকের মিতালীতে সমগ্র দৃশ্যপটই পরিণত হয় এক তারাভরা আসমানে। শীতের সময় বরফে ঢেকে যায় পাহাড়গুলো। গেস্ট হাউজের বারান্দায় জমে ওঠে কয়েক ফুট পুরু বরফ।

আমরা খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইনগাছে ঢেকে থাকা সবুজ পাহাড়গুলো ছুয়ে মেঘের ভেলাদের অবিশ্রান্ত ছুটে চলা দেখি। বাতাসের গতির সাথে সেগুলো ক্ষণে ক্ষণে আমাদেরও অতিক্রম করে যেতে থাকে। ভারি মনোমুগ্ধকর সে দৃশ্য।

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

আমার মুগ্ধতা বোধ হয় স্পর্শ করল ইয়াসির ভাইকে। তিনি আমন্ত্রণ জানান নিয়মিত এখানে আসার জন্য। আমিও কথা দেই, অন্ততঃপক্ষে শীত মৌসুমে বরফ পড়া শুরু হ'লে কয়েকদিন থেকে যাব এখানে। কথাগুলো বড় আপন সুরে বের হয়। মনে হয় এ যেন আমার একান্ত অধিকারের স্থান। পৈত্রিক সূত্রে না হলেও আক্বীদার সূত্রে তো বটেই। পবিত্রতায় মাখা এই প্রগাঢ় বন্ধনের আর্দ্রতা অন্তরের কোন এক কুঠুরীতে যেন বারি বর্ষণ করে গেল। প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই, যিনি আমাদের অন্তরগুলোকে এভাবে ভ্রাতৃত্বের মায়াবী সুতোয় বেঁধে দিয়েছেন চীর কল্যাণের পথে। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি সুবহা-নাল্লা-হিল আযীম।

আকাশছোঁয়া পাহাড়গুলো দেখে হঠাৎ মনে হয় এ আর তেমন কী! গতবছর তথা ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী এই নাথিয়াগলিরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মুকশপুরী (২৮০০ মিটার/৯২০০ ফুট) জয় করেছিলাম। সুবহানাল্লাহ সে ছিল এক তুষার বর্ষণ মুখর দিন। সঙ্গী ছিল টাঙ্গাইলের হাবীব ভাই ও সাতক্ষীরার নাঈম। পেজা তুলোর মত অবিরাম উড়তে থাকা তুষারপাতের মধ্য দিয়ে যখন আমরা মারী থেকে ডুঙ্গাগলি আসছিলাম, কেবলই ভাবছিলাম আল্লাহর সৃষ্টি কীভাবে এত অপরূপ হ'তে পারে! পটভূমিকায় সমস্ত পাহাড়, রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়ার গায়ে প্রকৃতি মেলে দিয়েছে শুভ্র বিছানা। কখনও তাতে যোগ দেয় স্বপ্নালু কুয়াশার মেঘ। রাস্তার দু'ধারে তুষারমাখা সারি সারি পাইনগাছগুলো যেন শুভ্র বসনে হিরার নেকলেস পরা দুলহান। পাথরের গায়ে জমে ওঠা বরফ যেন সুকোমল মাখন। মনে হয় সবার অলক্ষ্যে কোন এক মহান শিল্পী যেন এক নাগাড়ে জলরঙে পটে এঁকে তুলছেন এক অবিশ্বাস্য কল্পনার রাজ্য। সেই রাজত্বে আত্মহারা হয়ে পিচ্ছিল তুষারাচ্ছন্ন দীর্ঘ পথ পাড়ি অতিক্রম করে ডুঙ্গাগলি পৌঁছাই। তারপর সেখান থেকে হাঁটু বরফের মধ্য দিয়ে ৪+৩=৭ ঘন্টার স্নো-হাইকিং, নিবীড় জঙ্গলে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফোমের মত নরম বরফের বিছানায় বিশ্রামগ্রহণ, চুড়ায় উঠে চাঁদের দেশের মত এক বর্নাঢ্য শ্বেতকায় পৃথিবীর রূপসুধা গলধঃকরণ, সাদা কাপের্টে মোড়া যমীনে সসংকোচে পদচিহ্ন এঁকে চলা আর বরফে ডুবন্ত পায়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করার সেই দূর্লভ অনুভূতিগুলো! নাহ, ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। সেসব অপূর্ব সুখস্মৃতি মনে পড়ে আজকের মুগ্ধতায় যেন রাশ টেনে ধরল।

আমরা মসজিদের খত্বীব জনাব ক্বারী ফারূকের দফতরে এসে বসলাম। তিনি গালিয়াত মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীরও বটে। আমাদেরকে কিছু তথ্য যোগান দিলেন আর দিকনির্দেশনা দিলেন কীভাবে তাতরীলা নামক গ্রামটিতে যাওয়া যায়, যেখানে এক প্রবীণ বুযুর্গ মাওলানা দাউদের বাড়িতে বালাকোট জিহাদের পতাকাটি সংরক্ষিত রয়েছে। ফোনে কথা বলে তাদেরকে জানিয়েও দিলেন যে আমরা যাচ্ছি।

স্থানীয় বাহন 'ক্যারি ডাব্বা'তে কালাবাগ পৌঁছলাম। সেখানে এসে গ্রাম অভিমুখী মাইক্রোবাস বা স্থানীয় ভাষায় 'টোটা'র জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা। অবশেষে পাহাড়ের পাদদেশে গ্রামের পথে একে বেকে নামতে থাকল গাড়ি। প্রায় আধাঘন্টা যাত্রার পর গিরিসমতলে এসে ছোট্ট গ্রাম তাতরীলায় পৌঁছলাম। জনবসতি কম। বরং প্রায় জনবিরল অঞ্চল মনে হ'ল। অনেক দূর পর পর একেকটি বাড়ি। মেঠো পথ ধরে এক বালক আমাদেরকে পৌঁছে দিল মাওলানা দাউদ ছাহেবের বাসায়। বেশ অভিজাত পুরোনো দোতলা বাসা। প্রস্তুতই ছিলেন তারা। আমাদের সাদরে বৈঠকখানায় বসালেন। খানিকবাদেই মাগরিবের ছালাত। বাড়ির সাথে প্রায় লাগোয়া মসজিদ উমার ফারূক। দোতলা সুন্দর মসজিদটি কুয়েতী এনজিও সংস্থা জমঈয়তে এহইয়াউত তুরাছের তত্ত্বাবধানে নির্মিত। মুছল্লী বলতে আমরা ক'জনই। মাওলানা দাউদের ছেলে মাওলানা আব্দুল হাফিয জানান, মুছল্লী পূর্ণ হয় জুম'আর দিন। বাকি দিনগুলোতে তেমন নেই। বাড়ী-ঘর কাছাকাছি না থাকাই মূল কারণ। ছালাত আদায়ের পর বাইরে উঠানেই বসা হ'ল। পাশেই গমের ক্ষেত। খোলা আকাশের নিচে বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাস নিতে বড় ভাল লাগে। উঁচু পাহাড়ের সারি চারিদিকে। পাহাড়ের ঢালে বাড়ি-ঘরগুলোতে জ্বলে ওঠা আলোয় তৈরী হয়েছে কৃত্তিম তারকারাজির মেলা। কতদিন ভেবেছি এমন এক পাহাড়ী গাঁয়ে প্রকৃতির অকৃত্তিম পরশে কখনও এসে রাত কাটাব। আজ সে সুযোগ এসে ধরা দেয় অযাচিতভাবে। রাত্রিযাপনের কোন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু গৃহকর্তার প্রবল অনুরোধ ও আন্তরিকতা আমাদেরকে থেকে যেতে বাধ্য করল। জীবনের ছোটখাট শখগুলোও বুঝি আল্লাহ একে একে সবই এভাবে পূরণ করে করে দেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

মাওলানা দাউদ নবতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘকায় অটুট স্বাস্থ্য দেখে তা বোঝার উপায় নেই। উন্নত নাসিকা আর ফর্সা নূরানী চেহারায় বিনয়াবনত ব্যক্তিত্বের ছাপ উজ্জ্বল। ঠোঁটের কোনে এক টুকরো প্রফুল্ল হাসি বোধহয় লেগেই থাকে সবসময়। এ অঞ্চলের একজন প্রবীণ আহলেহাদীছ আলেম তিনি। তাঁর বাবাও ছিলেন আলেম এবং তাঁর সন্তান আব্দুল হাফিয (৬০)ও একজন আলেম। এভাবে বংশ পরম্পরায় তাঁরা আহলেহাদীছের দাওয়াত প্রচারে ধারাবাহিক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমেই জানালেন বালাকোট জিহাদের সবুজ পতাকাটি এই মুহূর্তে তাঁর বাসায় নেই। তাঁদের পরিচিত একজন নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। ফলে এই মুহূর্তে তা দেখানোর সুযোগ নেই। কিন্তু আমাদের আতিথেয়তা করার স্বার্থে এ কথা আগে জানাননি। আমরা কিছুটা হতাশাবোধ করলাম। তাঁর বাবা এই পতাকার সংগ্রাহক ছিলেন। সেই থেকে তাঁর বাড়িতে পতাকাটি গচ্ছিত রয়েছে। অনেকেই মাঝে মধ্যে আসেন পতাকাটি দেখার জন্য।

তিনি গালিয়াতের এই পাহাড়গুলোতে আহলেহাদীছের দাওয়াত প্রসারে বালাকোট জিহাদের ভূমিকার কথা স্মরণ করলেন। এই তাতরীলা গ্রামের চার কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি অঞ্চল অতিক্রম করে শাহ ইসমাঈল শহীদ ও

তার সাথীরা বালাকোটে গমণ করেছিলেন। পথে পথে এই জিহাদের কাফেলায় যোগ দিয়েছিলেন এখানকার অনেক মানুষ। সেই থেকে এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ আক্বীদা ও আমলের গোড়াপত্তন। আমি ভাবতে থাকি, শাহ ইসমাঈলের গমণপথ হওয়ার বরকতে যদি এত আহলেহাদীছের বসবাস হয় এই দূর্গম, গহীন পার্বত্যাঞ্চলে, তাহ'লে যে বালাকোট ছিল জিহাদের কেন্দ্র, যেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন শাহ ইসমাঈল শহীদ স্বয়ং নিজে, সেই বালাকোটে কেন জিহাদ পরবর্তী সময়ে আহলেহাদীছ আমল-আক্বীদার বিলুপ্তি ঘটল? কেন সেখানে মাত্র কয়েক দশক পূর্বে (১৯৭৭খৃঃ) প্রথম আহলেহাদীছ মসজিদটি নির্মিত হ'ল?[১] পরবর্তীতে দাওয়াতী ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মত প্রয়োজনীয় সংস্কারকের অনুপস্থিতিই কি এজন্য দায়ী? আল্লাহু আ'লাম।

মাওলানা দাঊদ আরও স্মরণ করলেন কাশ্মীরের মাওলানা ইউনুস আছারীর[২] কথা, যার দাদা বালাকোটে শাহ ইসমাঈল শহীদের হাতে সরাসরি বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তার বংশধররাও আহলেহাদীছ হয়ে যায়। এই মাওলানা ইউনুস আছারীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬০ সালে প্রথম আহলেহাদীছ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় কালাবাগে। মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের তৎকালীন আমীর এবং প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম ও লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী (১৮৯৫-১৯৬৮খৃঃ) এসেছিলেন সেই কনফারেন্সে। এরপর থেকে প্রতি বছরই কনফারেন্স হয়ে আসছে এবং পাকিস্তানের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমগণ এতে উপস্থিত হন।

তিনি গর্বের সাথে জানালেন যে, শুরু থেকেই তিনি কনফারেন্সে আসা আলেম-ওলামাকে তাঁর বাড়িতে আতিথেয়তা দিয়ে আসছেন। এটা তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বুযুর্গ পুরুষ ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ[৩] প্রতিবছর তাঁর এই বাড়িতে এসে সপ্তাহখানেক কাটাতেন। মাওলানা দাঊদ আবেগী কণ্ঠে শোনান, এই আল্লাহওয়ালা পুত-পবিত্র চরিত্রের ফেরেশতাতুল্য মানুষটি আমার বাড়ির মসজিদে মধ্যরাত থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত একটানা ইবাদতরত থাকতেন। এর মাঝে কারও সাথে কোন কথা বলতেন না। যখনই আসতেন এখানে, আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোক এসে ভিড় জমাতো তাঁর কথা শোনার জন্য, তাঁর কাছে দো'আ নেয়ার জন্য।

এভাবে অত্র অঞ্চলে আহলেহাদীছদের ইতিহাস শুনতে শুনতে অনেক সময় কেটে যায়। আমরা ভাগ্যবান বোধ করলাম বহু ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী নব্বইয়ের কোঠায় উপনীত এই মুরুব্বীর সান্নিধ্য পেয়ে এবং তার মুখ থেকে নানা ঘটনার বিবরণ শুনে। আমরা এসেছি জেনে আশ-পাশ থেকে বেশ কয়েকজন মুরুব্বী আসেন। কুশলাদি বিনিময় করে এবং বাংলাদেশের খবরাখবর জেনে একসময় তারা বাড়ির পথ ধরলেন। এশার ছালাতের পর আমরা বৈঠকখানায় এসে বসলাম। রাতের খাবার এল রুটি, চিকেন কোর্মা আর পাকিস্তানী বিরিয়ানী। তারপর চা পান পর্ব শেষে শোবার আয়োজন। এমনিতেই গ্রামে দ্রুত রাত নামে। আর পাহাড়ে বোধহয় আরও বেশী দ্রুত। দশটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ফজরের ছালাতে উঠে ওযূর জন্য গরম পানি পেয়ে কৃতার্থ হ'লাম গৃহকর্তার প্রতি। রাতের তুলনায় আবহাওয়া অনেক বেশী ঠাণ্ডা। ফজরের জামা'আতে লোকজনের উপস্থিতি অন্ততঃ মাগরিবের তুলনায় বেশী। জনা দশেক লোকের জন্য সংক্ষিপ্ত দরসে কুরআনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন মাওলানা আব্দুল হাফিয। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের উপর সংক্ষিপ্ত দরস শেষে আমরা উঠতে চাইলাম। কিন্তু মুছল্লীরা ছাড়তে চাইলেন না। বাংলাদেশ নিয়ে অনেক প্রশ্ন তাদের। বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রশ্নই বেশী থাকল। তার কারণ ২/৩ জন শহরে বসবাসরত চাকুরীজীবীও উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠলেই যেন পাকিস্তানীদের ভাই হারানোর বেদনা উথলে ওঠে। বিরল দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমার দেখা অধিকাংশ পাকিস্তানীই বাংলাদেশীদের উপর তৎকালীন সামরিক সরকারের যুলুমের কথা অকপটে স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছে। এখানেও ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তাদের কৌতূহলের প্রেক্ষিতে আব্দুর রহমান ভাই বাংলায় কিছুক্ষণ ওয়ায করে শোনালেন। তারা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলেন বাংলা ভাষা। ঘন্টাখানেক সময় তাদের সাথে কাটিয়ে আমরা মেজবানের বাড়ীতে ফিরলাম। সকালের নাস্তা সেরে আর দেরী না করে মাওলানা দাঊদ এবং আব্দুল হাফিযের নিকট থেকে বিদায় নিলাম। জানি আর দেখা হবে না। তবুও বিদায়ের বিরহ হালকা করতে কালের সাক্ষী দুই বৃদ্ধের প্রতি আশ্বাসবাণী বের হয়- 'ফের মিলেঙ্গে'। তাঁরাও প্রশ্রয়ের সুরে চেহারায় দ্যুতি ছড়িয়ে বলেন- 'যরূর ইনশাআল্লাহ'। আমরা মুসলমানরা বড় ভাগ্যবান যে, অন্যদের ক্ষেত্রে এসব বাক্যগুলো স্রেফ কথার কথা হ'লেও আমরা বিশ্বাসের জায়গা থেকেই তা বলতে পারি। কারণ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আর দেখা হওয়ার প্রত্যাশা যদি নাও থাকে, তবু অনন্ত যে জীবন সামনে অপেক্ষমান, সেখানে পুনরায় মিলবার আকাংক্ষা তো কখনও তিরোহিত হওয়ার নয়। মনে পড়ে শ্রীলংকা সফরে কলম্বোয় আমার এক তামিল মেযবান আসলাম ভাইয়ের কথা। বিদায়ের

১. দ্রষ্টব্য : সাক্ষাৎকার- মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক মুযাফ্ফরাবাদী, মাসিক আত-তাহরীক, জুন ২০১৪ সংখ্যা।

২. তিনি ছিলেন পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ দিকপাল মাওলানা দাঊদ গযনভীর একান্ত শাগরেদ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভীর সাথী ছিলেন। পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণে তিনি আযাদ কাশ্মীরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং আযাদ কাশ্মীরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সরদার আব্দুল কাইয়ুম খান (১৯২৪-২০১৫ইং)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে তিনি দীর্ঘদিন সরকারী ওলামা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মাওলানা ইউনুস আছারী একাধারে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ কাশ্মীরের আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয় (দ্র. প্রবন্ধ : ঝিলাম-নিলামের দেশে, মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৭ সংখ্যা)।

৩. মাওলানা ইসহাক ভাট্টি তাঁর জীবনীর উপর একটি গ্রন্থ লিখেছেন- 'ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ : হালাত, খেদমাত, আছার'।

সময় যখন বললাম, 'আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ, যদি দুনিয়াতে না হয় তবে জান্নাতে', তখন তিনি উপলব্ধিটা ধরতে পেরেই বুঝি আবেগে প্রায় কেঁদে ফেললেন।

আমরা ফিরতি পথে কালাবাগ বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যাত্রাবিরতি করি। এই বাযারের অধিকাংশ ব্যবসায়ী আহলেহাদীছ। এখানে একজন পূর্বপরিচিত ভাই ইয়াসির হক্কানী (৩৫)-এর সাথে দেখা হ'ল। ২০১৪ সালে বালাকোট সফরে গিয়ে তার সাথে দেখা হয়েছিল। তার মুখেই প্রথম মাওলানা দাঊদ ও বালাকোট জিহাদের পতাকার কথা শুনেছিলাম। কিন্তু তাঁর বাড়ি যে এই এলাকাতে সেটা স্মরণে ছিল না। এতদিন পর পুনরায় মিলিত হয়ে দু'জনেই খুব খুশী হ'লাম। তিনি মসজিদের খত্বীব ও সংলগ্ন দাওরা মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন। ছোট্ট এই মাদরাসায় ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী না হ'লেও এতদাঞ্চলে আহলেহাদীছের দাওয়াত প্রসারে ভাল ভূমিকা রাখছে। প্রাথমিক ক্লাসগুলো সমাপনান্তে তারা মেধাবী ছাত্রদেরকে প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ মাদরাসাগুলোতে পাঠিয়ে দেন এবং তারা পড়াশোনা শেষ করে অনেকে এলাকায় ফিরে আসে। আবার অনেকে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে দাওয়াতী ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে।

মাদরাসায় একসাথে দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা মাওলানা ইউসুফের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারপর ইয়াসির হক্কানী ভাই বাযারে এসে আমাদেরকে তুলে দিলেন ইসলামাবাদগামী মাইক্রোবাসে। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম প্রিয় শহর ইসলামাবাদে। সঙ্গী রইল গালিয়াত উপত্যকার তাওহীদী চেতনাময় একগুচ্ছ অমলিন স্মৃতি।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

শ্রাবণ ইলেক্ট্রনিক্স
আস্থার প্রতীক

মুহাম্মাদ চারু
স্বত্বাধিকারী
মোবা: ০১৭১২-৪৯৮২১৪

সার্ভিস সেন্টার
কালার টিভি, কম্পিউটার, মনিটর, প্রিন্টার,
টোনার রিফিল, স্পিকার, ফ্যাক্স ইত্যাদি

৮১, ৮২ নিউ মার্কেট, রাজশাহী

এম হোমিও কিওর

এখানে স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, যৌন রোগ সহ সকল জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা করা হয়।

সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-টা হতে দুপুর ১২-টা
বিকাল ৫-টা হতে রাত্রি ৮-টা

শুক্রবার বন্ধ

যোগাযোগ :
ডাঃ মোঃ মুনজুরুল হক
ডি.এইচ.এম.এস
জনতা ব্যাংকের নিচে, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাঃ ০১৯১৬-৭৭৭৬৬৩, ০১৮৫৪-৮১৯৬৮৬।

রাজা রেফ্রিজারেশন

প্রোঃ মুহাম্মাদ রাজা

এখানে সর্বপ্রকার ফ্রীজ, এসি, ফ্যান ও বৈদ্যুতিক মটর অতি যত্ন সহকারে মেরামত করা হয়

যোগাযোগ
শিরোইল মোল্লা মিল, সাগরপাড়া রোড, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৯-৮৬৬৮৬৮

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রোপ্রাইটর

বিউটি বুক বাইন্ডার্স

এখানে অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ক্যালেন্ডার ফিটিং, স্পাইরাল ক্যালেন্ডার স্পাইরাল প্যাড, বই খাতা, ম্যাগাজিন মেশিন দ্বারা গাম বাঁধাই করা হয়।
তুলাপট্টি, গণকপাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৯৯৩৪১৭, ০১৯২৬-৪৩৯১১২, ০১৮৪৩-৮২৯২৩৩

অমর বাণী

১. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤْذِيَ عَدُوَّكَ فَاصْلِحْ نَفْسَكَ 'তুমি যদি তোমার শত্রুকে কষ্ট দিতে চাও, তবে নিজেকে সংশোধন করে নাও'।

২. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ছাবেত বিন কুর্রাকে উদ্ধৃত করে বলেন, رَاحَةُ الْجِسْمِ فِي قِلَّةِ الطَّعَامِ وَرَاحَةُ الرُّوحِ فِي قِلَّةِ الْآثَامِ وَرَاحَةُ اللِّسَانِ فِي قِلَّةِ الْكَلَامِ- وَالذُّنُوبُ لِلْقَلْبِ بِمَنْزِلَةِ السَّمُومِ إِنْ لَمْ تُهْلِكْهُ أَضْعَفَتْهُ وَلَا بُدَّ وَإِذَا ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْأَمْرَاضِ- 'শারীরিক প্রশান্তি নিহিত রয়েছে অল্প খাদ্য গ্রহণের মধ্যে, আত্মার শান্তি নিহিত রয়েছে অল্প পাপের মধ্যে এবং জিহ্বার শান্তি নিহিত রয়েছে বাকস্বল্পতার মাঝে। আর পাপ হ'ল মানবাত্মার জন্য বিষের সমতুল্য। যদি তা আত্মাকে ধ্বংস না করে, তবে তাকে অপরিহার্যভাবে দুর্বল করে ফেলে। আর যখনই আত্মার শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তখন সে আর হৃদয়ের রোগসমূহ মোকাবেলায় সক্ষম হয় না' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৪/১৮৬)*।

৩. জনৈক কবি বলেন,

تَزَوَّدْ مِنَ التَّقْوَى فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي + إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الفَجْرِ
وَكَم مِن صَغِارٍ يُرْتَجَى طُوْلُ عُمْرِهُمْ + وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَامُهُمْ ظُلْمَةَ القَبْرِ
وَكَمْ مِنْ صَحِيْحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ + وَكَمْ مِنْ عَلِيْلٍ عَاشَ حِيْناً مِنَ الدَّهْرِ

'আল্লাহভীতির পাথেয় অর্জন কর। কেননা তুমি জান না যে রাত্রি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, ফজর পর্যন্ত তুমি বাঁচবে কি-না? কত স্বল্পবয়সী মানুষের দেহ কবরের অন্ধকারে প্রবেশ করানো হয়েছে, অথচ তাদের জন্য দীর্ঘ জীবনের আশা ছিল।

কত সুস্থ মানুষ কোন কারণ ছাড়াই মৃত্যুবরণ করছে, অথচ কত অসুস্থ ব্যক্তি যুগ যুগ ধরে জীবিত রয়েছে।

৪. ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, حَقًّا عَلَىَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ وَقَارٌ وَسَكِيْنَةٌ وَخَشْيَةٌ وَأَنْ يَكُوْنَ مُتَّبِعًا لِآثَارِ مَنْ مَضَى، وَيَنْبَغِي لِأَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَخْلُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْمَزَاحِ وَبِخَاصَّةٍ إِذَا ذَكَرُوا الْعِلْمَ 'ইলম অন্বেষণকারীর জন্য যরূরী হ'ল, আত্মমর্যাদা, স্থিরতা ও আল্লাহভীতি বজায় রাখা এবং পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করা। আর আলেম সমাজের জন্য যরূরী হ'ল নিজেদেরকে হাসি-ঠাট্টা থেকে বিরত রাখা। বিশেষতঃ ইলমী আলোচনার সময়'। তিনি বলতেন, مِنْ آدَابِ الْعَالِمِ أَلاَّ يَضْحَكَ إِلاَّ تَبَسُّمًا 'আলেমের আদব হ'ল মুচকি হাসি ব্যতীত না হাসা' *(মুহাম্মাদ আবু যুহরা, মালেক হায়াতুহু ওয়া আছরুহু পৃ. ৪০)*।

৫. হাসান বছরী বলেন, مِنْ عَلَامَةِ إِعْرَاضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ 'কোন বান্দার নিকট থেকে আল্লাহ্র মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত হ'ল, অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে তার ব্যস্ত হয়ে পড়া' *(ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ৮/২০০)*।

৬. মুজাহিদ বলেন, مَنْ أَعَزَّ نَفْسَهُ أَذَلَّ دِيْنَهُ، وَمَنْ أَذَلَّ نَفْسَهُ أَعَزَّ دِيْنَهُ 'যে নিজেকে মর্যাদাবান মনে করে, সে তার দ্বীনকে লাঞ্ছিত করে। আর যে নিজেকে অবনত করে, সে তার দ্বীনকে সম্মানিত করে' *(হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩/২৭৯)*।

৭. ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, الْعَمَلُ بِغَيْرِ إِخْلَاصٍ وَلَا اقْتِدَاءٍ كَالْمُسَافِرِ يَمْلَأُ جِرَابَهُ رَمْلاً يُثْقِلُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ 'ইখলাছহীন আমল ও (সুন্নাহ্র) অনুসরণবিহীন সৎকর্ম করা ঐ মুসাফিরের ন্যায় যে তার বালুভর্তি বস্তার বোঝা বহন করছে, অথচ সেটা তার কোন উপকারে আসে না' *(আল-ফাওয়ায়েদ পৃ. ৪৯)*।

৮. ইমাম যাহাবী (রহঃ) ইবনু আব্দিল বার্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, إِذَا أَخْطَأَ إِمَامٌ فِي اجْتِهَادِهِ لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ ننسَى مَحَاسِنَهُ وَنُغطِي مَعَارِفَه بَلْ نستغفرُ لَهُ وَنَعْتَذِرُ عَنْهُ 'ইমাম যদি কোন ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল করেন, তবে আমাদের জন্য তার কল্যাণময় দিকগুলি ভুলে যাওয়া এবং তার জ্ঞানবত্তাকে ঢেকে দেওয়া উচিৎ হবে না। বরং আমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তার পক্ষ থেকে ওযর পেশ করব' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৮/১৫৭)*।

৯. ইবনুল জাওযী বলেন, كَمْ أَفْسَدَتَ الْغَيْبَةُ مِنْ أَعْمَالِ الصَّالِحِيْنَ وَكَمْ أَحْبَطَتْ مِنْ أُجُوْرِ العَامِلِيْنَ وَكَمْ جَلَبَتْ مِنْ سَخَطِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- فَالْغِيْبَةُ فَاكِهَةُ الأَرْزَلِيْنَ وَسِلَاحُ الْعَاجِزِيْنَ- 'গীবত কত সৎব্যক্তির আমল বিনষ্ট করল, কত আমলদার ব্যক্তির নেকী নিষ্ফল করে দিল, কতবার জগৎসমূহের প্রতিপালকের ক্রোধ বয়ে আনল। অথচ গীবত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জন্য সুমিষ্ট ফল এবং ব্যর্থ-অপারগদের জন্য অস্ত্র' *(ইবনুল জাওযী, আত-তাযকিরাহ ফিল ওয়া'আয ১২৪ পৃ.)*।

১০. ফুযায়েল বিন 'আয়ায বলেন, الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَنْصَحُ، وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيُعَيِّرُ 'মুমিন (কারো দোষ দেখলে তা) গোপন করে এবং তাকে (গোপনে) নছীহত করে। আর পাপী ব্যক্তি (দোষ গোপন না করে তাকে) অপমান ও (জনসম্মুখে) লজ্জিত করে' *(ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫)*।

সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
পিএইচ.ডি. গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিতা

মযলূমের আর্তনাদ

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

হাত তুলে তাঁর দরবারেতে জানাই আকুল প্রার্থনা
যালিমের অধীন হয়ে থাকবো না আর রইবোনা।
যালিমের যুলুম আল্লাহ শেষ করে দাও বিশ্বতে,
মযলূম হয়ে থাকবে না কেউ রইবে না আর নিঃশ্বতে।
নারী, শিশু, বৃদ্ধরা আজ তুলছে মাতম কান্নারোল,
মা-বোনদের হারিয়ে গেছে বুকের ভাষা মুখের বোল।
সতীত্ব আর ইয্যত মগে মত্ত রইছে লুণ্ঠনে,
হাহাকার আর কান্না শুনি রোহিঙ্গাদের সবখানে।
মুসলমানের বুকফাঁটা আজ ভারী বাতাস কান্নাতে,
মানলে তাদের ধর্মমত ভরবে ধরা জান্নাতে।
শির নোয়ালে তাদের পায়ে দানবে তারা বহুত ঢের,
আল্লাহ ছাড়া মানব খোদাকে মানতে বলে মুসলিমদের।
আজকে মোদের হৃদয় ভরে যাচঞা তব দরবারে,
শক্তি-সাহস দাও বাহুবল ভাসবো না আর অশ্রু নীরে।
ভাইয়ে ভাইয়ে এক করে দাও থাকবে না কেউ দু'মনা,
লড়বে সবাই গড়তে নিজেকে পৃথক হয়ে থাকবো না।
বাহুতে দাও শক্তি-সাহস মনোবল আর অস্ত্রবল,
মুসলিম বিশ্ব এক করে দাও থাকবো না আর দলবেদল।
তোমার নিশান রাখতে উঁচু শক্তি-সাহস চাচ্ছি তাই,
তোমার মদদ পাইলে মোরা জ্বালবো আলো বিশ্বময়।
দাওগো আল্লাহ মুসলমানদের শক্তি-সাহস ভক্তি ঢের,
চমকে উঠুক এই ধরণী নিঃশ্বতে নয় ভয় কিসের?
তারিক, খালিদ, আলী হায়দার পাঠাও আবার এই ভবে,
আযাযীলের কলিজায় কাপন হোক শুরু হোক ফের তবে।
হে আল্লাহ! হে দয়াময় কবুল করো প্রার্থনা,
এক ইলাহীর উচ্চ নিশান ঊর্ধ্বে উড়ুক এ বন্দনা।

আশা-দুরাশা

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

কেবল আশা-দুরাশার মাঝে
মানুষেরা এই পৃথিবীতে ঘর বাঁধে।
মিটিয়াছে কি কাহারো সে স্বপ্ন সাধ আশা-দুরাশা?
জানাইতে তাহা এই পৃথিবীতে এখনো মেলেনি ভাষা।
কত সাধ কত আশা কত রঙ্গীন স্বপ্ন বুকে লয়ে
অকুল পাথারে পাড়ি জমাইতে চলে জীবন তরীটি বেয়ে।
খুঁজিয়াছে আজীবন কোথা প্রেম-প্রীতি ভালবাসা মহব্বত?
জীবনতরীর পাল ছিঁড়ে যায় ভেঙ্গে যায় হাল তবু করে কসরত।
সাগরে ভাসাইয়া সপ্ত ডিঙ্গা মানুষ নিরন্তর
একুল ওকুলে খুঁজিয়া ফিরিছে শুধুই জীবনভর।
কার বুকে আছে প্রেম-প্রীতি আছে স্বজনের বাস
পারলে জুড়াইয়া ফেলিত দুঃখ-বেদনার অগ্নিভরা নিঃশ্বাস।
কিন্তু আশা কুহকিনি যাহা মিটিবার নহে এই পৃথিবীর কোন খানে
দুরাশাই কেবল বাসা বেঁধে আছে ধরণীর সব স্থানে।
মায়ের বুকে রহিয়াছে কত ভালবাসা অকৃত্রিম স্নেহ
কত কষ্ট-ক্লেশে লালন করিছে শিশুটিরে তার ভেবে দেখে না কেহ।
একটু দুঃখ-বেদনা পাইলে শিশু সন্তানটি তার
চোখের পানিতে বুক ভাসে আর ফেটে যায় অন্তর।
পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের বুক ভরা ভালবাসা
মিটাতে পারে না এই ভব পরে জীবনের সব আশা।
দু'দিনের এই খেলাঘরে চলে কেবল স্বার্থের তরে ভালবাসা
স্বার্থ ফুরালে সব চলে যায় দেখে না দুঃখ-দশা।
ভাই-বোন আর আত্মীয়-স্বজন কেহই কারো নয়
সুখ ও শান্তি প্রাপ্তির লোভে ক্ষণেক আপন হয়।
আকাশচুম্বি বাড়ী আর ব্যাংকে বোঝাই টাকা
শীতাতপ বাড়ী ও গাড়ীতে বসেও পায় না সুখের দেখা।
কত ক্ষেত-খামার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে
তবুও যেন শুধু খাবি খায় দুরাশার গহ্বরে পড়ে।
মিটে না সাধ মিটে না আশা সুখের ধরণী তলে
আজীবন হেথা আশা দু'রাশার জ্বালাময় বহ্নি জ্বলে।
হেথায় কাহারো মিটিবে না আশা তবু মিছামিছি খেলা খেলে
সব আশা তার মিটিয়া যাইবে আঁধার কবরে গেলে।

আলোকবর্তিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

ঘন অন্ধকার চারিদিকে
কোথাও কোন আলো নেই,
নেই কোন আলোকিত আলোকবর্তিকা,
চারিদিকে অমাবস্যার মেঘাচ্ছন্ন
ঘোর কালো অন্ধকারে।
আকাশের মিটি মিটি তারার আলোতে
দেখা পথ দেখিতে না পাই কোনমতে
মুক্বাল্লিদ তাক্বলীদের বেড়াজালে
পথ নাহি পায় খুঁজে!
ঘোর কালো অন্ধকারে আত-তাহরীক
আলোকোজ্জ্বল সূর্যদীপ্ত আলো নিয়ে
শত নক্ষত্রের সমাহারে
পথ খুঁজে পেলাম সঠিক।
খোশ আমদেদ খোশ আমদেদ
আত-তাহরীক!!
শত দ্বিধা শত মতবাদ আর সমালোচনা
গোটা দেশ ও জাতিকে গ্রাস করে চলেছে,
যখন লোভের কাছে কুসংস্কারের মাঝে
মানুষ ধর্মের আড়ালে অধর্মের শিক্ষা নিয়ে
কোন ব্যক্তির মুক্বাল্লিদ হয়ে
আস্তিকের আড়ালে হয়ে উঠেছে নাস্তিক।
তখনি তুমি আলোর দিশারী হয়ে
জনতার কাতারে অন্ধকারের মাঝে
জ্বালালে তাওহীদের আলো
হকের প্রদীপ আত-তাহরীক।
মুক্বাল্লিদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অযৌক্তিক যুক্তি
দিশেহারা মানুষ ভ্রান্তির বেড়াজালে
জাল ও দুর্বল হাদীছ আর ক্বিয়াসের চক্করে
যখন রাসূলের আদর্শ মানুষ যাচ্ছে ভুলে,
উজ্জ্বল আলোর আলোকবর্তিকা হয়ে
এসেছে তুমি আত-তাহরীক।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. আল-কুরআন, আল-ফুরক্বান, আত-তানযীল, আয-যিফর।
২. ১০ম হিজরীর ছফর মাসে। ৩. নূহ (আঃ)-এর ছেলের ব্যাপারে।
৪. ১১টি তারকা। ৫. ছামূদ জাতিকে। ৬. কওমে লূতকে।
৭. নূহ (আঃ) স্বীয় কওমের জন্য। ৮. মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায়।
৯. সূরা বাক্বারাহ ২৮২ নং আয়াত। ১০. ত্বা-হা-১ ও ইয়াসীন-১।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)-এর সঠিক উত্তর

১. যুবরাজ মুহাম্মাদ আযম। ২. শায়েস্তা খান।
৩. আওরঙ্গবাদ দুর্গ। ৪. ১৬১০ সালে।
৫. সুবেদার ইসলাম খান। ৬. পুরান ঢাকার আরমানীটোলায়।
৭. নোয়াখালী যেলার বেগমগঞ্জে। ৮. মেহেরপুর যেলায়।
৯. চট্টগ্রামের রাউজানে। ১০. শ্রী ধর্মপাল দেব।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে ব্যভিচারের দণ্ডবিধি আলোচিত হয়েছে?
২. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে চুরির দণ্ডবিধি উল্লিখিত হয়েছে?
৩. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান উল্লিখিত হয়েছে?
৪. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে মুমিন নারী-পুরুষকে দৃষ্টি অবনত রেখে চলতে বলা হয়েছে?
৫. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে?
৬. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে মুহাররামাত মহিলাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে?
৭. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে?
৮. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে ছিয়াম সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে?
৯. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে বাহনে আরোহনের দো'আ উল্লেখ করা হয়েছে?
১০. কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)

১. শহীদ মিনার কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
২. জাতীয় স্মৃতি সৌধ কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
৩. জাতীয় সংসদ ভবন কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
৪. অপরাজেয় বাংলা কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
৫. অমর একুশে কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
৬. সাবাস বাংলাদেশ কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
৭. স্বোপার্জিত স্বাধীনতা কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
৮. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
৯. জাতীয় যাদুঘর কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?
১০. কমলাপুর রেলষ্টেশন কোথায় অবস্থিত এবং এর স্থপতি কে?

সপ্তাহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

সরনজাই, তানোর, রাজশাহী ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার তানোর উপযেলাধীন সরনজাই খাঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গোপালপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন ও সহ-পরিচালক আনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হালীমা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ভবানীগঞ্জ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাগমারা উপযেলা সোনামণি পরিচলনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ও যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুকাম্মাল হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এস.এম. সিরাজুল ইসলাম মাস্টার ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন শহীদুল ইসলাম।

ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন ঝিনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গোদাগাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগরের সহ-পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন ও সহ-পরিচালক রুহুল আমীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মাসঊদ রানা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জামালুদ্দীন।

মুসলিমপাড়া, রংপুর ২৬শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় রংপুর যেলা শহরের মুসলিমপাড়াস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক লাল মিয়া, 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর নূর, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম ও সহ-পরিচালক শাহীনুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাফীস আহনাফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র যেলা সহ-পরিচালক খুরশেদ আলম।

রফিক লেমিনেশন
প্রোঃ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম

ডিলার : বসুন্ধরা ও পার্টেক্স পেপার
পরিবেশক : টোকা ইনক বাংলাদেশ

এখানে সব ধরনের কাগজ, অফসেট প্রেসের কালি, প্লেট, মোজা, ব্ল্যাংকেট এবং যাবতীয় কেমিক্যাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও বইয়ের কভার, ম্যাগাজিন কভার, লেবেল, কার্টুন লেমিনেটিং করা হয়।

যোগাযোগ
৩৮/৩৯, হকার্স মার্কেট, (নিউ মার্কেট), রাজশাহী।
মোবাইল- ০১৭১৬-০৭৭৭৮৪

তাবলীগী ইজতেমা'১৮ সফল হোক

Contents

স্বদেশ

এইডসে মৃত্যুতে এশিয়ায় দশম বাংলাদেশ

প্রাণঘাতী এইডসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হারের দিক দিয়ে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। শীর্ষে আছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। এইচআইভি নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনএইডস সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে। ইউএনএইডসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৬ সালে এইডসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রায় এক হাযার ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। একই বছর ভারতে মারা গেছে ৬২ হাযার মানুষ। আর এসময় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে মারা যায় প্রায় ১ লাখ ৭০ হাযার জন। যদিও ২০১০ সালে এ সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৪০ হাযারের বেশী। সংস্থাটির এ তালিকায় অবশ্য চীনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, দেশটিতে গত বছর মৃত্যুর সংখ্যা ৪ লাখ ৩০ হাযার থেকে ১৫ লাখের মতো হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তথ্য দেয় না চীন সরকার।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এশিয়ায় এইডসে অক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে ইন্দোনেশিয়া, তৃতীয় থাইল্যাণ্ড, চতুর্থ ভিয়েতনাম, পঞ্চম মিয়ানমার, ষষ্ঠ মালয়েশিয়া, সপ্তম পাকিস্তান, অষ্টম কম্বোডিয়া, নবম অবস্থানে নেপাল। আর বাংলাদেশের সঙ্গে দশম স্থানে রয়েছে ফিলিপাইন।

ইউএনএইডসের প্রতিবেদনে আরও উঠে এসেছে, বর্তমানে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ৫১ লাখ মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত। অথচ চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পায় মাত্র ২৪ লাখ রোগী। আর এইচআইভির কারণে মৃত্যুতে সারা বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থান তৃতীয়। এর আগে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নাইজেরিয়া।

[ইসলাম সঠিকভাবে মেনে চললে কোন মুসলিম ব্যক্তি এইডসে আক্রান্ত হ'তে পারে না। কেননা সমকামিতাই এর প্রধান কারণ। আর সমকামিতা নারী-পুরুষে ব্যভিচারের চাইতে মহা পাপ। এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই পাপের সুদূর প্রসারী ক্ষতির বিবেচনাতেই ইসলামে এই কঠোর শাস্তির বিধান ঘোষিত হয়েছে দেড় হাযার বছর পূর্বেই। অতএব হে মুসলিম! জাহান্নামকে ভয় কর! (স.স.)]

সাহায্যের আড়ালে খ্রিষ্টান বানানো হচ্ছে রোহিঙ্গাদের

রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগ ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারী গ্রুপগুলো। রোহিঙ্গাদের সাহায্যের নামে সহজেই চলছে তাদের ধর্মান্তরিত করার কাজ। কখনো গোপনে আবার কখনো প্রকাশ্যে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজটি করছে কয়েকটি এনজিও। প্রাথমিক হিসাবে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত দু'হাযারের বেশী রোহিঙ্গাকে প্রলুব্ধ করে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের খ্রিষ্টান বানানোর কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে 'ঈসায়ী চার্চ বাংলাদেশ' (আইসিবি) নামের একটি সংগঠন। এই সংগঠনের প্রায় ১৫ জন নেতা উখিয়া ও টেকনাফে দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। নগদ টাকা দেয়া ছাড়াও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। কক্সবাজার শহরের কয়েকটি অভিজাত হোটেলে তারা অবস্থান করে মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানানোর কাজ করে যাচ্ছেন। একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে রোহিঙ্গাদের প্রলুব্ধ করে খ্রিষ্টান বানানোর বিবরণ।

তথ্য মতে, খ্রিষ্টান বানানোর কাজে নিয়োজিত 'আইসিবি'কে অর্থায়ন করছে নেদারল্যান্ডস ও আমেরিকাসহ কয়েকটি দেশ। এ সংগঠনটি ১১ থেকে ১৫ জন খৃষ্টান হওয়া রোহিঙ্গাকে বাছাই করেছে, যাদেরকে প্রতি মাসে পাঁচ হাযার টাকা করে দেয়া হয়। তাদেরকে প্রতি মাসে কক্সবাজার শহরের একটি ব্যাপ্টিস্ট চার্চে পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই ১৫ জনকে সুপারভাইজ করেন কুতুপালং ব্লক বি-১ এ বসবাসরত জনৈক আবু তাহের (৪২)। ধর্মান্তরিত রোহিঙ্গাদের খ্রিষ্টান নাম দেয়া হ'লেও কৌশল হিসাবে মুসলিম নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

এ কাজে নেতৃত্ব দেয়া এক রোহিঙ্গা নূরুল ইসলাম ফকীরের ছেলে এহসানুল্লাহ (৩৫) বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে কয়েক বছর আগে নরওয়ে পাড়ি দেয় এবং সেখান থেকে টাকা পাঠাতে থাকে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান পরিবারগুলোর জন্য। তার পাঠানো টাকায় কুতুপালং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শিবিরের বি ব্লকে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই স্কুলে বর্তমানে ৩০ জন ছাত্র আছে। নূরুল ইসলাম ফকীরের নেতৃত্বে প্রতি রোববার চলে প্রার্থনা কার্যক্রম। তথ্য মতে, এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ পরিবারকে খ্রিষ্টান বানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

[ইসলামী এনজিওগুলিকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। অন্যদিকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইন্দোনিশিয়ার পূর্ব তিমুর ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা নিন। এদেরকে নিষিদ্ধ করুন! (স.স.)]

সূদের কারবার ছেড়ে ভ্যান চালিয়ে হালাল উপার্জনের পথে নেমেছেন কোটিপতি শাহীন

'সূদের টাকায় সুখ নাইরে ভাই। গায়ের ঘাম ঝরিয়ে আয়ে যে শান্তি, সে শান্তি আর কিছুতেই নেই। যতদিন বেঁচে আছি ভ্যান চালিয়ে খাব। আর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইব। তবুও সূদ আর খাব না'। সম্প্রতি বাগেরহাটের চিতলমারী বিপদের মোড়ে বসে এমনটাই বললেন কোটিপতি ভ্যানচালক শাহীন মুন্সী। তিনি জানান, এক সময় বেকার ছিলেন। সংসার চালাতে খুব কষ্ট হ'ত। সেই কাবুলিওয়ালাদের যুগ থেকে এখনও চিতলমারীতে সূদের কারবার জমজমাট। এখানে যারা সূদের কারবার করে তারাই দাপটের সাথে বসবাস করে। তাই ভালো থাকার তাকীদে শাহীনও সূদের ব্যবসা শুরু করেন। খুব অল্প সময়ে তিনি কোটিপতি বনে যান। নিজের বসবাসের জন্য তৈরী করেন তিনতলা ভবন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তার মনে পাপবোধ কাজ করতে শুরু করে। কারবারেও নামে ধ্বস। তাই সিদ্ধান্ত নেন আসল টাকা ফেরত পেলে আর সূদের কারবার নয়, অন্য কিছু করতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। ভ্যান কিনে তা নিজেই চালানো শুরু করেন। শাহীন বলেন, 'ভুল যা করার তা করেছি। আর করব না। কোটিপতি হ'লেও মনের সুখই আসল সুখ। তাই যতদিন বেঁচে আছি ভ্যান চালিয়ে খাব। তবুও আর সূদ খাব না।

[শাহীন মুন্সী এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তওবাকারী। আমরা তাকে খোশআমদেদ জানাচ্ছি এবং অর্থলোভীদেরকে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

দেশে প্রথমবারের মত যাত্রা শুরু করল কম্পিউটার উৎপাদন কারখানা

গাযীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন ডিজিটেক ইন্ডাস্ট্রিজে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হ'ল দেশের প্রথম কম্পিউটার উৎপাদন কারখানার। সেই সঙ্গে স্মার্টফোনের পর বাংলাদেশের নাম যুক্ত হ'ল কম্পিউটার উৎপাদনকারী দেশের তালিকায়। গত ১৮ই জানুয়ারী দেশের প্রথম এই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদন কারখানা উদ্বোধন করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ওয়ালটনের কারখানায় মাদারবোর্ড তৈরি হচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যেই কম্পিউটারের সমস্ত কিছুই যেমন র‍্যাম, এএসডি ডিভাইসেস ইত্যাদি তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে।

ওয়ালটনের কর্মীরা জানান, বর্তমানে মাদারবোর্ড কারখানাটিতে ৫০ জনের মতো কর্মী রয়েছে। সেখানে দিনে ২০০ টির মতো

মাদারবোর্ড তৈরী হচ্ছে। তবে ল্যাপটপ ও স্মার্টফোন কারখানায় একজন কর্মী প্রায় এক হাযার ২০০ ডিভাইস নিয়ে কাজ করেন।

ওয়ালটন কর্তৃপক্ষ দাবী করেছে, কারখানায় মাসে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৬০ হাযার ইউনিট ল্যাপটপ, ৩০ হাযার ইউনিট ডেস্কটপ ও ৩০ হাযার ইউনিট মনিটর। পর্যায়ক্রমে কম্পিউটারের অন্যান্য এক্সেসরিজসহ পেন ড্রাইভ, কিবোর্ড এবং মাউস উৎপাদন করবে ওয়ালটন। এ কারখানায় এক হাযার লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

৪ বছর ধরে টাকা জমিয়ে যৌতুকের টাকা ফেরৎ

চতুর্থ শ্রেণী পাশ হার্ডওয়্যার দোকানের কর্মচারী এরশাদ আলী। চার বছর পর বিয়ের সময় যৌতুকের নেওয়া টাকা ফেরৎ দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এলাকায় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে নীলফামারীর জলঢাকা পৌর শহরের সবুজপাড়া এলাকায়।

প্রায় চার বছর আগে রোজিনা বেগমকে বিয়ে করেন এরশাদ আলী। সে সময় যৌতুক হিসাবে ৯০ হাযার টাকা নেয় এরশাদের পরিবার। যৌতুকের সেই অভিশপ্ত দেনা গত ১৯শে জানুয়ারী এলাকাবাসীর সামনে ৪০ হাযার টাকার একটি গরু ও নগদ ৫০ হাযার টাকা মেয়ের মা রাবেয়া বেগমের হাতে তুলে দিয়ে দায় মুক্ত হন এরশাদ। স্ত্রী রোজিনা বেগম জানান, বিয়ের পর হ'তে স্বামী বার বার বলত, যৌতুক নেওয়া অপরাধ। রোজিনা তুমি শুধু দো'আ কর, আমি এই যৌতুকের দায় হ'তে যেন তাড়াতাড়ি মুক্ত হ'তে পারি।

এরশাদ আলী জানায়, প্রায় চার বছর আগে পরিবারের পসন্দে আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের রাত হ'তেই ভাবছিলাম যৌতুকের এই দেনা থেকে আমি কবে মুক্তি পাব? এছাড়া যৌতুক নামক কথাটি আমি ঘৃণা করি। কিন্তু অভিভাবকদের উপর কথা বলারও স্পর্ধা আমার নেই। একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম, এ টাকা আমি পরিশোধ করবই। প্রায় তিন বছর হ'তে তিলে তিলে সঞ্চয় করে আমি সেই টাকা যোগাড় করে আমার শ্বাশুড়ির হাতে শুক্রবার তুলে দেই। এখন আমি দায় মুক্ত। যেন বুকের উপর হ'তে অদৃশ্য বিশাল এক ওযন নেমে গেল।

এ ঘটনাটির সত্যতা স্বীকার করে শ্বাশুড়ি রাবেয়া বেগম বলেন, এমন জামাই কয়জনের ভাগ্যে জোটে? তিনি আরও বলেন, আমার জামাইয়ের এমন কাজে আমি গর্বিত। রোজিনার বিয়ের সময় জমি বন্ধক ও গরু বিক্রি করে জামাইয়ের অভিভাবকদের হাতে নগদ ৯০ হাযার টাকা যৌতুক হিসাবে দেই। চার বছর পর জামাই তা আমাকে ফেরত দিল। আমি জামাইয়ের জন্য দো'আ করি। এমন সন্তান যেন দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে জন্ম নেয়। ঐ এলাকার মসজিদের ইমাম আকবর আলী জানান, এ এক বিরল ঘটনা। এরশাদের এমন মহৎ উদ্যোগ দেখে আমাদের সমাজের মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

[আমরা এরশাদকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে যৌতুক লোভীদেরকে আল্লাহ্র গযবের হাত থেকে বাঁচার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

আলো ইলেকট্রিক ডেকোরেটর

এখানে যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য গেইট, প্যাণ্ডেল, মাইক, লাইটিং, ডেকোরেটর দ্রব্যাদি ভাড়া পাওয়া যায় এবং সর্বপ্রকার খাবার সরবরাহ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ সফল হোক

রাণীবাজার (ভাংড়িপট্টির সন্নিকটে)
রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-১১৭০৬৮

বিদেশ

বৃটিশদের খাবার সময় নেই : কিন্তু একাকীত্ব সামলাতে নতুন মন্ত্রণালয়

আধুনিক জীবনের বাস্তবতা বড়ই কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে ব্রিটিশদের জন্য। কাজের ব্যস্ততায় খাওয়ার সময়ও পাচ্ছে না তারা! প্রধান ভোজ, রাতের খাবারে গড়ে তারা সময় পায় মাত্র ২১ মিনিট। এ সময় পরিবারের অন্য সদস্যদেরও পাচ্ছে না খাবার টেবিলে। পেলেও সেটুকু সময়ে ভাগ বসাচ্ছে স্মার্টফোন, কম্পিউটার। বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ওপিনিয়ন ম্যাটারস' প্রতিবেদনটি তৈরী করেছে।

জরিপটি বলছে, পরিবারের সদস্যদের ক্রমে বেড়ে যাওয়া ব্যস্ততা আর কাজের ভিন্ন সময়সূচীই নাকি খাবারের টেবিলের এমন চেহারা তৈরী করে দিয়েছে। ৫৭ শতাংশ জানিয়েছেন, প্রতি রাতে তারা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খাওয়ার সুযোগ পান না। আর ৫৫ শতাংশ বলেছেন, তাদের খাওয়ার সময়টুকুতেও ভাগ বসায় স্মার্টফোন, কম্পিউটার বা টিভি। খাবার টেবিলই নেই ২০ শতাংশ পরিবারে। মাত্র ২ শতাংশ পরিবারে নিয়মিত একত্রে খাবার ব্যবস্থা থাকে।

তবে এই বাস্তবতায় বেশ হতাশ ব্রিটিশরা। জরিপে অংশ নেওয়া ৪৭% জানিয়েছেন, প্রতিদিন অন্তত একবেলাও যদি পরিবারের অন্যদের সঙ্গে বসে খাওয়ার সময় পাওয়া যেতে, তাহ'লে তারা খুশী হ'তেন। অক্সফোর্ডভিত্তিক সোশ্যাল ইস্যু রিসার্চ সেন্টারের প্যাট্রিক আলেক্সান্ডার বলেন, এই জরিপের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, বৃটিশরা উপলব্ধি করছে, একসঙ্গে খাওয়ার ব্যাপারটা তাদের জীবনকে সুখী করে তুলতে পারে এবং একাত্মতাবোধের বিকাশ ঘটাতে পারে।

একই সাথে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রিটিশ নাগরিকদের একটি বড় অংশ একাকীত্বে ভুগছে। তাদের সহায়তা করতে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় তৈরী করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। এ ঘোষণায় তিনি বলেন, বহু মানুষের জন্য আধুনিক জীবনের দুঃখজনক এক বাস্তবতা হলো একাকীত্ব। এ সমস্যা মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। ফলে নতুন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ট্রেসি ক্রাউচকে।

[হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও! আমি তোমার হৃদয়কে সচ্ছলতা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। আর যদি অবসর না হও তাহ'লে আমি তোমার দু'হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব এবং কখনোই তোমার অভাব দূর করব না' (তিরমিযী হা/২৪৬৬) (স.স.)]

গোশত বিক্রি নিষিদ্ধ করায় বয়স্ক গরু নিয়ে বিপাকে ভারত

ভারতে মোদি সরকারের ক্ষমতায় গরুর গোশত বিক্রি ও যবেহ নিষিদ্ধ করায় বয়স্ক ও দুধ দেয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাওয়া গরু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ভারতের খামারিরা। এতে করে কৃষক ও গরুর খামারিরা তাদের পশু বিক্রি করতে না পেরে আর্থিক লোকসানে পড়ছেন। বয়স্ক গরু বিক্রি না করতে পেরে তারা নতুন গাভীও কিনতে পারছেন না। দেশটিতে রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে খামারিরা এ সমস্যায় পড়েছেন।

ভারতের মোট ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ২২টিতেই গবাদি পশুর গোশত বিক্রি নিষিদ্ধ। আইনে থাকলেও নিষেধাজ্ঞা এতকাল কার্যকর ছিল না। তবে ২০১৪ সালে হিন্দু মৌলবাদী দল বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। কিছু কিছু রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা কড়াকড়িভাবে কার্যকর করা শুরু হ'লে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

[মানুষের খাদ্য হিসাবে যে গবাদি পশুর সৃষ্টি, তাকে পুজ্য হিসাবে ব্যবহার করলে এমনিতরো বিপাকে পড়তেই হবে। অতএব ভারতের জ্ঞানী সমাজ এগিয়ে আসুন (স.স.)]

Contents

মুসলিম জাহান

নিজের মায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসায় স্বামীকে ডিভোর্স!

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্সের অনেক অদ্ভূত কারণ প্রায় সময়ই জানা যায়। কিন্তু সঊদী আরবে এবার যেটা ঘটেছে, সেটা আগের সব 'অদ্ভূতকে' ছাপিয়ে গেছে। সেখানে এক নারী তার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছেন সে নিজের মায়ের চেয়ে স্ত্রীকে বেশী ভালোবাসে এই অপরাধে। এ ঘটনায় ২৯ বছর বয়সী ঐ ব্যক্তি (স্বামী) অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। তিনি বলেন, বিয়ের পর থেকে স্ত্রীর কোন আবদারই তিনি অপূর্ণ রাখেননি। স্ত্রীর জন্য তিনি নিজের পরিবারকেও ছেড়েছেন। স্ত্রীও অবশ্য আদালতে এ কথা স্বীকার করেছেন যে স্বামী তাকে অনেক ভালোবাসে। কিন্তু এই বেশী ভালোবাসাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য। ডিভোর্স দেওয়ার পেছনে যুক্তি পেশ করে নারীর বক্তব্য- 'যে ব্যক্তি নিজের মাকে পরিত্যাগ করতে পারে, সে যেকোন সময় আমাকেও ছেড়ে যেতে পারে। আমি এ ধরনের কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। তা ঐ দিনের অপেক্ষায় না থেকে আমি বরং তাকে আগেই পরিত্যাগ করতে চাই'। সঊদী আদালত এরই মধ্যে ঐ নারীর আবেদন গ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে প্রশংসাও করেছেন তার।

[এখানে উভয়ে বাড়াবাড়ির মধ্যে না গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনেই কল্যাণ ছিল বেশী। আমরা অন্যদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলব' (স.স.)]

সঊদী আরবের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি আলী মুহাম্মাদের মৃত্যু

সঊদী আরবের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ আলী ইবনে মুহাম্মাদ মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৪৭ বছর। চার বছর আগে তিনি সঊদী আরবের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। জানা যায়, এ দীর্ঘ জীবনে তিনি কখনো হাসপাতালে যাননি। তিনি ঘরেই সবজি ও ফলের জুস করে খেতেন। চিনিযুক্ত খাবার তিনি কখনোই গ্রহণ করেননি। প্রতিদিন এশার ছালাত আদায়ের পর ঘুমাতে যেতেন ও ফজরের আগেই উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতেন। ১০০ বছর বয়সেও তিনি নিয়মিত স্বীয় আবাসভূমি থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করতেন। ইয়াহইয়া নামে পরিবারের এক সদস্য বলেছেন, তিনি সবসময় নিজের ক্ষেতের অর্গানিক খাবার খেতেন। তার খাবার তালিকায় ছিল গম, ভুট্টা, বার্লি ও মধু। তিনি নিজ খামারের গবাদি পশুর গোশত খেতেন। তিনি প্রক্রিয়াজাত খাবার ও ভূরিভোজ এড়িয়ে চলতেন। মৃত্যুর আগে শেখ আলী বলেছেন, আগেই জীবন সুন্দর ছিল। এখন মানুষ আর আগের মতো নেই। তাই আমি মানুষের মধ্যে একাকীত্ব অনুভব করি।

[আধুনিক নামধারীরা এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটির অনুভূতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এক টেস্টে শনাক্ত হবে ৮ ধরনের ক্যান্সার

রক্তে ক্যান্সারের উপস্থিতি শনাক্তে সার্বজনীন একটি পরীক্ষার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা, যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসাবে দেখা হচ্ছে।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই রক্তের একটি মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে দেহে আট ধরনের ক্যান্সারের প্রাথমিক অস্তিত্ব শনাক্ত করা সম্ভব। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এমন একটি রক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছেন, যাতে রক্তপ্রবাহে থাকা টিউমারের পরিবর্তিত ডিএনএ ও প্রোটিনের ক্ষুদ্র চিহ্ন শনাক্ত করা যায়। এরই মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হাযারো রোগীর মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে এ পদ্ধতির সফলতা দেখতে পেয়েছেন তারা।

গবেষকেরা বলছেন, পদ্ধতিটি কার্যকর বলে নিশ্চিত হ'লে বছরে মাত্র একবার রক্ত পরীক্ষাতেই যে কেউ তার দেহে ক্যান্সারের অস্তিত্ব আছে কি-না তা জানতে পারবেন। এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যান্সার ধরা পড়বে, সম্ভব হবে চিকিৎসা করা।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের ড. ক্রিস্টিয়ান টমাসেট্টি বলেন, 'প্রাথমিকভাবে (ক্যান্সার) শনাক্ত করা বেশ কঠিন, যদিও এ পরীক্ষার ফল বেশ চমকপ্রদ। আমার ধারণা, এটি ক্যান্সারজনিত মৃত্যু কমাতে বিরাট ভূমিকা রাখবে'। যত দ্রুত ক্যান্সার শনাক্ত করা যাবে ততই রোগটি থেকে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। আটটির মধ্যে পাঁচ ধরনের ক্যান্সারেই প্রাথমিক অবস্থায় তা শনাক্ত করার কোন উপায় নেই। অগ্নাশয়ের ক্যান্সারের লক্ষণও এতই কম এবং ধরাও পড়ে এত দেরীতে যে, এ ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রতি পাঁচজনের চারজনই ক্যান্সার শনাক্তের বছরই মারা যান।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

কেজি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বি.এম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডাঃ যাকির নায়েকের বই সহ সকল প্রকার কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মোবাইল: ০১৬৭০-৬১৯৯০৬, ০১১৯৭-১১৭৯২৮, ০১৭৪৫-০০৩৩৩১।

সমবায় মার্কেটের পূর্ব পার্শ্বে, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মেডিকেল : ৭৭৪৩৩৫, ফায়ার সার্ভিস : ৭৭৪২২৪, রাজপাড়া থানা : ৭৭৬০৮০, বিদ্যুৎ (অভিযোগ) : ৭৭৩৪২২, দারুস সালাম : ৭৭৪৪৩৯, বোয়ালিয়া থানা : ৭৭৪৩০২।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন ॥ নরসিংদী

হাদীছ ভিত্তিক সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধ হৌন!

-আমীরে জামা'আত

নরসিংদী ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বাগহাটা নূর আফতাব আদর্শ বিদ্যাপীঠ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ সমূহের বেড়া ভেঙ্গে আসুন আমরা সকলে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মযবুত হাতল আঁকড়ে ধরি। উল্লেখ্য যে, ভাষণ দানের পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্থানীয় হাইস্কুল মিলনায়তনে 'আন্দোলন'-এর সুধীদের সঙ্গে প্রথমে বৈঠক করেন। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে নরসিংদী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন ও 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাম প্রমুখ। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন শিলমান্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ আব্দুল বাকির।

যেলা সম্মেলন ॥ দিনাজপুর-পূর্ব

কবরের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

-আমীরে জামা'আত

বিরামপুর, দিনাজপুর ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বিরামপুর উপযেলাধীন বিরামপুর ফাযিল মাদরাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মৃত্যুকে সামনে রেখে আমাদের সকল কাজ করা উচিৎ। কবর হ'ল আখেরাতের প্রথম মনযিল। সেখানে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সংশোধন করে নেওয়া কর্তব্য।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম, মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী (নওগাঁ) ও বিরামপুর পৌরসভার মেয়র লিয়াকত আলী প্রমুখ।

যেলা সম্মেলন ॥ খুলনা

আল্লাহ্র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করুন!

স্রেফ আখেরাতের লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনে ব্রতী হউন!

-আমীরে জামা'আত

খুলনা ১০ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে শহরের পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আখেরাতের লক্ষ্যেই দুনিয়া করতে হবে, দুনিয়ার লক্ষ্যে আখেরাত নয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' স্রেফ আখেরাতের লক্ষ্যেই পরিচালিত। অতএব ফিরে আসুন আল্লাহ্র বিধানের কাছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হউন।

পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলের সাবেক হেডমাস্টার জনাব মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম এবং উপস্থিত ছিলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হোসাইন মুক্তাদির, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, বাগেরহাট যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শু'আয়েব, মাওলানা যাকারিয়া ও মাওলানা আল-আমীন প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

ত্রিমোহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা ২০শে জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকার খিলগাঁও থানাধীন ত্রিমোহনী পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, খুব সংক্ষেপে আল্লাহ বলেছেন, 'আমার রাসূল যা তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর *(হাশর ৫৯/৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার সব উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল তারা ব্যতীত যারা তাতে অসম্মত। যারা আমার অনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, সে জান্নাতে যেতে অসম্মত *(বুখারী)*। কথা খুবই সোজা। কিন্তু আমরা হয়েছি বাকা। তাই হাযারো মতভেদে জর্জরিত আজ মুসলিম সমাজ। কুরআন-হাদীছ থাকার পরেও তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটায় ও নিজেদের মনগড়া রায়-কিয়াস দিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন

পরিচালনা করে। এসব থেকে অবশ্যই মুখ ফেরাতে হবে এবং সবাইকে আহলেহাদীছ আন্দোলনে মনোনিবেশ করতে হবে।

অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর আযাদ সবুজ প্রমুখ।

মহিলা ও সুধী সমাবেশ

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দোতলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ এবং একই সাথে নীচ তলায় সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজে আদেশ করে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করে' *(তওবাহ ৭১)*। আল্লাহ্র বাণীর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে মুমিন নারী ও পুরুষের মৌলিক কর্তব্য। তিনি বলেন, সমাজ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার মধ্যেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এজন্য সকলকে জামা'আতবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন ও 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' উক্ত লক্ষ্যে পরিচালিত। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি আলহাজ্জ তমীযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

নেত্রকোনা ৪ঠা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নেত্রকোনা সদর থানাধীন মৌজেবালী গ্রামে আযহারুল ইসলামের বাড়ীতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর হিতৈষী মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন নেত্রকোনা শহরের বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক মুহাম্মাদ দ্বীন ইসলাম ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

হাসানুগাঁও, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা ৫ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কলমাকান্দা থানাধীন হাসানুগাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা এ.কে.এম তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ আছর যেলার কলমাকান্দা থানাধীন বানাইকোনা আহলেহাদীছ মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা এম.এ. কাফী (মুকুল)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

ঐ দিন বাদ মাগরিব কলমাকান্দা থানাধীন নল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলমাকান্দা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা মুঈনুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম।

বারহাটা, নেত্রকোনা ৭ই জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বেলা ২-টায় যেলার বারহাটা থানাধীন গোপালপুর বাযার শরীফা সু-ষ্টোরে এক মতবিনিময় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শরীফা সু-ষ্টোরের মালিক মুহাম্মাদ মুতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন রাত ৮-টায় সুনামগঞ্জ যেলার ধর্মপাশা থানাধীন হোলিকান্দা গ্রামে মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমের বাড়ীতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা ৮ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মোহনগঞ্জ পৌর বাযারের ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ মোকছেদ হোসেন (লিফন)-এর বাসায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহনগঞ্জ বাযারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

একই দিন বাদ এশা যেলার মদন থানাধীন হাওড় ও ভাটী অঞ্চলের নবনির্মিত কদমশ্রী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ক্যাশিয়ার মাজেদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

চরশিরকলদী, ময়মনসিংহ ৯ই জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ এশা ময়মনসিংহ সদর থানাধীন চরশিরকলদী বাযার বায়তুল আমান জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

বোরোরচর বনপাড়া, ময়মনসিংহ ১০ই জানুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ এশা ময়মনসিংহ সদর থানাধীন বোরোরচর বনপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ক্যাশিয়ার সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

অলহরি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৩ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরি ঘাটপাড় ফরাযী বাড়ী জামে মসজিদে এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

খাগাটী জামতলী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৪ই জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানাধীন খাগাটী জামতলী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাগাটী জামতলী ফাযিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা কবীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

আন্ধারিয়াপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ ১৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ফুলবাড়িয়া থানাধীন আন্ধারিয়াপাড়া নামাপাড়া নহর মণ্ডলের বাড়ী সংলগ্ন পাঞ্জেগানা মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সহ-সভাপতি আফাযুদ্দীন মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আযীয। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম।

একই দিন বাদ এশা উক্ত গ্রামের নহর মণ্ডলের বাড়ীতে এক মহিলা তা'লিমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তালিমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম ও অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আযীয প্রমুখ।

বেতকা, সখীপুর, টাঙ্গাইল ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সখীপুর থানাধীন বেতকা গ্রামে নির্মাণাধীন মাদ্রাসা ময়দানে এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ হুমায়ূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

সোহাগদল, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠী থানাধীন সোহাগদল দারুসসালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহবূবুব আলম ও প্রচার সম্পাদক মাহবূবুল হাসান মুরাদ প্রমুখ।

গোবরা, গোপালগঞ্জ ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ এশা যেলার সদর থানাধীন গোবরা চৌধুরী পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি শাহ আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম ক্বারী মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক।

পানিপাড়া, নড়াগাতী, নড়াইল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার নড়াগাতী থানাধীন পানিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মাষ্টার সারওয়ার জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আব্দুর রাকীব।

চরতালা, গোপালগঞ্জ ৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার সদর থানাধীন মধুমতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত চরাঞ্চলে নব প্রতিষ্ঠিত চরতালা সালাফিয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা মফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন অত্র মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মাওলানা যমীরুদ্দীন শেখ।

বিলব্যাওচ, কালিয়া, নড়াইল ৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কালিয়া থানাধীন বিলব্যাওচ মদীনা জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সহ-সভাপতি শেখ আব্দুল আউয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কালিয়া শহীদ আব্দুস সালাম ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ কামাল মাহমূদ, পানিপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আব্দুর রাকীব ও পুঠিমারী নড়াগাতী মাদরাসার পরিচালক মাওলানা শহীদুল্লাহ প্রমুখ।

যুবসংঘ

দাওকান্দী, দূর্গাপুর, রাজশাহী ৮ই জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার দূর্গাপুর থানাধীন দাওকান্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দাওকান্দী এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক ফুরক্বান আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সাতক্ষীরা যেলা শহরের বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বাঁকাল মারকায এলাকা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাফীস আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলাওয়ার হোসাইন, অর্থ সম্পাদক শফিউল্লাহ ও তাবলীগ সম্পাদক নাজমুল আহসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আবু তাহের। উল্লেখ্য যে, এ সময় যেলার আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব অডিট করা হয়।

কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী ২১শে জানুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল ও সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান।

লাল জুম'আ, ডিমলা, নীলফামারী ২২শে জানুয়ারী সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার ডিমলা থানাধীন লাল জুম'আ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও যেলা পরিচালক আব্দুল খালেক। উল্লেখ্য, এ সময় অত্র যেলার আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব অডিট করা হয়।

Contents

একই দিন বাদ এশা যেলার সৈয়দপুর শহরস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

আল-'আওন

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ১৩ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ক্ষেতলাল থানার মালিগাড়ী পশ্চিম মাঠে 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ ছাকিব, প্রচার সম্পাদক রাকীবুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। পরামর্শ শেষে ডাঃ আব্দুল মতীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নাজমুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১৭-১৯ সেশনের জন্য 'আল-আওনে'র ৫ সদস্য বিশিষ্ট জয়পুরহাট যেলা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে 'আল-'আওনে'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ৪৭ জন সদস্যের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয় এবং দাতা সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়।

প্রবাসী সংবাদ

আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় সঊদী আরবের আল-ক্বাছীম যেলার আল-খাবরা এলাকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সঊদী আরব শাখার উদ্যোগে বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমান মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আখতার মাদানী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী, আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম সঊদী আরব শাখার সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নছীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন। এছাড়া গ্রুপভিত্তিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন ইমরান হোসাইন মোল্লা এবং আল্লাহ্র বড়ত্ব বিষয়ক ভিডিও প্রদর্শন করেন মুহাম্মাদ আলী হায়দার। সম্মেলনে রিয়াদ, জেদ্দা, মদীনা, খাফজী, আল-ক্বাছীম ও দাম্মাম প্রভৃতি যেলা থেকে প্রায় দুইশত দায়িত্বশীল ও কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই মাদানী।

রিয়াদ, সঊদী আরব ২রা ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব রিয়াদস্থ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ছানাইয়া আছেমো শাখার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। তাবলীগী ইজতেমায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রচার সম্পাদক সোহরাব হোসেন, দফতর সম্পাদক এমরান সাঈদ মোল্লা ও আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের উপদেষ্টা কালামুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখার দায়িত্বশীল মুনীর হুসাইন।

ড. মুছত্বফা আ'যমীর মৃত্যু

সমকালীন যুগে হাদীছ শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল ড. মুছত্বফা আ'যামী ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ইং সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ১৯৩০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার 'মউ' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে তিনি মিসরে গমন করেন এবং ১৯৫৫ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে রিয়াদের কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অবসরের পর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'প্রফেসর এমিরেটাস' হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি আমেরিকার মিশিগান, প্রিন্সটন এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে শিক্ষকতা করেন। ১৯৮০ সালে ইসলামী গবেষণার জন্য তাঁকে সম্মানজনক কিং ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হ'ল- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه যেটি তিনি তাঁর ইংরেজী ভাষায় রচিত পিএইচডি থিসিস Studies in early Hadith literature with a critical edition of some early texts–এর আরবী অনুবাদ হিসাবে প্রকাশ করেন কিছুটা বিস্তৃত কলেবরে। ১৯৮০ সালে বৈরূতের আল-মাকতাবুল ইসলামী ১ম এটি প্রকাশ করে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হ'ল, Schacht's origins of Muhammadan Jurisprudence, Hadith Methodology and Literature, The History of the Qur'anic Text from Revelation to Compilation প্রভৃতি। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সুনান ইবনু মাজাহ'র প্রথম কম্পিউটারাইজড ভার্সন সম্পাদনা করেন। এছাড়া তিনি মুওয়াত্ত্বা মালেক ও ছহীহ ইবনু খুযায়মার তাহকীক করেছেন। ১৯৭৭ সালে তুরস্কে প্রাপ্ত ছহীহ বুখারীর একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও তিনি সম্পাদনা করেছেন। তিনি আধুনিক যুগে ইসলামের মৌলিক উৎস তথা কুরআন ও হাদীছের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের সবচেয়ে শক্তিশালী জবাব দিয়েছেন। বিশেষতঃ হাদীছের বিরুদ্ধে গোল্ডযিহের, মার্গোলিয়োথ, জোসেফ শাখত প্রমুখ প্রাচ্যবিদদের অব্যাহত সমালোচনার গতি রুদ্ধ করতে তাঁর ইলমী জবাবসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এজন্য বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হিসাবে তিনি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সমানভাবে সমাদৃত। পশ্চিমা পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে জবাব দেয়ার জন্য তিনি লেখনীর মাধ্যম হিসাবে প্রধানতঃ ইংরেজীকে বেছে নিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ১ কন্যা ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। তাঁর কন্যা ড. ফাতেমা আ'যমী বর্তমানে আরব আমিরাতের শেখ যায়েদ ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা এবং পুত্র ড. আক্বীল আ'যমী রিয়াদের কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। অপর পুত্র ড. আনাস আ'যমী রিয়াদের একটি হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত আছেন।

[আমরা এই মহান গবেষক ও হাদীছের খাদেমের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান দান করুন- আমীন (স.স)।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২০১) : মুক্বীম অবস্থায় ভুলবশতঃ একটানা দু'দিন দু'রাত মোযার উপর মাসাহ করে ওযূ ও ছালাত আদায় করা হয়েছে। এক্ষণে উক্ত ছালাতগুলি পুনরায় আদায় করতে হবে কি? আর মাসাহের সময়কাল কখন থেকে শুরু হবে?

-মাসঊদ পারভেয
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তর : এক দিন ও একরাতের ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। কারণ মুকীমের জন্য মোযার উপর মাসাহ করার বিধান একদিন ও একরাত *(মুসলিম হা/২৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৫৫৫; মিশকাত হা/৫১৭; ছহীহাহ হা/৩৪৫৫)*। আর মাসাহের মেয়াদকাল শুরু হবে মোযার উপর প্রথম মাসাহ করা থেকে; ওযূ করার সময় থেকে বা ওযূ করার পর প্রথম ওযূ ভঙ্গ হওয়া থেকে নয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته 'যে সময়ে সে মাসাহ করবে, তখন থেকে একদিন একরাত সে মোযার উপর মাসাহ করবে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮০৮; আলবানী, সনদ ছহীহ; আলবানী, আল-মাসহু 'আলাল জাওরাবাইন পৃ. ৯১-৯২; নববী, আল-মাজমূ' ১/৪৮৭; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১/২২৬)*।

প্রশ্ন (২/২০২) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমরা বর্তমান উম্মাহর কেউ আল্লাহর হেদায়াত পাব না। কারণ আল্লাহ শুধুমাত্র ছাহাবীগণকে হেদায়াত দান করেছিলেন। এর পর থেকে যারা এসেছেন তাদের আল্লাহ কেবল দয়া দিয়েছেন, হেদায়াত নয়। এক্ষণে দয়া আর হেদায়াত কি ভিন্ন বস্তু?

-ফাহীম ফায়ছাল, ঢাকা।

উত্তর : বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। কারণ হেদায়াত কোন সময় বা নির্দিষ্ট একদল মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। সূরা ফাতিহায় হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে, যা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য *(ফাতিহা ১/৫)*। সূরা বাক্বারার শুরুতে কুরআনকে আল্লাহভীরুদের জন্য হেদায়াত বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২)*। কুরআনে ত্রিশেরও অধিক স্থানে হেদায়াতের কথা বলা হয়েছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ শাব্দিকভাবে দু'টি শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হেদায়াত অর্থ- পথ প্রদর্শন, দিকনির্দেশনা ইত্যাদি। আর দয়া অর্থ রহমত, অনুগ্রহ, করুণা ইত্যাদি। উভয়টিই আল্লাহ ছাহাবীগণসহ অন্যান্য সকলকে দান করেছেন।

প্রশ্ন (৩/২০৩) : জিমে গিয়ে শরীর চর্চা করা শরী'আতসম্মত কি?

-রওশন,
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : জিমে (Gym) গিয়ে শরীর চর্চায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। বরং শরী'আত শরীর চর্চার প্রতি উৎসাহিত করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিকতর প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে' *(মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮)*। তবে এমন শরীর চর্চা করা যাবে না যাতে শরী'আতের কোন বিধানকে অবজ্ঞা করা হয়। যেমন ছালাতের সময়ের ব্যাপারে খেয়াল না রাখা ও পর্দার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়া, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে শরীর চর্চা করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৪/২০৪) : জুম'আর দিন দো'আ কবুলের সময় কখন?

-সোহেল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : বিদ্বানগণ জুম'আর দিনে দো'আ কবুলের সঠিক সময় নিয়ে মতভেদ করেছেন। এবিষয়ে ৪৩টি মতভেদ উল্লেখিত হয়েছে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১৭২-৭৬)*। তন্মধ্যে দু'টি মত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত (১) ইমাম ছাহেবের মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম হা/৮৫৩; মিশকাত হা/১৩৫৭-৫৮)*। (২) আছরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত *(আবুদাউদ হা/১০৪৬;, মিশকাত হা/১৩৬০; ছহীহাহ হা/২৫৮৩)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিনের বার ঘন্টার মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন মুসলিম এ সময় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাহ'লে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ মুহূর্তটি তোমরা আছরের শেষ সময়ে অনুসন্ধান করো *(আবুদাউদ হা/১০৪৮; ছহীহুত তারগীব হা/৭০৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৯৯-২০০)*। উল্লেখ্য যে, বরকত ও ফযীলতের আশায় কেবল জুম'আর রাত্রিকে নির্দিষ্ট করে জাগরণ করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২; 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/২০৫) : খত্বীবের জন্য দুই খুৎবার মাঝে বসার সময় পঠিতব্য কোন দো'আ আছে কি?

-মুখতার হুসাইন
নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ থেকে নির্দিষ্ট কোন দো'আ বা যিকির বর্ণিত হয়নি। তবে যেহেতু জুম'আর দিনের এই সময়টি দো'আ কবুলের বিশেষ সময়ের অন্তর্ভুক্ত *(মুসলিম হা/৮৫২; আহমাদ হা/৭৭৫৬)*, তাই মুছল্লী বা ইমাম চাইলে যেকোন দো'আ পাঠ করতে পারেন *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১৮৮/৪২)*।

প্রশ্ন (৬/২০৬) : জনৈক নারীর প্রথম পক্ষের ১টি ছেলে এবং দ্বিতীয় পক্ষে ১টি ছেলে ও ১টি মেয়ে রয়েছে। এক্ষণে তার উভয় স্বামী মারা গেলে প্রথম পক্ষের ছেলেটি উভয় পিতারই

সম্পদের ওয়ারিছ হবে কি?

-আহসান হাবীব, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রথম পক্ষের ছেলেটি কেবল তার নিজ পিতার সম্পদের ওয়ারিছ হবে। সৎ পিতার সম্পদের হবে না। তবে সে তার মায়ের সম্পদের ওয়ারিছ হবে। অবশ্য সৎপিতার সাথে অন্য দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক (যেমন চাচা) থাকলে আছাবা সূত্রে পেতে পারে।

প্রশ্ন (৭/২০৭) : ছালাতের শেষ বৈঠকে সর্বনিম্ন কি কি দো'আ পাঠ করা আবশ্যক? তাশাহহুদ ব্যতীত কোন দো'আ পাঠ করার পূর্বেই ইমাম সালাম ফিরিয়ে দিলে ছালাত হবে কি?

-আব্দুল লতীফ, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে কেবল তাশাহহুদ (আত্তাহিইয়াতু) পাঠ করা আবশ্যক *(নাসাঈ হা/১২৭৭; দারাকুৎনী হা/১৩৪৩; ইরওয়া হা/৩১৯)*। অন্যান্য দো'আগুলি পাঠ করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব। অতএব কেবল তাশাহহুদ পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নিলে ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। এজন্য কোন সহো সিজদা দিতে হবে না *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৩/৩১০-৩১২)*। তবে দরূদ ও অন্যান্য দো'আগুলি পাঠ করার অনেক গুরুত্ব রয়েছে *(মুসলিম হা/৪০২; মিশকাত হা/৯০৯)*। আর তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে।

প্রশ্ন (৮/২০৮) : আমার পিতা আমার দাদাকে হজ্জ করাতে চেয়েছিলেন। তবে তা করানোর পূর্বেই দাদা মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে পিতা নিজেই দাদার বদলী হজ্জ করতে চান। কিন্তু তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারছেন না। এক্ষণে তিনি দাদার হজ্জের খরচ সমপরিমাণ অর্থ মাদ্রাসায় জমি ক্রয়ের জন্য দান করে দিতে চান। এ সিদ্ধান্ত সঠিক হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে দান নয় বরং অন্য কারু মাধ্যমে বদলী হজ্জ করাতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এরূপ ক্ষেত্রে হজ্জের অর্থ দান করতে বলেননি। বরং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে বলেছেন *(তিরমিযী হা/৯৩০; আহমাদ হা/১৬২২৯; মিশকাত হা/২৫২৮)*। আর নিজের হজ্জ না করে অন্যের জন্য বদলী হজ্জ করা যাবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫২৯)*।

প্রশ্ন (৯/২০৯) : ছালাতরত অবস্থায় মসজিদে কাঁচের দরজায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা গেলে ছালাত কবুল হবে কি?

-আব্দুল হাকীম
পাথরঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা এটা ছবি-মূর্তির হুকুমে পড়ে না। তবে মুছল্লী প্রতিচ্ছবির দিকে তাকাবে না। বরং এ সময় মুছল্লীর দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৩০১২)*। আর এই প্রতিচ্ছবির কারণে যদি ছালাতে মনোযোগ বিঘ্নিত হয়, তবে তা পর্দা বা অন্য কিছু দ্বারা ঢেকে দিবে।

প্রশ্ন (১০/২১০) : গাভীকে মানুষ ঝাড়-ফুঁক করে দুধ বন্ধ করে দেয়। তখন দুধ হয় না। এথেকে বাঁচার জন্য পাল্টা ঝাড়-ফুঁক করা দড়ি পরালে ভালো হয়ে যায়। এক্ষণে এটা পরানো যাবে কি?

-শরীফুল ইসলাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : দড়ি, তাবীয-কবয ইত্যাদি পরানো যাবে না *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৫৬)*। রাসূল (ছাঃ) পশুর গলায় রশির মালা বা এজাতীয় কিছু থাকলে তা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৩০০৫; মুসলিম হা/২১১৫)*। বরং এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আগুলো পাঠ করার মাধ্যমে শরী'আতসম্মত ঝাড়-ফুঁক করবে।

আর তাবীয-কবয বা এজাতীয় কোন মাধ্যমে উপশম হলেও বুঝতে হবে এগুলি শয়তানের কাজ। আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বান্দাকে শয়তানের আনুগত্যে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এসব শয়তানী কারসাজি মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল নারীকে আহ্বান করে। বস্তুতঃ তারা কেবল অবাধ্য শয়তানের পূজা করে' *(নিসা ৪/১১৭)*। একদা যয়নব (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার চোখে ব্যথা হ'লে আমি একজন ইহূদীর কাছে যেতাম, যে মন্ত্র পাঠের পর আমার চোখে ফুঁক দিলে ব্যথার উপশম হ'ত। তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে বললেন, এতো শয়তানের অপকর্ম ছিল। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দিত এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে আংগুলের খোঁচা মারতো *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০)*।

প্রশ্ন (১১/২১১) : কা'বাগৃহ, মসজিদে নববীসহ বিভিন্ন স্থানে ফরয ছালাত চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মুছল্লীদের মাঝে দাঁড়িয়ে পাহারারত দেখা যায়। জামা'আত চলাকালীন সময়ে এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-ছালাউদ্দীন বাবু, ঢাকা।

উত্তর : ইমাম ও মুছল্লীদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী জামা'আতে অংশ গ্রহণ না করে তাদের পাহারায় নিয়োজিত থাকতে পারে। যেমন কুরআনে যুদ্ধের ময়দানে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে একটি দলকে জামা'আতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে *(নিসা ৪/১০২)*। তারা পরে পৃথক জামা'আতে ছালাত আদায় করবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/১৮৮-১৯২)*।

প্রশ্ন (১২/২১২) : আমাদের পারিবারিক একটি কবরস্থান আছে, যেখানে ২-৩টি কবর রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে কবরগুলোর নীচু ও বাড়ির পাশে হওয়ায় সেখানে নানারকম ময়লা-আবর্জনা এমনকি গরুর মলমূত্র পড়ছে। এক্ষণে তার উপর মাটি ভরাট করে ইট দিয়ে বেঁধে দেওয়া যাবে কি?

-মাসউদ মাহমূদ, মান্দা, নওগাঁ।

Contents

উত্তর : মুসলমানের কবরস্থানকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। তা সংরক্ষণ করা জীবিত মানুষের দায়িত্ব *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১/২৭২; শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম, ফাতাওয়া ও রাসায়েল ৩/২০০)*। রাসূল (ছাঃ) বাক্বীউল গারক্বাদকে মদীনাবাসীর কবরস্থান হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন *(ছহীহাহ হা/৩০৬০)*। যা চারদিক থেকে পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

প্রশ্ন (১৩/২১৩) : কিয়ামতের পূর্বে কুরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে মর্মে কোন বর্ণনা আছে কি? যদি তাই হয় তবে হাফেযে কুরআনের সংখ্যা দিন দিন কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে?

-খাদীজা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণনা রয়েছে যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। এমনকি অবস্থা এমন হবে যে, জানবে না, ছিয়াম কি? ছালাত কি? কুরবানী কি, যাকাত কি?। এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহ্র কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯; ছহীহাহ হা/৮৭)*। তবে এটি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ঘটবে। যখন হাফেযের স্মৃতি থেকেও কুরআন তুলে নেওয়া হবে। হাফেযদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, কুরআনের উপর এমন একটি রাত অতিবাহিত হবে যে, হাফেযদের স্মৃতিতে ও মুছহাফের মধ্যে যা ছিল, তা হারিয়ে যাবে..*(হাকেম হা/৮৫৩৮, যাহাবী, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মুছহাফে কোন আয়াত থাকবে না এবং হাফেযের স্মৃতিতে মুখস্থ কিছু অবশিষ্ট থাকবে না' *(দারেমী হা/৩৩৪৩, ৩৩৪১; ফৎহুলবারী ১৩/১৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৪/২১৪) : কোন নারীর জন্য সমবয়সী অপর নারীর সামনে শরীরের কতটুকু পরিমাণ স্থান ঢেকে রাখা আবশ্যক?

-সোহান আহমাদ, দুবাই।

উত্তর : নারী অন্য নারীর সামনে শরীরের অতটুকু প্রকাশ করতে পারবে, যতটুকু নিকটতম মাহরাম পুরুষের নিকট প্রকাশ করতে পারে। যেমন- হাত, পা, মুখমণ্ডল ইত্যাদি। *(নূর ২৪/৩১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৭/২৯১, ২৯৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৭১)*।

প্রশ্ন (১৫/২১৫) : আমি স্কুলের সরকারী উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিনি। কিন্তু বৃত্তি পেয়েছি। এটা গ্রহণ করা জায়েয হয়েছে কি?

-যাকির হোসাইন, রংপুর।

উত্তর : এরূপ বৃত্তি গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ এটি প্রতারণার শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (১৬/২১৬) : আমার বয়স ২৫ বছর। নিজের আর্থিক সক্ষমতা ও পূর্ণ সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করার ব্যাপারে পিতা-মাতার অনুমতি পাচ্ছি না। যদিও তা আমার জন্য খুবই যরূরী। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ নাজমুল হুদা
চরমোহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পিতা-মাতার কর্তব্য প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা করা। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পিতা ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা না করলে গোনাহগার হবেন। এক্ষণে শরী'আতসম্মত কারণে পিতা-মাতা কোন বিবাহের অনুমতি না দিলে, তাদের নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক। অন্যথা নয়। তবে সম্ভবপর তাদেরকে বুঝিয়ে দ্বীনদার পাত্রী দেখে বিবাহ করতে হবে।

প্রশ্ন (১৭/২১৭) : যে ব্যক্তি আমার ৪০টি হাদীছ মুখস্থ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে ফক্বীহ হিসাবে উঠাবেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-নাছিরুদ্দীন, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮৯; যঈফুল জামে' হা/৫৫৬৮)*। ইবনু মুলাক্কিন বলেন, হাদীছটি বিশটি তুরুকে বর্ণিত হয়েছে, সবগুলো যঈফ। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, এর সকল তুরুক দুর্বল, কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। বায়হাক্বী বলেন, সকল সনদ যঈফ *(আল-বাদরুল মুনীর ৭/২৭৮)*।

তবে হাদীছ মুখস্থ করার অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোন কথা শুনেছে, অতঃপর এ কথাকে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে এবং যা শুনেছে হুবহু তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে *(তিরমিযী হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/২২৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬৫)*। বিদায় হজ্জের ভাষণ শেষে তিনি বলেন, উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার এ বাণীসমূহ) পৌঁছে দেয় *(বুখারী হা/৬৭)*।

প্রশ্ন (১৮/২১৮) : মুযারাবা পদ্ধতিতে আমার বন্ধুর সাথে আমি ব্যবসা করি। অর্থাৎ আমার অর্থায়ন এবং তার ব্যবসা। উক্ত অর্থ কেনা-বেচার মধ্যে চলমান থাকায় দোকানে সারা বছর যে ব্যবসায়িক পণ্যে স্থিত থাকে, তার গড় মূল্য হিসাব করে সে যাকাত পরিশোধ করে। এটা সঠিক হচ্ছে কি?

-আব্দুল আহাদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : এটি সঠিক হচ্ছে না। বরং সঠিক নিয়ম হ'ল বিনিয়োগকারী প্রতিবছর তার মূল সম্পদ এবং প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর যাকাত আদায় করবে। আর ব্যবসায়ী কেবল তার প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর যাকাত দিবে যদি তা নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিক্রান্ত হয় *(ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৮৭/২; ফাতাওয়া ইবনু জিবরীন ৮/৫০)*। তবে ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মালের হিসাব করে যাকাত আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

Contents

প্রশ্ন (১৯/২১৯) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, জায়নামায বা কার্পেটের উপর সিজদা দেওয়ার চেয়ে মাটিতে সিজদা করা উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-জাফর আহমাদ, বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তর : সরাসরি মাটিতে সিজদা দেওয়ার বিশেষ কোন ফযীলত নেই। রাসূল (ছাঃ) কখনো চাটাইয়ের উপর সিজদা দিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৮০, ৩৭৯; মুসলিম হা/৬৫৮)*। কখনো খেজুর পাতার তৈরী বিছানায় ছালাত আদায় করেছেন' *(মুসলিম হা/৬৫৯)*। আবার কখনো সরাসরি মাটিতে সিজদা দিয়েছেন *(বুখারী হা/৬৬৯; মুসলিম হা/১১৬৭)*। অতএব মাটিতে বা যেকোন পবিত্র বস্তু ও কাপড়ের উপরে সিজদা দেওয়ায় ছওয়াবের কোন তারতম্য নেই। শরী'আতের দৃষ্টিতে সবগুলো জায়েয *(নববী, শরহ মুসলিম হা/১০৫৩-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (২০/২২০) : রাক'আত বা জামা'আত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকায় দৌড়ে গিয়ে জামা'আতে শরীক হওয়া যাবে কি?

-আখতার
আন্ধারিয়াপাড়া, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : তাড়াহুড়া করে দৌড়িয়ে ছালাতে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের একামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে যেয়ো না; বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাও। স্থিরতা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমরা জামা'আতে যতটুকু পাও ততটুকু আদায় কর এবং ছুটে যাওয়া ছালাত পূর্ণ কর' *(বুখারী হা/৯০৮; মুসলিম হা/৬০২; মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্ন (২১/২২১) : রাসূল (ছাঃ) চেয়ারে বসে খেয়েছেন কি? তিনি না খেয়ে থাকলে আমাদের খাওয়া জায়েয হবে কি?

-মুজীব, মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) অধিক বিনয় প্রকাশের জন্য মাটিতে বসে খেতেন। যেমন তিনি বলেন, আমি খাই যেভাবে গোলাম খায়। আমি বসি যেভাবে গোলামে বসে *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫৮৩৬; ছহীহাহ হা/৫৪৪)*। তবে এটা অভ্যাসগত সুন্নাত, যা সুনানুয যাওয়ায়েদ-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি ব্যবহার করা ভাল এবং ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয় *(আল-জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ১২২)*। অতএব চেয়ারে বসে খাওয়ায় কোন বাধা নেই *(ফাৎহুলবারী ১১/২৮০, আওনুল মা'বূদ ১০/২৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রয়োজনে চেয়ারে বসতেন। আবু রিফা'আহ (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) একটি চেয়ারের উপর বসলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তিনি আমাকেও শিখালেন' *(মুসলিম হা/৮৭৬)*। এছাড়া ছাহাবীগণও চেয়ারে বসতেন *(বুখারী হা/১৫৯৪; আবুদাঊদ হা/১১৩)*। যা প্রমাণ করে যে, চেয়ারে বসে যেকোন কাজ-কর্ম করা যায়।

প্রশ্ন (২২/২২২) : ফজর ও মাগরিবের সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফেরূন ও ইখলাছ পড়ার বিধান ও হিকমত কি?

-মারূফা, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ফজর ও মাগরিবের সুন্নাত ছালাতে সূরা কাফেরূন ও ইখলাছ পাঠ করা মুস্তাহাব। ইবনে ওমর ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে মাগরিবের দু'রাক'আত ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতে অসংখ্যবার এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতে শুনেছি' *(নাসাঈ হা/৯৯২; মুসলিম হা/৭২৬; মিশকাত হা/৮৪২, ৮৫১)*। আর এ দু'টি সূরা তিলাওয়াতের হিকমত হ'ল- সূরা ইখলাছে তাওহীদে রুবূবিয়াত ও আসমা ওয়া ছিফাত সম্পর্কে এবং সূরা কাফেরূনে তাওহীদ ফিল ইবাদাহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ দু'টি সূরার মাধ্যমে যেন মুমিনের সকাল ও সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় এবং সারা দিন ও রাত যেন তাওহীদের উপরে থাকে। এই গুরত্বকে সামনে রেখেই ফজর ও মাগরিবের সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি সূরা পাঠ করতেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ১/১৩৮)*। তবে রাসূল (ছাঃ) মাগরিব ও ফজরের সুন্নাতে এদু'টি সূরা ব্যতীত অন্য সূরাও পাঠ করেছেন *(মুসলিম হা/৭২৭; মিশকাত হা/৮৪৩)*।

প্রশ্ন (২৩/২২৩) : ইয়াতীম ক্রন্দন করলে আরশ কেঁপে ওঠে এবং ইয়াতীমকে যে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। একথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-আহমাদ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলো জাল ও নিতান্তই যঈফ *(যঈফাহ হা/৫৮৫১-৫৮৫২)*। তবে ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক *(যোহা ৯৩/৯; বাক্বারাহ ২/২২০; তিরমিযী হা/১৯১৮; ছহীহাহ হা/৮০০)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪) : ময়ূর, তোতা, টিয়া ইত্যাদি পাখির গোশত খাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল গণী, ঢাকা।

উত্তর : ময়ূর, তোতা, টিয়া ইত্যাদি পাখির গোশত খাওয়া জায়েয। কারণ এগুলি ধারালো নখ বিশিষ্ট পাখি নয়, যা খেতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১৫/৩৩; আল-ইনছাফ ১০/৩৬৪)*।

***প্রশ্ন (২৫/২২৫) :* আমাদের এলাকায় দাফন শেষে পাত্রে পানি নিয়ে কবরের উপর মাথা থেকে পায়ের দিকে ছিটিয়ে দেয়া হয়। এটা সঠিক কি?**

-তাওহীদুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তর : কবরের মাটি দৃঢ় করার জন্য কবরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে দাফন করার পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে ছিলেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬১৪১; মিশকাত হা/১৭০৮; ছহীহাহ হা/৩০৪৫; ইবনু কুদামা, মুগনী ২/৩৭৬)*। তবে পানি ছিটানোর মাধ্যমে মাইয়েত প্রশান্তি পাবে, তার কল্যাণ হবে এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নেই *(উছায়মীন, তা'লীক 'আলাল কাফী ২/৩৮৯)*।

প্রশ্ন (২৬/২২৬) : মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার মাথার নিকটে সূরা ফাতিহা বা সূরা বাক্বারার প্রথম ও শেষ আয়াত পাঠ করার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি?

-মাযহারুল ইসলাম, দিনাজপুর।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছ ও আছারগুলি খুবই যঈফ *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১৩, ১৯১-১৯২; যঈফাহ হা/৪১৪০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অতএব এগুলি আমলযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (২৭/২২৭) : এমন কোন নিয়মিত আমল বা দো'আ আছে কি, যা নিয়মিত পাঠ করলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে নানা রোগ-ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে?

-সিলভিয়া খাতূন

শিমুলতলী, গাযীপুর।

উত্তর : এমর্মে বিভিন্ন দো'আ রয়েছে। বিশেষ করে কোন মারাত্মক রোগীকে দেখে তা পাঠ করলে, সেই রোগ তার হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে লোক কোন বিপদগ্রস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করে বলে, *'আল-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্তালা-কা বিহী ওয়া ফাযযালানী 'আলা কাছীরিম্ মিম্মান খালাক্বা তাফযীলা'* (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি যে বিপদে তোমাকে জড়িত করেছেন তা হ'তে আমাকে হেফাযতে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টিরাজির উপর আমাকে সম্মান দান করেছেন', সে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উক্ত অনিষ্ট হ'তে হেফাযতে থাকবে। তা যে কোন বিপদই হোক না কেন' *(তিরমিযী হা/৩৪৩১; মিশকাত হা/২৪২৯; ছহীহাহ হা/৬০২)*। এছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার সূরা নাস ও ফালাক পাঠ করবে *(আবুদাঊদ হা/৫০৮২; মিশকাত হা/২১৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬৪৯)*।

প্রশ্ন (২৮/২২৮) : সম্প্রতি নেকাব পরিহিত অবস্থায় নারীদের ইন্টারনেটে বিশেষত ইউটিউবে ওয়ায-নছীহত করতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের পূর্ণ পর্দার মধ্যে নারী-পুরুষের মিশ্রিত মজলিসে স্টেজে বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে। এটা জায়েয হবে কি?

-আবেদ আলী

মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : নারীরা এভাবে বক্তব্য দিতে পারে না। আর এর জন্য নারী দায়িত্বশীলও নয়। আল্লাহ তা'আলা এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূল প্রেরণ করলেও কোন নারীকে নবী করে পাঠাননি *(আহমাদ হা/২২৩৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৭; ছহীহাহ হা/২৬৬৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। এক্ষণে দ্বীন প্রচারের জন্য তারা পর্দার মধ্যে থেকে পৃথক মহিলা মজলিসে বক্তব্য দিবে *(ছহীহাহ হা/২৬৮০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৯/২২৯) : ছালাতের মধ্যে শয়তানী ওয়াসওয়াসায় মযী বের হওয়া অনুভব হ'লে ছালাত পরিত্যাগ করতে হবে কি? এ কারণে ওযূ বা কাপড় পরিবর্তন করতে হবে কি?

-শাহরিয়ার, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : যদি কেবল সন্দেহ হয়, তবে ছালাত পরিত্যাগ করবে না। কারণ সন্দেহের দ্বারা পবিত্রতা নষ্ট হয় না *(বুখারী হা/১৩৭, মুসলিম হা/৩৬২, মিশকাত হা/৩০৬)*। আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় তবে ছালাত পরিত্যাগ করবে এবং ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) মযী নির্গত হ'লে ওযূ করাই যথেষ্ট বলেছেন এবং কাপড়ে বা শরীরের যে যে স্থানে মযীর নিদর্শন পাওয়া যাবে, সে স্থান এক আজলা পানি ছিটিয়ে দিতে বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/২১০, তিরমিযী হা/১১৫)*।

প্রশ্ন (৩০/২৩০) : আমাদের এলাকার জামে মসজিদের বারান্দার পিলারে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-আবুল কাসেম

বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এটি করা জায়েয নয়। কারণ মসজিদ ব্যবসার স্থান নয়। রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন' *(তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩২, সনদ হাসান)*। তবে ইসলামী বই-পুস্তক জুম'আর দিন মসজিদের বারান্দার বাইরে বিক্রয় করতে বাধা নেই। কেননা এটি দ্বীনের দাওয়াতের একটি অংশ।

প্রশ্ন (৩১/২৩১) : ফাযায়েলে আমল কি বিশুদ্ধ কিতাব? এ গ্রন্থ পাঠ করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ অনীক

এনায়েতপুর, রাজশাহী।

উত্তর : 'ফাযায়েলে আমল', 'ফাযায়েলে ছাদাক্বা' সহ তাবলীগ জামা'আতের এ কিতাবসমূহে বহু যঈফ ও জাল হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা রয়েছে। উক্ত বইগুলোতে যা রয়েছে, তা বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল থেকে মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। অতএব এ সমস্ত ফাযায়েল ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বিশুদ্ধ ফাযায়েল ও মাসায়েল অধ্যয়ন করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে *(বিস্তারিত দ্রঃ 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই পৃ. ৫৭-৬৭)*।

প্রশ্ন (৩২/২৩২) : আমি আহলেহাদীছ হওয়া সত্ত্বেও আমার স্ত্রী মাযহাবী নিয়মে ছালাত আদায় করে। জনৈক আলেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তালাক দেওয়ার নির্দেশনা দেন। এটা সঠিক কি?

-মাযহারুল ইসলাম শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : এটা সঠিক নয়। তালাক দেওয়া কোন উত্তম সমাধান নয়। বরং স্ত্রীকে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার ব্যাপারে নছীহত করে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাকে সত্যের উপর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি

বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহ'লে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নছীহত করতে থাক' *(বুখারী হা/৩৩৩১; মিশকাত হা/৩২৩৮)*। স্মর্তব্য যে, আমলগত ত্রুটির পূর্বে স্ত্রীর মধ্যে কোন বাতিল আক্বীদা থাকলে, সেগুলি পরিবর্তন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩/২৩৩) : সুন্নাত ছালাত আদায়কালে ফরয ছালাত শুরু হয়ে গেলে কিভাবে ছালাত পরিত্যাগ করতে হবে। এসময় বসে সালাম ফিরাতে হবে কি?

-আরাফাত, চৌগাছা, যশোর।

উত্তর : এটি মুছাল্লীর অবস্থার উপর নির্ভর করবে। জামা'আত শুরু হওয়ার পর সুন্নাত ছালাত আদায়কারী যদি বুঝতে পারে যে, ইমাম রুকূতে যাওয়ার পূর্বে সে জামা'আতে শরীক হ'তে পারবে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারবে, তাহ'লে সে সংক্ষেপে সুন্নাত শেষ করে জামা'আতে শরীক হবে *(বুখারী হা/৫৮০; মুসলিম হা/৬০৭; মিশকাত হা/৬৮৬, ১৪১২)*। অন্যথায় সুন্নাত ছালাত ছেড়ে জামা'আতে শরীক হবে *(মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮)*। এজন্য তাকে সালাম ফিরাতে হবে না। আর ফরয ছালাত শুরু হয়ে গেলে নতুনভাবে সুন্নাত ছালাত শুরু করা যাবে না *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩৮৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১০১)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৩৪) : বিদেশে পণ্যবাহী জাহাযে কর্মরত জনৈক ব্যক্তি দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে। সে শহীদের মর্যাদা পাবে কি?

-আকবার হোসাইন, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ চাইলে তিনি দু'জন শহীদের মর্যাদা পাবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, নৌযানের ঝাঁকুনিতে বমি হ'লে সমুদ্রে সফরকারী ব্যক্তির জন্য একজন শহীদের ছওয়াব রয়েছে। আর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য রয়েছে দু'জন শহীদের ছওয়াব *(আবুদাঊদ হা/২৪৯৩; মিশকাত হা/৩৮৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৪৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তিকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন *(বুখারী হা/৬৫৩; মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/১৫৪৬)*।

তবে এজন্য তাঁকে শিরক-বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন-যাপন করতে হবে এবং সফরটি আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কাজে হ'তে হবে *(মিরক্বাত হা/৩৮৩৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৩৫) : ছালাতে ক্বিরাআত পাঠের সময় মাখরাজ ও টানসমূহের দিকে খেয়াল করতে গিয়ে অর্থ বুঝা বা ভাবাবেগ ধরে রাখতে পারি না। এক্ষণে উভয়ের মাঝে কোনটির প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা যরূরী?

-আযহার আলী, নাটোর।

উত্তর : যথা সম্ভব উভয়টির দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে ছালাতে ক্বিরাআতের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। নইলে ক্বিরাআত ও ছালাতে ভুল হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, দুর্ভোগ ঐসকল মুছল্লীর জন্য, যারা ছালাতে উদাসীন *(মাঊন ৪)*। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, সর্বোত্তম ক্বারী কে? তিনি বললেন, যার তেলাওয়াত শুনে তোমার কাছে মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করছে' *(দারেমী হা/৩৪৮৯; মিশকাত হা/২২০৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৩৬) : আমাদের ডেকোরেশনের ব্যবসা আছে। ব্যবসার প্রয়োজনে বিবাহ, কুলখানি, গান-বাজনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য মালামাল ভাড়া দিতে হয়। পুরোপুরি ইসলামী শরী'আ অনুমোদিত অনুষ্ঠান খুঁজে ভাড়া দিতে চাইলে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মাসঊদ আহমাদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : বৈধ কর্মে ভাড়া দিতে হবে এবং যথাসম্ভব শরী'আত বিরোধী কাজে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকবে *মায়েদাহ ৫/২)*। আল্লাহকে ভয় করলে ও তাঁর উপর ভরসা করলে তিনি ব্যবস্থা করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন *(তালাক ৬৫/২; বুখারী হা/৫১৬৪; মুসলিম হা/৩৬৭)*। বৈধ কর্মে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যবসা পরিচালনা করায় বাধা নেই। যেমন বিবাহ, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সভা-সম্মেলন ইত্যাদি বৈধ কর্ম। এক্ষণে এসব অনুষ্ঠানে যদি কেউ শরী'আতবিরোধী কাজ করে, তার জন্য ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি দায়ী হবে।

প্রশ্ন (৩৭/২৩৭) : ছহীহ বুখারীর ৮২২ নং হাদীছে ছালাত অবস্থায় চুল ও কাপড় গুটিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সঊদী আরব।

উত্তর : ছালাত অবস্থায় মাথার চুল ও কাপড় গুটিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে মাথার চুল ও ঝুলে থাকা কাপড়ও মুছল্লীর সাথে সিজদায় যায়। পাশাপাশি মুছল্লীর ভিতরে যেন কোন অহংকার প্রকাশ না পায়। কেননা সিজদায় গিয়ে ধূলা লাগার ভয়ে কাপড় ভাঁজ হয়ে যাওয়ার আশংকায় ও চুল গুটিয়ে নেওয়ায় অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে সিজদা করার সময় এটা একেবারে অনভিপ্রেত *(ফাৎহুল বারী ২/২৯৪; মির'আত ২/২০৬-০৭; মিরক্বাত ২/৩১৯)*। জমহূর বিদ্বান বলেন, 'পুরুষের জন্য মাথার চুল বাঁধা কেবল ছালাতের সময় নয় বরং সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী বলেন, এভাবেই ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য বিদ্বানগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই সঠিক' *(মির'আত ৩/২০৭, হা/৮৯৪-এর ব্যাখ্যা)*।

তবে নারীদের চুলের বিষয়টি ভিন্ন। হাফেয ইরাকী বলেন, এটি পুরুষের জন্য খাছ, মেয়েদের জন্য নয়। কেননা তাদের চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা ছালাত অবস্থায় ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যদি সে বেণী বা খোঁপা খুলে দেয় এবং চুল ছড়িয়ে পড়ে ও তা বেরিয়ে যায়, তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৬-২৩৭ 'পুরুষের জন্য চুল বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। আলবানী বলেন, 'এটা প্রকাশ্য যে, সিজদাকালে চুল খুলে দেওয়ার নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়' *(ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃ: ১২৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৩৮) : বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন অনুযায়ী কুরআন শেখা এবং সে চিহ্ন অনুযায়ী কুরআন পড়া জায়েয হবে কি?

-তামীম হোসাইন, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : কুরআনকে শুদ্ধভাবে তেলাওয়াতের জন্য যেকোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন কুরআনকে সহজে

তেলাওয়াতের জন্য ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগে নোকতা ও হরকত সংযোজন করা হয় *(যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৬/৫০৩; যুরক্বানী, মানাহিলুল ইরফান ১/৪০৬-৪০৭)*। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরআন শিখানোর নামে যা করা হচ্ছে, তা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। এগুলি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আরব ও অনারব উভয় ব্যক্তিদের মজলিসে তেলাওয়াত শুনছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা পাঠ কর। সবটাই সুন্দর। মনে রেখ সত্বর একদল লোক আসবে, যারা কুরআনের পাঠ ঠিক করবে যেভাবে তীর ঠিক করা হয়। তারা দুনিয়াতেই দ্রুত ফল চাইবে, আখেরাতের অপেক্ষা করবে না' *(আবুদাঊদ হা/৮৩০; মিশকাত হা/২২০৬)*। অর্থাৎ লোক দেখানো ও শুনানোই সেখানে মুখ্য হবে।

প্রশ্ন (৩৯/২৩৯) : যদি কেউ ভুলবশতঃ আমার নম্বরে ফ্লেক্সিলোড করে এবং পরে টাকা ফেরত না চায়। সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-খোন্দকার নাছীফ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : প্রকৃত মালিকের নিকট সেটি পৌঁছানোর জন্য এক বছর যাবৎ সাধ্যমত চেষ্টা করবে। তারপরেও খোঁজ না পাওয়া গেলে তা নিজে ব্যবহার করবে এবং হিসাব করে রাখবে। পরবর্তীতে কেউ দাবী করলে তাকে তা ফেরত দিবে *(বুখারী হা/৯১; মুসলিম হা/১৭২২; মিশকাত হা/৩০৩৩)*।

প্রশ্ন (৪০/২৪০) : ওযূর ক্ষেত্রে নাকে ও মুখে পৃথক পৃথকভাবে পানি দেওয়ায় সুবিধা হয়। এটা জায়েয হবে কি?

- মীযানুর রহমান, চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল একই অঞ্জলী দিয়ে মুখে ও নাকে পানি দিয়ে ওযূ করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এক অঞ্জলী পানি নিয়ে অর্ধেক দিয়ে কুলি করতেন এবং অর্ধেক পানি নাকে দিতেন *(বুখারী হা/১৯১, ১৯৯; মুসলিম হা/২৩৫; মিশকাত হা/৩৯৪)*। এর বিপরীত যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৩৯, আহমাদ হা/১৩৫৫, সনদ যঈফ; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৮৫; নববী, শরহ মুসলিম ৩/১০৫-১০৬)*। তবে যারা সহজে একাজটি করতে পারে না, তারা আলাদাভাবে পানি নিয়ে নাকে ও মুখে দিয়ে ওযূ করতে পারে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৫৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৬১)*। কারণ এর উদ্দেশ্য হ'ল ভালোভাবে কুলি করা ও নাক ঝাড়া। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, وَالْأَظْهَرُ أَنَّ مِنْ كَفَّةٍ تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ، وَالْمَعْنَى مَضْمَضَ مِنْ كَفَّةٍ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ এটি স্পষ্ট যে, 'এক অঞ্জলী' শব্দের মধ্যে দু'টি ক্রিয়া রয়েছে। অর্থাৎ এক অঞ্জলী দ্বারা কুলি করবে এবং অপর অঞ্জলী দ্বারা নাক ঝাড়বে *(মিরক্বাত হা/৩৯৪-এর ব্যাখ্যা)*।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)

মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২

ব্যবস্থাপনায়

শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯

হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০

খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

(ঙ) ৫ম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা চালু করা। যা এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় ভুল। ফলে কচি বাচ্চাদের অপরিপক্ক মস্তিষ্কে জিপিএ-৫ পাওয়ার দুর্বহ চিন্তার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে তাদের খেলা-ধুলা ও তাদের অভিভাবকদের ঘুম হারাম করা হয়েছে। তারা এখন দিনরাত বাচ্চা নিয়ে ছুটছেন কোচিং সেন্টারগুলিতে। ২০১৮ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার শতভাগ প্রশ্নপত্র সৃজনশীল পদ্ধতিতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যা একটি আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। (চ) সরকারী ভাবে বই লেখা ও ছাপানো। যাতে অযোগ্য লেখকদের ভুলে ভরা লেখা এবং জনগণের আক্বীদা-আমলের বিরোধী মতবাদ ও বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা প্রসারের অপচেষ্টা চলছে। উপরোক্ত কর্মকাণ্ডের ফলে পুরা শিক্ষাব্যবস্থাটাই এখন কোচিং নির্ভর ও গাইড বই সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। অপরদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সনদ বিতরণী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি মূলতঃ সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেই হচ্ছে। যেখানে দেশের অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করে। অথচ বাংলাদেশে আরও প্রায় ১১ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। সেসব স্থানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়না। বিশেষ করে শত শত ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে প্রশ্ন ফাঁসের কথা কেউ কল্পনাও করেনা। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে। ফলে ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনে তারাই যে নেতৃত্ব দিবে এবং আম জনতার সন্তানেরা তাদের গোলামী করবে, সেই অশুভ পরিকল্পনার অবাধ বাস্তবায়ন চলছে কথিত গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে। অতএব সরকারের উচিত হবে সহায়ক ভূমিকা পালন করা, সরাসরি ভূমিকা নয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*]

Contents

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ ও দেওয়ালপত্র

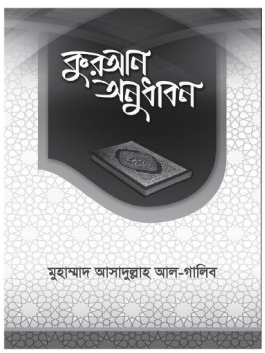

কুরআন অনুধাবন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

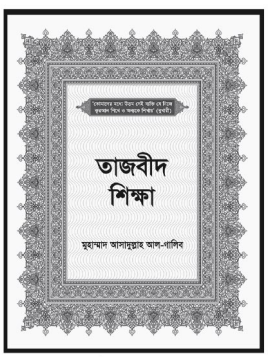

তাজবীদ শিক্ষা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

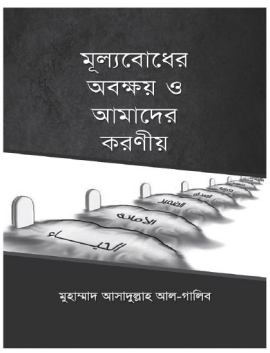

মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয়
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

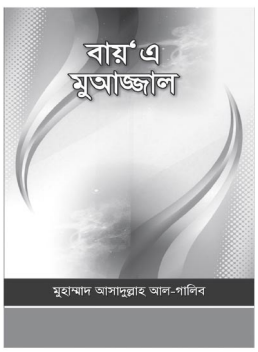

বায়'এ মুআজ্জাল
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

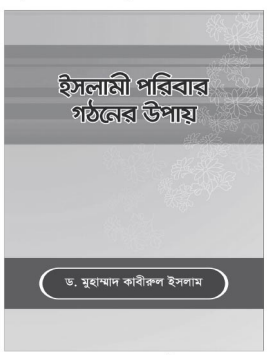

ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

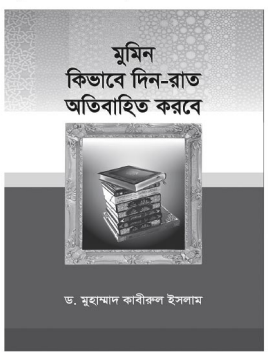

মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

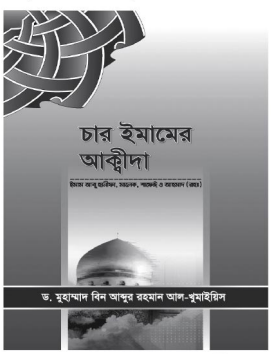

চার ইমামের আক্বীদা
ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস

দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০৪৭১-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ), ০১৯১৫-০১২৩০৭
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর ও ইউনিভার্সিটি অফ ইসলামিক সায়েন্সেস, করাচী কর্তৃক প্রদত্ত নির্ঘণ্ট অনুসারে প্রস্তুতকৃত

হিজরী ১৪৩৯ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৮ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৪-২৫

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ মার্চ	১২ জুমাঃ আখেরাহ	১৭ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	৫ : ০৫	৬ : ২১	১২ : ১১	৩ : ৩১	৬ : ০১	৭ : ১৬
০৫ ”	১৬ ”	২১ ”	সোমবার	৫ : ০২	৬ : ১৮	১২ : ১০	৩ : ৩২	৬ : ০৩	৭ : ১৮
১০ ”	২১ ”	২৬ ”	শনিবার	৪ : ৫৭	৬ : ১৩	১২ : ০৯	৩ : ৩২	৬ : ০৬	৭ : ২০
১৫ ”	২৬ ”	০১ চৈত্র	বৃহস্পতি	৪ : ৫৩	৬ : ০৮	১২ : ০৭	৩ : ৩২	৬ : ০৮	৭ : ২২
২০ ”	০২ রজব	০৬ ”	মঙ্গলবার	৪ : ৪৮	৬ : ০৩	১২ : ০৬	৩ : ৩২	৬ : ১০	৭ : ২৪
২৫ ”	০৭ ”	১১ ”	রবিবার	৪ : ৪২	৫ : ৫৮	১২ : ০৫	৩ : ৩১	৬ : ১১	৭ : ২৭
০১ এপ্রিল	১৪ রজব	১৮ চৈত্র	রবিবার	৪ : ৩৫	৫ : ৫১	১২ : ০২	৩ : ৩০	৬ : ১৫	৭ : ৩০
০৫ ”	১৮ ”	২২ ”	বৃহস্পতি	৪ : ৩১	৫ : ৪৭	১২ : ০১	৩ : ২৯	৬ : ১৬	৭ : ৩২
১০ ”	২৩ ”	২৭ ”	মঙ্গলবার	৪ : ২৬	৫ : ৪২	১২ : ০০	৩ : ২৭	৬ : ১৮	৭ : ৩৫
১৫ ”	২৮ ”	০২ বৈশাখ	রবিবার	৪ : ২০	৫ : ৩৮	১১ : ৫৯	৩ : ২৬	৬ : ২০	৭ : ৩৭
২০ ”	০৩ শা'বান	০৭ ”	শুক্রবার	৪ : ১৫	৫ : ৩৩	১১ : ৫৭	৩ : ২৫	৬ : ২২	৭ : ৪০
২৫ ”	০৮ ”	১২ ”	বুধবার	৪ : ১০	৫ : ২৯	১১ : ৫৬	৩ : ২৩	৬ : ২৫	৭ : ৪৩

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’** *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।